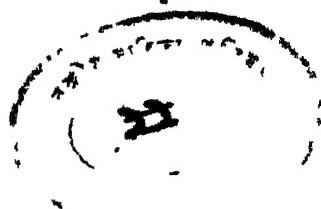


# আরব্য উপন্যাস।

দ্বিতীয় খণ্ড।



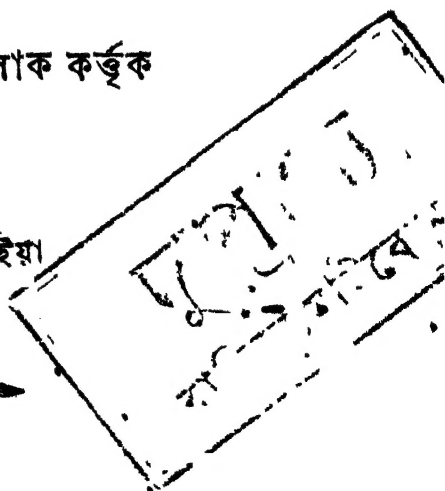
ঈংরাজী প্রসিদ্ধ আরেবিয়ান নাইট হইতে

বাস্তব ভাষায়।



শ্রীযুক্ত নীলমণি বসাক কর্তৃক

অনুবাদিত হইয়া।



কলিকাতার আমড়াভলারি ১২ নং সংখ্যান পুণ্ড্রচন্দ্রানন্দ যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

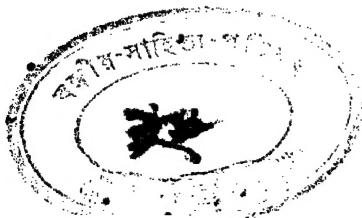
১২৫৭





## সূচীপত্র ।

উপন্যাস	পৃষ্ঠা
কুঞ্জের কথা	১
দরজির কথিত ইতিহাস	৫
নরসুন্দরের বিবরণ	১৭
নরসুন্দরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিবরণ	১৯
নরসুন্দরের দ্বিতীয় ভ্রাতার বিবরণ	২৩
নরসুন্দরের তৃতীয় ভ্রাতার বিবরণ	২৭
নরসুন্দরের চতুর্থ ভ্রাতার বিবরণ	৩৩
নরসুন্দরের পঞ্চম ভ্রাতার বিবরণ	৩৬
নরসুন্দরের ষষ্ঠ ভ্রাতার বিবরণ	৪৩
হোসেন আলি এবনে বেকারের কথা	৪৯
কামারুল জমাল রাজপুত্র এবং চীন } দেশীর রাজ কন্যার প্রেমের কথা	৯২
চীন দেশের রাজ কন্যার কথা	৯৯
মার জমানের কথা এবং কামারুল } জমানের কথার পরিশেষ	১১৬
বেদৌরা রাজকুমারীর বিবরণ	১২৭
যুবরাজ আমজিয়াদ এবং আসাদের কথা	১৪৪
আসাদের সংক্ষেপ বিবরণ	১৫৫

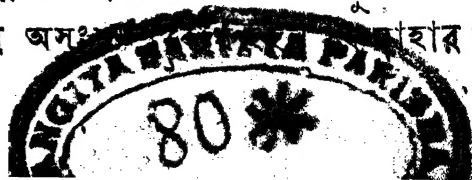




বাটীর মধ্যে ফেলিয়া দেই। বৈদ্য কহিল এপর্যন্ত ভাল বটে। অনন্তর তাহার স্ত্রী পুরুষে শবট লইয়া ছাদের উপর গিয়া শবের দুই কক্ষে এক গাছা রজ্জু দিয়া বাঁধিয়া আস্তে-ভাণ্ডারির ভবনে নামাইয়া দিল পরে শবের পৃষ্ঠ প্রাচীরাবলম্বনে খাড়া হইয়া থাকিলে বৈদ্য দয়ন্তী রজ্জু গাছা উপরে তুলিয়া লইয়া আপনাদের শয়নাগারে গিয়া শয়ন করিয়া থাকিল।

মুসলমান সে দিবস এক বিবাহের নিমন্ত্রণে গিয়াছিল, কতক রাত্রিতে বাটীতে আসিয়া হাতলঠলের আলোকে দেখিল যে একটা মনুষ্য দাঁড়াইয়া আছে, তাহাতে ত্বর বোধ করিয়া এফটা বৃহৎ যচ্চি লইয়া যৎপরো নাস্তি প্রহার করিতে লাগিল, সুতরাং শব ভূমিতে পড়িয়া গেল কিন্তু তখনও তাহার প্রহারে ক্ষান্ত হইল না পরে যখন দেখিল যে ত্বর নিষ্পন্দ হইয়াছে তখন প্রহারে ক্ষান্ত হইয়া নিরীক্ষণ করিল যে মরিয়া গিয়াছে, ইহাতে অত্যন্ত ভীত হইয়া কহিল হায় প্রহার করিয়া মনুষ্যটাকে হত্যা করিলান, এখন উপায় কি। কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া শবটাকে ক্ষক্ষে লইয়া গলির প্রান্তভাগে এক দোকানে ঠেসাইয়া রাখিয়া আসিল।

তদনন্তর এক খ্রীষ্টিয়ান সাধু নিশাবসানে স্নান করিতে যাঈ-তেছিল হঠাৎ এক দোকান ধরিয়া দাঁড়াইতে শবট তাহার উপর পড়িয়া গেল তাহাতে সে চোর বলিয়া তাহাকে নিদারুণ প্রহার করিতে-চোর ধরিয়াছি বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল তাহার চীৎকার শ্রবণে এক জন চৌকিদার দৌড়িয়া আসিল কিন্তু যখন সে দেখিল যে এক জন খ্রীষ্টিয়ান এক মুসলমানকে প্রহার করিতেছে তখন সাধুকে ধরিয়া, এবং শেষে কুঁজাকে মৃত দেখিয়া বিচারকর্তার নিকট লইয়া গেল। বিচারকর্তা চৌকিদারের প্রমুখ্যে তাবৎ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া নিশ্চয় করিলেন যে সাধু বসন্তি হত্যাকারী এবং সে যদ্যপিও নিদোষ তথাপি অগত্যা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল যেহেতু নিশাপালের সাক্ষ্যে বিচারকর্তার অসংশয় তাহার দ্বারাই হত্যা হইয়াছে।



অনন্তর বিচারক তাঁরাজ সমীপে গিয়া তাঁর বিষয় নিবেদন করিলে রাজা কহিলেন যাহারা আমার দিগের স্বজাতীয় মুসলমানকে বধ করে তাহার দেহ প্রতি কোন প্রকারে দয়া করা কৰ্ত্তব্য নহে অতএব ইহার উপযুক্ত দণ্ড এই দণ্ডে প্রদান করা বিচারকরা—আজ্ঞা পাইয়া একটা ফাঁসি কাঠ প্রস্তুত করাইয়া নগরে যোগা দিলেন যে এক জন খৃষ্টিয়ান এক মুসলমানকে হত্যা করিয়াছে তজ্জন্য তাহার প্রাণ দণ্ড হইবেক। ইহাতে নগরস্থ তাবৎ লোক ফাঁসী দেখিতে আইল কিন্তু সংকালীন সাধুর গল দেশে বজ্রু দিয়া ফাঁসি কাঠে উত্তোলন করে তৎ মুসলমান ভাণ্ডারী জনতা মেলিয়া বিচারকের নিকটে আসিয়া কহিল এই ব্যক্তিকে ফাঁসি দিওনা ইনি নিরপরাধী আমি ঈ কুঁজাকে নষ্ট করিয়াছি আমাকে ফাঁসি দেও। বিচারকতা ভাণ্ডারীকে অনেক প্রশ্ন করিলেন তদ্বিষয়ে ভাণ্ডারী আদ্যস্ত সমস্ত বিবরণ কহিল তাহাতে সেই ব্যক্তিই হত্যা করিয়াছে ইহা সপ্রমাণ হওয়াতে বিচারক সাধুর ত্যাগ করিয়া হস্তপরিবৃত্তে ভাণ্ডারিকে ফাঁসি দিতে আজ্ঞা করিলেন। কিন্তু তাহার গল দেশে বজ্রু প্রদান সময়ে সেই ইহুদী বৈদ্য আসিয়া কহিল এ ব্যক্তি নিদোষ প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধ কিছুই করেনাই আমি কুঁজাকে বধ করিয়াছি, আমার দণ্ড করা ইহা কহিয়া যে প্রকারে কুঁজাকে হত্যা করিয়া ভাণ্ডারির গৃহে নিক্ষেপ করিয়াছিল বিস্তার করিয়া বলিল। বিচারক কৃত্তাবিবেচনা পূর্বক স্থানিয়া মুসলমানকে মৃত্তি দিয়া ইহুদীর প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা দিলেন, কিন্তু যখন তাহাকে ফাঁসি কাঠের নিকট লইয়া যাইতেখন দরজি আসিয়া কহিল আমি এই কুঁজের মৃত্যুর মূল, ‘আমাকে ফাঁসি দেও, বৈদ্যের প্রাণ দণ্ড করিও না, ইনি নিরপরাধী’ ইহাতে বিচারক প্রমাণ গ্রহণানন্তর দরজিকে ফাঁসি দিতে আজ্ঞা করিলেন। কিন্তু যৎকালে ‘দরজিকে ফাঁসি দেওনের’ উদ্বেগ হইতে লাগিল তৎকালে রাজসভাতে রাজসভাসং কুঁজের অনুসন্ধান হওয়াতে রাজা স্থানিলেন যে দেশে মরিয়াছে এবং উপরোক্ত বৃত্তান্ত ও রাজা-

র কৰ্ণগোচর হইল, তাহাতে ভূপতি ক্রোধান্বিত হইয়া কুঁজার মৃতকায় এবং হত্যাকারি দিগকে অবিলম্বে সম্মীপে আনয়নার্থ দূত পাঠাইয়া দিলেন। বার্তাবহ বধ্য ভূমিতে আসিয়া রাজাজ্ঞা প্রকাশ করিলে বিচারক তৎক্ষণাৎ দরজির বন্ধন খুলিয়া দিলেন পরে রাজাজ্ঞানুসারে দরজি ও খ্রীটিয়ান সাধু এবং কুঁজার মৃতদেহ লইয়া রাজ সভায় গমন করিলেন। রাজা বিচারকর্তার প্রমুখাৎ সমস্ত শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং রাজকীয় উপন্যাস বেত্তাগণকে এই বিবরণ লিখিয়া রাখিতে আজ্ঞা দিলেন পরে সভাস্থ দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তোমরা কখন এমন চমৎকার কাহিনী শুনিয়াছ কি না সভাসদেরা উত্তর না করাত্তে এক সদাগর কহিল হে ধরণীনাথ আমি এক ইতিহাস জানি তাহা এ বিবরণ অপেক্ষাও অধিক চমৎকার ইহা বলিয়া উপন্যাস কহিল, কিন্তু সভাস্থ লোকের তাহা বিস্ময়াপাদক হওয়া দূরে থাকুক কুঁজার বিবরণের তুল্যও বোধ হইল না, তাহাতে নৃপতি বিরক্ত হইয়া কহিলেন যদিপি তোমরা কেহ উত্তম গল্প বলিতে না পার তবে তোমারদিগের তাবতের প্রাণ দণ্ড করিব। ইহা শুনিয়া মুসলমান ভাণ্ডারী স্বীয় বিবরণ কহিল কিন্তু তাহাতেও রাজার মনোরঞ্জন হইল না। তৎপরে ইলদী বৈদ্য স্বীয় কাহিনী কহিল তাহা ভাল লাগিল বটে কিন্তু সম্পূর্ণরূপে মনোরম্য হইত না অনন্তর দরজি বলিল মহারাজ যদিপি অনমতি করেন তবে আমি এক ইতিহাস বলি। রাজা সম্মতি প্রদান করিলে দরজি বলিতে আরম্ভ করিল।

দরজির কথিত ইতিহাস।

এতদেশস্থ এক ভদ্র লোক গত কল্য কতক শুনিব বাক্যে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে আমারও নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। আমি নিকপিত স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে বিংশতি জন ভদ্র ননুয়া তথায় বসিয়া আছেন কিন্তু বাটীর কর্তা অনুপস্থিত, শুনিলাম কোন্ কৰ্ম্মানরোধে তিনি বাহিরে গিয়াছেন। কিয়ৎ কাল পরে বাটীর কর্তা প্রত্যাগত হইলেন এবং তৎ সমভিব্যাহারে পরম সুন্দর এক নবীন পুরুষ আসিল। সে

উত্তম বস্ত্রাদিতে সজ্জিত কিন্তু তাহার একটী পদ খণ্ড । গৃহের কৰ্ত্তা সভায় প্রবিষ্ট হইলে আমরা সকলে উঠিয়া তাঁহার সম্মান করিলাম, এবং যুবা গুরুষকে বসিতে কহিলাম । সে ব্যক্তি বসিতে যায় এই সময় এক জন নাপিতকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তথ্য হইতে চলিল, ইহাতে গৃহী ব্যক্তি আশ্চর্যান্বিত হইয়া কোথা যাও বলিয়া তাহাকে ধরিলেন । যুবা কহিল দোহাই পরমেশ্বরের আনাকে সভায় লইয়া যাইবেন না, তথ্য গেল এ নাপিত নাপিতের মুখাবলোকন করিতে হইবেক তাহা আমি পারিব না । তাঁহার এই কথাত্তে আমরা সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলাম একং বিবেচনা করিলাম যে নাপিত মন্দ লোক হইবে । পরে গৃহী জিজ্ঞাসা করিলেন নাপিতের প্রতি ঘেঘের কারণ কি । যুবক উত্তর করিল এই হতভাগা নাপিতের জন্য আমি খোঁড়া হইয়াছি এবং আমার যে২ বিপদ গিয়াছে তাহা বক্তব্য নয় এই জন্য শপথ করিয়াছি এই নাপিত যে দেশে বাস করিবে আমি সে দেশে থাকিব না, আর এই নাপিতের ভয়ে আমি স্বদেশ বোগদাদ পরিত্যাগ করিয়া এই দূর দেশ মহা তাতার রাজ্যে আসিয়া রহিয়াছি । আমি মনে করিয়াছিলাম আর ইহার মুখাবলোকন করিতে হইবে না; কিন্তু অকস্মাৎ এখানে দেখিতে হইল, এজন্য আপনাদিগকে ত্যাগ করিয়া পলাইতেছি । যুবা এই কথা বলিয়াই যায় । গৃহী ব্যস্ত হইয়া বহু বিনতি করিয়া রাখিলেন এবং নরসুন্দর যে তাহার কথায় নতশিরা হইয়াছিল তাহার প্রতি ঘেঘের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন আমরা সকলেই এ প্রণেয় পোষকতা কুরিলাম ইহাতে সেই যুবা সকলের অনুরোধ ছাড়াইতে না পারিয়া সভা মধ্যে নাপিতের দিগে পশ্চাৎ করিয়া বসিয়া এই প্রকারে ভদ্বিবরণ কহিতে লাগিলেন ।

যুবা বলিলেন. বোগদাদ নগরের মধ্যে আমার পিতা অতি গুণজ্ঞ ও কৰ্ম্মদক্ষ ছিলেন এবং অতি সম্ভ্রান্ত কৰ্ম্ম করিলে করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহাতে গৌবর জ্ঞান না করিয়া স্বচ্ছন্দতা-

বহুায় কাল যাপন করিতেন। আমি তাঁহার এক মাত্র সম্মান  
 একারণ বাল্যকালাবধি পিতা আমার বিদ্যাভ্যাসের জন্য  
 কষ্টে যত্ন করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইলে  
 আমি পৈতৃক সম্বলি প্রাপ্ত হইয়া অপকর্মে রত না হইয়া জ্ঞান  
 পথে চলিলাম। ঐ সময়ে আমার অনঙ্গ প্রসঙ্গ ছিল না বরঞ্চ  
 স্ত্রী জাতির প্রতি এমত ঘৃণা ছিল যে তাহারদিগের সহিত কখন  
 বাক্যালাপ করিতাম না। এক দিন নগর ভ্রমণ করিতেছি হঠাৎ  
 দেখিলাম কতক গুলি অবালা আসিতেছে তাহাতে তাহার-  
 দিগের সহিত চাক্ষুস না হয় এজন্য এক গলির মধ্যে যাইয়া এক  
 বাটীর দ্বারে একখান কাষ্ঠাসনে বসিয়া থাকিলাম, কিন্তু কি পর-  
 মেস্বরের ইচ্ছা উপর তালায় এক গবাক্ষে একটা টবে কএকটা  
 উত্তম গুণপদ্ম ছিল তাহা অবলোকন করিতেছি ইতিমধ্যে এক  
 মনোহারিণী কামিনী ঐ পদ্ম বক্ষে জল দিতে আসিল এবং  
 আমার প্রতি দৃষ্টি করত আমার হৃদয়ে কটাক্ষ শর নিক্ষেপ  
 করিয়া মৃদুহাসে গবাক্ষের দ্বার রুদ্ধ করত তথা হইতে  
 অন্তর হইল। আমি ঐ যুবতীর রূপ দর্শনে বিমোহিত হইয়া  
 গবাক্ষ লক্ষ্যে বসিয়া রহিলাম কিন্তু রমণী আর আসিল না,  
 কতকক্ষণ পরে দেখিলাম যে নগরের প্রধান কাজি এক অশ্বতরীর  
 পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া পাঁচ ছয় জন দাস সমভিব্যাহারে  
 ঐ বাটীর দ্বারে আসিয়া খচ্চর হইতে অবরোহণ পূর্বক  
 বাটীতে প্রবেশ করিলেন তাহাতে অনুমান করিলাম যে  
 কামিনী লক্ষ্যে আমার বক্ষে শলাপাত হইয়াছে তিনি ঐ  
 কাজির কুমারী হইবেন, ফলত তাহাই যথার্থ। আমি  
 অনেক ক্ষণ পর্যন্ত ঐ স্থানে থাকিয়া বাটী গেলাম কিন্তু  
 আমার চিত্ত কামিনীর নিকটেই রহিল আর কাম্যি প্রমদ  
 প্রবল হইল যে তাহাতে বিষম জ্বর উপস্থিত হইল।  
 আমার এই অবস্থা দেখিয়া বাটীর সকলে শঙ্কিত হইলেন এবং  
 আমার রোগ ক্রমশ বৃদ্ধি পাইবাতে আমার জীবনের আশা-  
 তে সংশয় জন্মিল। এক প্রাচীনা প্রতিবাসিনী এই পীড়ার সম্বাদ  
 শুনিয়া আমাকে দেখিতে আসিয়া গৃহ হইতে আরুৎ সকলকে



বিদায় দিয়া আমাকে নিজ'নে বলিল বাপ তুমি রোগ গোপন করিয়া কেন আপনাকে ক্লেশ দিতেছ, আমি ঐ রোগের কারণ বুঝিয়াছি এবং আমি তোমাকে আরোগ্য করিব কিন্তু বল দেখি কোন ভাগ্যবতী কামিনী তোমাকে ক'ম পীড়িতে পীড়িত করিয়াছে কি না । এই পর্য্যন্ত বলিয়া আমি কি উত্তর দেই তদ-পেক্ষা বদন লক্ষ্যে মৌন ভাবে রহিল; কিন্তু আমি তাহাকে একে-বারে মনের কথা প্রকাশ করিয়া বলি আমার এমন অন্তঃকরণ হইল না তাহার কথা শুনিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলাম । বৃদ্ধা কহিল হে নন্দন তোমার মৌনালম্বনে কি অনুমান করিব, আমাকে সে কথা বলিতে কি তোমার লজ্জা হইতেছে কিয়া আমাকে প্রত্যয় করিবে কি না তাহা মনে বিবেচনা করিতেছ, যাহা হউক আমি যে কথা কহিলাম তাহাতে সন্দেহ করিও না আমি তোমার পীড়ার শান্তি করিব । বৃদ্ধা এই প্রকার আরও অনেক কথা বলিল, আমি শেষে ঐধ্যাবলম্বন করিতেন। পারিয়া কাজির কুমারীকে দেখিয়া যে কামাগ্নিতে দগ্ধ হইতে ছিলাম তাহা প্রকাশ করিয়া কহিলাম । আর বলিলাম যদি ঐ যুবতীর সঙ্গে আমার অভিলাব সিদ্ধির কোন উপায় করিয়া দিতে পার তবে তোমাকে যথেষ্ট পুরস্কার করিব । বৃদ্ধা কহিল বাছা আমি ঐ যুবতীকে জামি সে প্রধান কাজির দহিতা বটে এবং বোংদাদে তাহার তুল্য সুন্দরী আর নাই । কিন্তু সে অতিশয় গর্ভিণী এবং তাহার সহিত সাক্ষাৎ হওয়া অতিদুরর যদ্যপি অন্য কোন নারী হইত তবে বশীভূত করিয়া এই মুহূর্ত্তে আনিয়া দিতাম, এ নারীকে বশীভূত করা কিছু কঠিন হইবে, তথাপি আমি সাধ্যানুসারে যত্ন করিব । তুমি নিশ্চিন্ত থাক । বৃদ্ধা এই কথা বলিয়া বিদায় হইল । আমি নিশ্চিন্ত থাকিব কি তাহার মুখে যে কথা শুনিলাম তাহাতে আরো চিন্তা সাগরে মগ্ন হইলাম এবং রোগ আরো বৃদ্ধি পাইতে লাগিল পর দিন বৃদ্ধা আসিল কিন্তু আমি তাহার অপ্রসন্ন মুখ দর্শনে বুঝিলাম কৰ্ম্ম সিদ্ধি হয় নাই । বৃদ্ধী কহিল যে ঐ যুবতীর পিতা তাহাকে অত্যন্ত সাবধানে রাখেন ইহাতে তা-

হার নিকট গতি বিধি অতি কঠিন, অপর সেই নারী অতি নির্ভুরা। এবং তাহার এমন জরুর স্বভাব যদি শুনিতো পায় কোন ব্যক্তি তাহার প্রেমে বদ্ধ হইয়াছে তবে আনন্দিতা হয়, সুতরাং তোমার যত্নগার কথা শুনিয়া বড়ই আশ্লাদিতা হইল, পরে অনুরোধের কথা যখন উত্থাপন করিলাম তখন আমার প্রতি বিজাতীয় রাগ প্রকাশ করিয়া কহিল তোমার অত্যন্ত আশ্রয়, আমাকে এমন কথা কহ, এমত আলাপের জন্যে তুমি পুনর্বার নিকটে আসিও না। কিন্তু বুড়ী আমাকে কহিল হতাশ হইও না, যদিপি কিছুকাল ঐশ্বর্য্যাবলয়ন করিতে পার তবে সকল আশা সফল হইবে, ইহা বলিয়া সে দিবস বিদায় হইল। অপর কয়েক দিন যাতায়াতের পর ঐ প্রাচীনা এক দিবস আসিয়া আমাকে নিজ্জনে কহিল তোমার কন্ম সিদ্ধি হইয়াছে এখন কি পুরস্কার দিবে বল। আমি কহিলাম অবশ্যই পুরস্কার করিব, কিন্তু কি সম্বাদ আনিয়াছ বল দেখি। বুদ্ধা কহিল আমি গত কল্য ঐ যুবতীর নিকট গিয়াছিলাম তাহাতে তাহাকে হর্ষান্বিত দেখিয়া বিমর্ষ হইয়া কপট ক্রন্দন ও দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলাম। যুবতী জিজ্ঞাসা করিল ওমা তোমাকে কেন বিমর্ষ দেখি। আমি উত্তর করিলাম সুন্দরি সে কথা আর কি বলিব সে দিবস, যে পুরুষের কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম সে তোমার প্রেমে কাল রোগ প্রাপ্ত হইয়া এখন তখন যায় হইয়াছে, তোমারই নির্ভুর ব্যবহারে তাহার এই দুর্দশা ঘটিল, সে দিবস তুমি আমাকে কক্ষণ বাক্যে দূর করিয়া দিলে আমি যাইয়া তাহাকে কহিয়াছিলাম তাহাতেই তাহার পীড়ার বৃদ্ধি হয়, আহা ! তাহার এমন অবস্থায় এখনও যদি তুমি তাহার প্রতি কৃপা দৃষ্টি করিয়া ইচ্ছা সিদ্ধি কর তথাপি তাহার প্রাণ রক্ষা হয়। এতৎ অকণে যুবতী বিস্মিতম্বন্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল সে কি যথার্থ আমারি জন্য ঐদৃশ যত্নগা পাইতেছে। আমি কহিলাম ইহাতে সন্দেহ কি। কামিনী কহিল আমার দৃষ্টি লাভেই কি তাহার সে রোগ

উপশম হইতে পারিবে? আমি উত্তর করিলাম সম্ভব বটে যদি তুমি অনুমতি কর তবে উপায় করা যায়। কাজী তনয়া কহিল তবে তুমি তাহাকে এখানে আনিও, কিন্তু তাহাকে বলিও যে সাক্ষাৎ মাত্র হইবে তত্বিন্ন অক্যালাপ হইবেক না পরে যদি আমার পিতার অনুমতি লইয়া আমাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে তাহা হইতে পারিবে। আমি কহিলাম হে গুণবতি তোমার গুণের কথা কি কহিব, আমি এই সম্বাদ এখনি গিয়া কহিতেছি। যুবতী কহিল আগামি শুক্রবারে সাক্ষাৎ হইবে, সেই দিবস নমাজের সময়ে যখন পিতা বাটী হইতে বাহিরে যাইবেন তখন তাহাকে বাটীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে কহিও, তাহা হইলে আমি দ্বার খোলাইয়া তাহাকে উপরে আনাইব। তৎপরে দেখা সাক্ষাৎ হইবে, কিন্তু পিতার প্রত্যাগমনের পূর্বেই প্রস্থান করিতে হইবেক। কাজী নন্দিণী আরো বলিলেন যে অদ্য মঙ্গলবার শুক্রবারের আর তিন দিবস বিলম্ব আছে ইহার মধ্যে যাহাতে তাহার শরীরের সুস্থতা হয় তাহা কর গিয়া। বৃদ্ধা তাহার নিকট হইতে বিদায় হইয়া আমার সাক্ষাতে আগমন পূর্বক যখন কহিতে লাগিল তখন তাহার মুখে ঐ সকল কথা শুনিতে আমার শরীরে অনেক স্মৃতি জাগিল এবং কিঞ্চিৎ কালের মধ্যেই আমার সকল রোগের উপশম হইল। আমার আত্মীয় বর্গ আমার বিষম পীড়ার হঠাৎ শান্তি দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। সে যাহা হউক। শুক্রবার প্রভাতে যখন আমি কাজির কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার সজ্জা করিতেছি তখন সেই প্রাচীনা আসিয়া কহিল যে তোমাকে সুস্থ দেখিতেছি বহু দিবস স্নান হয় নাই অবগাহন করিলে ভাল হয় না। আমি কহিলাম স্নান করিতে অনেক ক্লিয় হইবে তাহাতে প্রয়োজন নাই, দুরায় ফ্লোর কর্ম করি, ইহা বলিয়া এক জন নরসুন্দরকে ডাকিতে পাঠাইলাম। তাহাতে ভৃত্যেরা এই হত ভাগ্যকে আনিয়া উপস্থিত করিল। এই নাপিতটী আসিয়া প্রথমতঃ আমাকে নমস্কার করিল পরে জিজ্ঞাসা করিল "মহা-

শয় পীড়িত হইয়াছিলেন বটে । আমি উত্তর করিলাম হাঁ রুগ্ন হইয়াছিলাম । ইহাতে বলিল পরমেশ্বর আপনাকে নীরোগ করিয়া রাখুন, সতত যেন তাঁহার অনুগ্রহ আপনার প্রতি থাকে । আমি বলিলাম তোমার হিতাকাঙ্ক্ষা জন্য যথেষ্ট বাধিত হইলাম । নাপিত পুনর্বার কহিল পরমেশ্বর আপনার বাঞ্ছা সিদ্ধি করুন আপনার রোগ মুক্ত হইয়াছে আত্মাদিত হইলাম, সম্প্রতি আমাদের কি করিতে হইবে, আত্মা ইউক, ক্ষুর বেলকাঠ প্রভৃতি সকল অস্ত্র আনিয়াছি আপনি কি ক্ষৌরী হইবেন, না, ফল খলিবেন । আমি বিরক্ত হইয়া কহিলাম এই ক্ষণে শুনিলে যে আমার পীড়ার শেষ হইয়াছে অতএব ক্ষৌর করণ বিনা তোমাকে ডাকাইবার অন্য হেতু কেন অনুমান কর, লও, বিলম্ব করিওনা, শীঘ্র কামা-ইয়া দেও, ঠিক দুই প্রহরের সময় আমাকে স্থানান্তরে যাইতে হইবে । এই কথাতে নাপিত ক্ষুর বাহির করিয়া তীক্ষ্ণ করিতে লাগিল ইহাতে অনেক বিলম্ব হইল । তৎপরে খুলি হইতে এক খান উত্তম সূর্য্যদর্শন লইয়া গম্ভীর ভাবে প্রাঙ্গণের মধ্য স্থলে গিয়া সূর্য্য প্রতিদীক্ষিত করিয়া রহিল, কতকক্ষণ পরে ঐ ভাবে আমার নিকট আসিয়া কহিল অদ্য শুক্রবার সফর মাসের অষ্টাদশাহ, মহম্মদের মক্কা যাত্রার ৩৫৩ সাল ৩ সেকন্দরের ৭৩২০ শন, আর অদ্য মঙ্গল ও বুদ্ধ এই দুই প্রহর সংযোগ আছে অতএব অদ্য ক্ষৌরী হইবার উত্তম দিন বটে, কিন্তু আপনার পক্ষে মঙ্গল দায়ক নহে, কেননা দেখিলাম যদিও ইহাতে প্রাণ সংশয়ের সম্ভাবনাই তথাপি এমন কোন বিপদ ঘটনার আশঙ্কা আছে যাহাতে যাবজ্জীবন ক্লেশ পাইতে পারেন অতএব আমি আপনাকে অদ্য ক্ষৌরী হইতে নিষেধ করি, যেহেতু আমার এমত বাসনা নহে যে কোন মতে আপনার অমঙ্গল হয় । নাপিতের এই রূপ কথাতে আমার অত্যন্ত ক্রোধ জন্মিল আমি বলিলাম যে তোমাকে ক্ষৌর কৰ্ম করিয়া দিবার জন্য ডাকাইয়াছি, তুমি যদি পার ক্ষৌর আরম্ভ কর, নতুবা চলিয়া যাও, আমি

অন্য নরসুন্দর আনিয়া ফৌরী হইতেছি । নাপিত কহিল মহাশয় কেন ক্রোধ করিতেছেন, অন্য কোন্ নাপিতকে আমার ন্যায় বুদ্ধিমান পাইবেন আপনি জ্ঞাত নহেন আমার তুল্য নাপিত বোগদাদ নগরে নাই আপনি নাপিত মাত্র ডাকাইয়াছিলেন কিন্তু আমি কেবল নাপিত নহি, আমি বৈদ্য শাস্ত্র জানি, ও ধাতু পরীক্ষা করিতে পারি আর যে সকল জ্যোতিষ গণনা করি তাহা অব্যর্থ, তদ্বিন ব্যাকরণাদি বিদ্যায় আমার ব্যাপ্তি আছে, ও উত্তম বক্তৃতা শক্তি রাখি এবং ন্যায় দর্শনাদিতে দর্শন আছে, অপর ইতিহাস ও পৃথিবীর তাবৎ রাজ্যের বিবরণ আমার কণ্ঠস্থ, এতদ্বিন আমার জ্ঞান শাস্ত্রে জ্ঞান আছে আর আমাকে শিল্পাদি সকল কন্মই আইসে, তাহা আপনকার পিতা কি গুণের মনুষ্য ছিলেন, তাহার নাম স্মরণে আমার অশ্রু পাত হয় তিনি আমার গুণ জানিয়া ছিলেন এজন্য আমাকে বড় ভাল বাসিতেন, এবং সকল লোকের নিকট আমার প্রতিষ্ঠা করিতেন, এই কারণে আপনকার যাহাতে মঙ্গল হয় তাহার তৎপরামর্শ দিতে চাহি, আপনি আমার প্রতি কেন ক্রোধ করেন । নাপিতের এই সকল কথা শুনিয়া যদিও আমার রাগ বৃদ্ধি হইল তথাপি হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না । পরে কহিলাম ওহে নরসুন্দর তুমি অকারণ বাক্য ব্যয় কেন করিতেছ কামাইতে আসিয়াছ কামাইবা কি না বল । নাপিত কহিল আমি অকারণ বাক্য ব্যয় করি ইন্দুশ অসম্মানের কথা বলিলেন! আমি কখন ব্যর্থ বাক্য কহি নাই এবং এপ্রকার পরিমিত কথা কহা আমার অভ্যাস যে পৃথিবী শুদ্ধ তাবতে আমাকে মৌনী বলিয়া খ্যাতি দিয়াছেন । আমার আর যে ছয় সহোদর ছিলেন তাহারদিগকে অনর্থক বক্তা বলিলেও সম্ভব পাইত, আমার ভ্রাতৃ গণের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ তাহার নাম বাকবৌক, দ্বিতীয়ের নাম বাকবারা, তৃতীয়ের নাম কাকবাক, চতুর্থের নাম আন ফৌজ, পঞ্চমের নাম আলিল সকার, ষষ্ঠের নাম সফাবাক, ইহার

সকলেই অনর্থক কথা কহিতেন কিন্তু আমি সকলের কনিষ্ঠ আমার কথা বার্তা অতি সংক্ষেপ ।

নাপিতের এই প্রকার অনর্থক বাক্ চাতুরীতে আমার এমত রাগ হইল যে তাহাকে প্রহার করি নাই ইহাই আশ্চর্য বলিতে হইবেক,। যাঁহাঁ হউক । সংক্ষেপে বলি নাপিত এই প্রকার প্রায় এক প্রহর কাল অনর্থক বকিতে থাকিল ইহার মধ্যে কখনও গান কখন বা নৃত্য করিল আর নৃত্য গীতে নিপুণতা প্রকাশ নিমিত্ত এমনি কিছুত মূর্ত্তি ও বিকট শব্দ করিল যে আমার হাস্য সম্বরণ হইল না । আমি একবার ধমকাইলাম কিন্তু কিছুতেই ক্ষান্ত হইল না । পরে বিনতি করিয়া বলিলাম আমাকে কোন ভদ্র লোক নিমন্ত্রণ করিয়াছেন সেখানে যাইতে হইবেক, শীঘ্র ক্ষৌর করিয়া দেও, বিলম্ব করিও না । নাপিত কহিল আমি অদ্য এক ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি কিন্তু তাহারদের আহারের কোন আয়োজন করা হয় নাই । আমি কহিলাম তোমার বন্ধু গণের আহারার্থে কিঞ্চিৎ খাদ্য দ্রব্য এবং মদিরা দিব তুমি শীঘ্র কামাইয়া দিয়া যাও । নাপিত এই কথায় কৃতজ্ঞতা জানাইতে আরম্ভ করিয়া কতই জকুটী করিতে লাগিল তাহাতে বড়ই হেয় জ্ঞান হইল । সে যাহাইউক । নিমন্ত্রণের কথা বলিয়া আর এক বিপদে পড়িলাম । নাপিত কহিল তুমি যথায় যাইবে আমিও তোমার সমভিব্যাহারে যাইব, এবং নিমন্ত্রিত ব্যক্তি দিগকে এমন তুষ্ট করিব যে অন্য কাহার দ্বারা তদ্রূপ হইবেক না । আমি মনে করিলাম কি রূপে এ পাণটার হাত হইতে পরিভ্রাণ পাইব বিশেষতঃ মধ্যাহ্ন নমাজের কাল আগত প্রায়, এবং গমনের কাল প্রায় উত্তীর্ণ হয়, কি করি, তাহার কথা কোন উত্তর না করিয়া ভাবে জানাইলাম যে তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইব । পরে ক্ষৌর সমাপন হইলে আমি তাহাকে বলিলাম যে তোমার বন্ধুগণের নিমিত্তে আহারীয় দ্রব্য দিতেছি ভৃত্যগণকে সঙ্গে করিয়া তঁহা অঞ্চে বাটীতে রাখিয়া আইস, পরে উভয়ে একত্র নিমন্ত্রণে গমন করিব । এই কথাতে নাপিত

বিদায় হইয়া গেল। আমি ত্বরায় বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া বাহির হইলাম এবং মনে২ কহিলাম এই বার তাহাকে ফাকি দিয়াছি কিন্তু হিংসুক নাপিতবেটা বাটী না যাইয়া পথ হইতে ভৃত্যগণকে বিদায় করিয়া দিয়া চতুষ্পথে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল আমি কখন গমন করি অতএব আমি যেমন বাহির হইয়াছি অমনি আমার পশ্চাৎ চলিল। আমি কাজির দ্বারে উপস্থিত হইয়া পশ্চাৎ দিগে চাহিয়া দেখি যে নাপিত পাৰ্ছ২ গিয়াছে, ইহাতে অন্তঃকরণে কি রূপ উদ্বেগ জন্মিল তাহা আপনারা বিবেচনা করিতে পারেন।

কাজির বাটীর দ্বার ভেজান মাত্র ছিল, আমি বাটী প্রবেশ করিলেই এক প্রাচীনা দাসী দ্বার রুদ্ধ করিয়া আমাকে কাজির কন্যার গৃহে লইয়া গেল। কিন্তু তাহার সজ্জা সন্দর্শন মাত্র হইয়াছে এমন সময় পশ্চি মধ্যো একটা কলরব উঠিল। কাজি কন্যা গবাক্ষ দিয়া দেখিলেন যে তাঁহার পিতা নমাজ করিয়া বাটী আসিতেছে আর আমিও ঐ সময়ে দেখিলাম যে নচ্ছার নাপিতবেটা দ্বারে বসিয়া আছে, তখন আমার মনে দুই ভয় জন্মিল প্রথমত এই যে কাজি আসিতেছেন, দ্বিতীয়তঃ কাল নাপিত রহিয়াছে কি বিপদ উপস্থিত হয়। কিন্তু প্রথমোক্ত বিষয়ের ভয় নারীর কথা দ্বারা দূর হইল, তিনি বলিলেন যে পিতা আমার মন্দিরে প্রায় আইসেন না তবে যদ্যপি আইসেন তাহার উপায় করিয়া রাখিয়াছি, তোমাকে এক গোপন পথ দিয়া বাহির করিয়া দিব। কিন্তু নাপিতের জন্য আমি বড়ই শঙ্কিত থাকিলাম। দৈবাৎ সে দিবস কাজির ভৃত্য কোন কুক্ষ্ম করিয়াছিল সে জন্য কাজি বাটী আসিয়া তাহাকে অতিশয় প্রহার করিতে লাগিলেন তাহাতে ভৃত্য অতিশয় চীৎকার শব্দে রোদন করিতে নাপিত এই মনে করিল কাজি আমাকেই প্রহার করিতেছে এই বোধে আপন বস্ত্র ছিন্ন ভিন্ন করত খুলি ধূষরিতাজ হইয়া চীৎকার পূর্বক দোহাই পাড়িতে ও প্রতিবাসি সকলকে ডাকিতে লাগিল। প্রতিবাসিগণ আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল তোমার কি



হইয়াছে, তুমি কি জন্য আমারদিগকে ডাকিতোহলে ।  
 নাপিত করিল সর্ব্ব নাশ, ইহারা আমার প্রভুকে বাটীতে পুরিয়া  
 হত্যা করিতেছে, এই কথা উচ্চস্বরে বলিতে আমার বাটীতে  
 যাইয়া আমার ভৃত্যগণকে লইয়া আসিল, তাহারা বাঁটুল হস্তে  
 উন্নতের ন্যায় আসিয়া কাজির দ্বার ভাঙ্গিতে উদ্‌যোগ করিল।  
 কাজি কলরব শুনিয়া এক দাসকে পাঠাইয়া দিলেন যে দেখিয়া  
 আইস কিসের গোল উঠিয়াছে । ভৃত্য দ্বারের নিকট আসিয়া  
 গোল দৃষ্টে ভীত হইয়া কাজির সমীপে গিয়া কহিল প্রায় দুই  
 সহস্র লোক একত্র হইয়া কপাট ভাঙ্গিয়া বাটী প্রবেশ করিতে  
 উদ্যত । ইহাতে কাজি স্বয়ং দ্বারে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন  
 বাপু তোমরা কি চাহ । কিন্তু উন্নত ভৃত্যগণ কাজির কোন  
 সম্মান না করিয়া অসম্মান বাক্যে তাহাকে উত্তর করিল ওরে  
 পাপিষ্ঠ কাজি তুই আমাদের প্রভুকে বাটীতে পুরিয়া কি অন্য  
 হত্যা করিতেছিস, আমাদের প্রভু তোর কি করিয়াছেন । কাজি  
 বলিলেন হে বাপু সকল তোমাদের প্রভুকে আমি কি অন্য  
 হত্যা করিব, তিনি কখন আমার মন্দ করেন নাই এবং তাঁহার  
 সঙ্গে আমার কখন পরিচয় নাই । নাপিত বলিল তুই এখনি  
 তাঁহাকে প্রহার করিতেছিলি আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি ।  
 কাজি কহিলেন চক্ষুঃ সত্ত্বে কর্ণের প্রয়োজন কি, গোল কেন  
 করিতেছ, যদি মনে সন্দেহ হয় দ্বার মুক্ত আছে প্রবেশ করিয়া  
 দেখ । ইহাতে নাপিত ও তৎসঙ্গগণ ব্যস্ত হইয়া বাটীর ভিতরে  
 যাইয়া আমার অনুসন্ধান করিতে লাগিল । আমি যখন উপর  
 হইতে তাহাদিগকে বাটী প্রবেশ করিতে দেখিলাম তখন চেষ্টা  
 করিলাম কোন স্থানে গোপন ভাবে থাকি, কিন্তু তাহার উপযুক্ত  
 স্থান না পাইয়া একটা খালি সিঁদুক ছিল তন্মধ্যে লুকাইয়া  
 হইয়া থাকিলাম । নাপিত বেটা সকল স্থান অন্বেষণ করিয়া  
 অবশেষে আমি যে ঘরে ছিলাম সেই ঘরে আসিয়া সিঁদুকের  
 ডাল খুলিয়া আমাকে তন্মধ্যে দেখিতে পাইয়া সিঁদুক সহিত  
 আমাকে মস্তকোপরি লইয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া প্রাঙ্গণ পার হই-  
 য়া একবারে গলির মধ্যে গিয়া দৌড়িতে লাগিল, এই প্রকারে



প্রায়মান হইলে অকস্মাৎ সিদ্ধু কেঁর ডাঙ্গা খান খুলিয়া যাও-  
 য়াতে আমি লক্ষ দিয়া ভূমিতে পড়িলাম, তাহাতে একটি পদ  
 ভাঙ্গিয়া গেল, কিন্তু তখন সে আঘাতে কেমনোযোগ করে,  
 পলাইতে পারিলে লজ্জা নিবারণ হয়, এই ভাবিয়া আমি সুরায়  
 উঠিয়া পলাইলাম, ইহাতে সৰ্কল লোক হাসিতে লাগিল, কিন্তু  
 পাপিষ্ঠ নাপিত অমনি সিদ্ধুকে ফেলিয়া আমার পাছে২  
 দৌড়িল আর এ কথা বলিতে লাগিল দাঁড়ও২ মহাশয় দাঁড়াও  
 এত শীঘ্র যাইবেন না আমি পূর্বেই নিষেধ করিয়াছিলাম কি  
 না যে আমার সঙ্গে ব্যতীত কোথাও যাইওনা, এখন দেখিলে  
 কি হইল । এই প্রকার চীৎকার করিতে২ আমি যেখানে যাই  
 নাপিত বেটা আমার পাছে২ সেই খানে চলিল কোন প্রকারে  
 ক্লান্ত হয় না, ইহাতে আমি এক সরাইতে প্রবেশ করিলাম এবং  
 সরাই অধ্যক্ষের সহিত আমার পূর্ব পরিচয় থাকিতে তাহাকে  
 বলিলাম ঐ পাগল বেটা যে আসিতেছে তাহাকে বাটীর মধ্যে  
 আসিতে দিও না । সরাইর কৰ্ত্তা আমার কথা শুনিয়া নাপিতকে  
 বাটীতে প্রবেশ করিতে দিলেন না তাহাতে সে দ্বারে থাকিয়া  
 আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছে ইহাই পথিক দিগকে আড়-  
 য়র করিয়া বলিতে লাগিল । সে যাহা হউক । আমি তা-  
 হার হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া সরাই অধ্যক্ষকে বলিলাম  
 আমার পায়ে চোট লাগিয়াছে যে পর্য্যন্ত আরাম না হই সেই  
 পর্য্যন্ত সরাইতে থাকিবার জন্য আমাকে কিঞ্চিৎ স্থান দেও,  
 তাহাতে তিনি একটা ঘর ছাড়িয়া দিলেন । তথায় আরোগ্য হইয়া  
 ইহার ভয়ে বোগদাদ পরিত্যাগ করিয়া এখানে আসিলাম, এবং  
 মনে করিয়াছিলাম এই দূর দেশে ঐ নাপিত বেটার মুখ আর  
 অবলোকন করিতে হইবে না, কিন্তু এখানেও দেখি যে সেই নরা-  
 ধম বসিয়া আছে এজন্যে এখান হইতে যাইতেছি ইহাতে আপ-  
 নারা আশ্চর্য্য হইবেন না, ফলত যে ব্যক্তির জন্যে আমি  
 খণ্ড হইয়াছি, ও যাহার ভয়ে ধর্ম সন্নতি আত্মীয় বন্ধু ও  
 স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া এত দূরে পলাইয়া আসিয়াছি  
 তাহাকে দেখিলে মনে কেমন সন্তাপ হয় আপনাই বিবেচনা

করিতে পারেন, অতএব আমি তাহাকে দেখিতে চাহি না, এই কথা বলিয়া যবা তথা হইতে প্রস্থান করিল ।

• দরজি বলিল ঐ যবা গমন করিলে আমরা সকলে আশ্চর্য্য-স্থিত হইয়া নাপিতকে বলিলাম যাহা শ্রুত হইলাম যদ্যপি সত্য হয় তবে তুমি নিন্দার ভাজ্য বট । নাপিত কহিল আমার সম্পূর্ণ মানস ছিল যে ঐ ব্যক্তির উপকার করি, কিন্তু কৃতঘ্ন লোকের উপকার করিলে শেষে এই ফল হয় । ঐ যবা কহিয়া গেল যে আমি অনর্থক বাদী, ইহা অতি আরোপিত কথা, আমরা সাত সহোদর ছিলাম তন্মধ্যে আমিই বুদ্ধিজীবী, ইহার প্রমাণার্থ আত্ম ও আত্ম ভাববর্গের বৃত্তান্ত বলিতেছি । আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক শ্রবণ করুন ।

নরসুন্দরের বিবরণ ।

মানুষনসরবিনা নামক রাজার রাজ্য শাসন কালে বোগদাদ নগরী মধ্যে দশ জন দস্যু ঐতিশয় উপদ্রব করিত, তাহাদের দোরায়ে প্রজাদিগের ধন প্রাণ রক্ষা দুরূহ হইয়াছিল, এই কথা রাজার কর্ণগোচর হইলে রাজা সৈন্যাধ্যক্ষকে আজ্ঞা দিলেন যে দস্যুগণকে স্বরায় ধৃত করিয়া আনয়ন করনতুবা তোমার প্রাণ দণ্ড করিব । সেনাপতি রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া দস্যু ধরিবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং চতুর্দিগে চর প্রেরণ করিলেন, তাহারা অনেক কৌশলে দস্যু ধৃত করিল । বইরামের ভোজের দিবস যখন তাহারা দস্যুদিগকে লইয়া টিগ্রিস নদীতে নৌকারোহণ করে তখন আমি ঐ শ্রোত-স্বতী তীরে ভ্রমণ করিতেছিলাম । দস্যু রক্ষক পদাতিকগণকে দেখিলেই ঐ দশ ব্যক্তিকে দস্যু বোদ্ধ হইত, কিন্তু আমি বিবেচনা না করিয়া তাহাদিগের উত্তম পরিচ্ছদ দৃষ্টে মনে করিলাম ইহারা ভূদ্র লোক হইবেন, পর্কের দিবস নৌকারোহণ করিয়া আনোদ করিতে যাইতেছেন আমি ইহা দৃঢ় বুঝিয়া কোন কথা না বলিয়া তাহাদিগের সঙ্গে নৌকারোহণ করিলাম, আমার অভিপ্রায় হইল যে তাহাদের সঙ্গে সে দিবস সখে যাপন হইবে । কিন্তু নৌকা খুলিয়া নদী দিয়া রাজবাটীর

সম্মুখে আসিলে পদাতিকেরা পূর্বোক্ত দশ জনকে ও আমাকে বন্ধন করিয়া রাজার সাক্ষাতে লইয়া গেল। বন্ধন কালে আমি কোন কথা বলিলাম না, কেননা চোরের সঙ্গে আছি-সম্মুখ বলিলে কে বিশ্বাস করিবে। অনন্তর রাজার সভাতে আমার-দিগকে উপস্থিত করিলে রাজা আজ্ঞা করিলেন এইক্ষণে দস্যুগণের মুণ্ড ছেদন কর। তদনুসারে ঘাতক পুরুষ আমার-দিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রাজার সম্মুখে দণ্ডায়মান করাইল, দৈবাৎ আমি শ্রেণির শেষে দাঁড়াইয়াছিলাম, তাহাতে দশ জনের শিরচ্ছেদ হইলে ঘাতক পুরুষ আমার নিকট আসিয়া প্রান্ত হইয়া দাঁড়াইল। রাজা তদৃষ্টে ক্রোধ পূর্বক কহিলেন ওরে জাল্লাদ তোকে দশ জনের মুণ্ড ছেদ করিতে বলিলাম, তুই নয় জনের মাথা কাটিয়া কেন দাঁড়াইলি। জাল্লাদ কহিল ধর্ম্মাবতার আমি দশ জনের মুণ্ড ছেদন করিয়াছি, আপনি গণিয়া দেখুন, দশটা শব হস্ত পদ সহ ভূমিতে পড়িয়া আছে। রাজা দেখিলেন যে যথার্থ দশটা মনুষ্য পড়িয়া আছে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ওহে বৃদ্ধ তোমাকে ভদ্রের ন্যায় দেখিতেছি, তুমি চোরের মধ্যে কি প্রকারে গিয়াছিলে? আমি উত্তর করিলাম ধরণীপতি আমি ইহারদিগকে দস্যু বলিয়া পূর্বে জানিতাম না, অদ্য প্রাতে উহারা তরি আরোহণ করিতে বিবেচনা করিলাম যে মহা পর্ব্বের দিন আমোদ করিতে নৌকারোহী হইতেছে এই বিবেচনায় তাহারদের নৌকাতে আরোহণ করিয়াছিলাম, তাহাতে সঙ্গ দোষে বদ্ধ হইয়া আনীত হইয়াছি। রাজা এই কথা শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না, এবং আমি যে সে-পর্য্যন্ত কোন কথা না বলিয়া মৌনী ছিলাম তাহাতে যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। আমি কহিলাম মহারাজ বিস্তর কথা কহা আমার অভ্যাস নহে, আমার যে ছয় সহোদর জাহেন তাঁহারদের মধ্যে আমি এই গুণে অধিক বিখ্যাত, এই জন্য পৃথিবী শুদ্ধ সকলে আমাকে মৌনী খ্যাতি দিয়াছেন। রাজা ঈর্ষান্বিত পূর্ব্বক বলিলেন তুমি এই খ্যাতির উপযুক্ত পাত্র বটে, কিন্তু

তোমার সহোদরেরা কি প্রকার মনুষ্য বল দেখি, তাহারা কি সকলে তোমার ন্যায় পরিমিত ভাষী নহে। আমি কহিলাম মহারাজ তাহারা আমার ন্যায় স্বল্প ভাষী নহেন, তাহারা অনেক অনর্থক বকিয়া থাকেন এবং আমার শরীরে ও তাহারদের শরীরে অনেক প্রভেদ আছে। আমার অগ্রজ সহোদর কুজ, দ্বিতীয় মোদর অদন্ত, তৃতীয় এক চক্ষু অন্ধ, চতুর্থ জন্মাক্ষ, পঞ্চমের কর্ণ কাটা, এবং ষষ্ঠের খরগোশের ন্যায় ওষ্ঠাধর, মহারাজের নিকটে যদি তাহারদের এক এক জনের কাহিনী বলি তবে তাহারদিগের চরিত্রের পরিচয় প্রকাশ হয়। এই সকল কাহিনী শুনিতে রাজার অনিচ্ছা ছিল না আমি ইহা বুঝিয়া সহোদরগণের কাহিনী এইরূপে বলিতে আরম্ভ করিলাম।

নাগিতের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিবরণ ।

আমি বলিলাম মহারাজ আমার অগ্রজ সহোদর কুজ, তাহার নাম বাক বোক, তিনি দরজির ব্যবসায় করিতেন। প্রথম কর্মশিল্পার পর তিনি একখানি দোকান করিয়াছিলেন কিন্তু কর্ম কার্য এমত অধিক ছিল না যে তদ্বারা স্বচ্ছন্দে ভরণ পোষণ হয়। অগ্রজের কর্মালয়ের সম্মুখে ময়দা প্রস্তুত করিবার এক কল ছিল তদধ্যাক্ষ অতিশয় ধনবান এবং তাহার পরম সুন্দরী এক স্ত্রী ছিল। এক দিবস ভ্রাতা দোকানে বসিয়া কর্ম করিতেছেন ইতিমধ্যে যন্ত্রাধ্যক্ষের ভাষা গবাক্ষদ্বারে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল, ভাষা হঠাৎ তাহাকে দেখিয়া একেবারে চঞ্চল চিত্ত হইলেন কিন্তু যন্ত্রাধ্যক্ষের বনিতা তাহাকে না দেখিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া গেল আর তথায় আসিল না। অভাগা দরজি সকল কর্ম ত্যাগ করিয়া সমস্ত দিবস সেই গবাক্ষে লক্ষ্য করিয়া রহিল। পরদিনও পুনর্দর্শন হইল না তৃতীয় দিবস যন্ত্রাধ্যক্ষের বনিতা গবাক্ষের নিকট আসিয়া ভাষার প্রতি নেত্র নিষ্ক্রেপ করিল। ভাষা বারম্বার তাহার প্রতি দৃষ্টি করিতে নারী তাহার অন্তঃকরণের ভাব বুঝিতে পারিল, কিন্তু তাহাতে বিরক্ত না হইয়া তাহাকে লইয়া কৌতুক করে এই অভিপ্রায়ে তাহার প্রতি চাহিয়া হাসিল, ভাষাও কামভাবে হাস্য করিতে লাগি-

লেন । পরে কলাখ্যাকের ভায়া তথা হইতে বাইয়া আপনার এক প্রস্তু পোশাক ও এক থান সুন্দর বস্ত্র জরির বুটাদার এক রুমালে জড়াইয়া এক নবীনা পরিচারিণীর দ্বারা দরজির নিকটে পাঠাইয়া দিল । দাসী তদন্ত ও পোশাকের নমুনা দরজিকে দিয়া বলিল যে কত্তুী ঠাকুরাণীর এই আদেশের ন্যায় এক প্রস্তু পরিচ্ছদ প্রস্তুত করণের প্রয়োজন হইয়াছে, তুমি যদি এই পোশাক সুন্দর রূপে প্রস্তুত করিয়া দিতে পার তবে তিনি সর্বদা তোমাকে কৰ্ম কাৰ্য্য দিবেন, তাহাতে তোমার অনেক লভ্য হইবেক । এই কথাতে ভায়া বিবেচনা করিলেন যে তাহার প্রতি কলাখ্যাকের বনিতার অনুরাগ হইয়া থাকিবেক, ইহা ভাবিয়া দাসীকে বলিলেন আমি সকল কৰ্ম রাখিয়া এই কন্মে লাগিলাম, কলা প্রাতে পোশাক প্রস্তুত হইবে তুমি আসিয়া লইয়া যাইও । পরে ভাতা সমস্ত রাত্রি শ্রম করিয়া পোশাক প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন । প্রত্যুষে দাসী আসিলে ঐ বস্ত্র উত্তম রূপে ভাঁজ করিয়া তাহার হস্তে দিলেন । দাসী তাহা লইয়া গেল, কিন্তু বাইতে পুনর্বার আসিয়া দরজিকে বলিল যে একটা কথা বলিতে বিস্মৃত হইয়াছিলাম, ঠাকুরাণী জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, গত রাত্রিতে তুমি কেমন ছিলে, তিনি সমস্ত নিশি নিদ্রা যান নাই । দরজি কহিল তোমার ঠাকুরাণী কেবল কলা রাত্রি নিদ্রা যান নাই আমি গত চারি রাত্রির মধ্যে একবার চক্ষু মুদিত করি নাই, একথা ভাঁহাকে অবশ্যই গিয়া বলিও । কিয়ৎক্ষণ পরে ঐ দাসী আর এক থান সাটীন বস্ত্র আনিয়া দরজির হস্তে দিয়া বলিল তুমি যে বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছ তাহা ঠাকুরাণীর অত্যন্ত মনোনিত হইয়াছে কিন্তু ঐ পোশাকের ভিতরে পরিবার কামিজ নাই তজ্জন্য এই সাটিন পাঠাইয়া দিলেন আর বলিলেন যে শীঘ্র একটা কামিজ প্রস্তুত করিয়া দেও । ভায়া কহিলেন আমি ইহা এখনি বানাইতে আরম্ভ করি-  
তেছি এবং দোকান বন্ধ করিবার পূর্বেই প্রস্তুত করিয়া রাখিব তুমি আসিয়া লইয়া যাইও । অনন্তর অনেক শ্রম করিয়া ঐ কামিজ প্রস্তুত করিলে দিবাবসানে দাসী তাহা লইতে আসিল,

কিন্তু তাহার পরিশ্রমের পারিতোষিক অথবা পোশাকের ও মগজি কাপড়ের জন্য ভায়া যে ঋণ গ্রস্ত হইয়াছিলেন তাহার কুড়ি পাতি কিছুই আনিল না। ভায়া বেগার খাটিয়া রাতে পুনর্বার কজ্জ করিয়া উদরানের সংস্থান করিলেন। পর দিবস দরজি দোকানে আসিলেন ঐ দাসী আসিয়া তাহাকে বলিল তুমি যে বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলে ঠাকুরাণী কর্তা মহাশয়কে তাহা দেখাইয়া তোমার অনেক প্রশংসা করিয়াছেন, তাহাতে কর্তা মহাশয় সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে ডাকিতে বলিলেন, তাহার কর্মও তোমাকে করিতে হইবে। এই কথায় ভাতা ভ্রান্তি প্রযুক্ত কলাধ্যক্ষের নিকটে গেলেন। কলাধ্যক্ষ ভায়ার সহিত শিফালাপ করিয়া তাহাকে এক থান বস্ত্র দিয়া বলিলেন ইহাতে কুড়িটা কামিজ প্রস্তুত করিতে হইবেক তাহা করিয়া যে বস্ত্র অবশিষ্ট থাকে তাহা ফিরাইয়া দিও। এই কামিজ প্রস্তুত করণে ভায়ার পাঁচ ছয় দিবস পরিশ্রম হইল তাহা প্রস্তুত করিয়া দিলে কলাধ্যক্ষ আর এক থান বস্ত্র দিয়া বলিলেন যে ইহাতে কুড়িটা পায়জামা চাহি তাহা প্রস্তুত হইলে পর কলাধ্যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন যে তোমার শ্রমের পারিতোষিক কি দিব। ভায়া বলিলেন কুড়িটা মুদ্রা পাইলে আমি সন্তুষ্ট হই। কলাধ্যক্ষ তখন দাসীকে ডাকিয়া টাকা তোল করিবার নিমিত্ত আনয়ন করিতে বলিলেন, কিন্তু দাসী পূর্বে শিক্ষিতা হইয়াছিল সে দর্জির প্রতি ক্রোধ দৃষ্টে বলিল যে একেবারে এত টাকাতে তোমার কি প্রয়োজন আছে, সকল টাকা একেবারে লইয়া উড়াইয়া দিবে, টাকা এখানে থাকিলে কি জলে পড়িবে, কর্তার স্থানে জমা থাকুক। ভায়া এই কথার ভাব বুঝিতে না পারিয়া একটি টাকাও লইলেন না অথচ টাকার এমন প্রয়োজন যে সেলাই করিবার সূতার জন্য অন্যের নিকটে ভিক্ষা করিতে হয়। এই কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া কলাধ্যক্ষের নিকট হইতে বিদায় হইয়া আসিয়া ভাতা জঠর জ্বালা নিবারণের কোন উপায় না দেখিয়া আমার সমীপে আসিলেন। আমি কয়েকটা পয়সা দিলাম তাহাতে কয়েক দিবস আহারাদি চলিল।

কিন্তু কলাধ্যক্ষের বনিতা ভাতাকে এই প্রকার বঞ্চনা করিয়াই ক্লান্ত হইল না ভাতা তাহার সঙ্গে প্রেমাকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন এই অপরাধের জন্য সে আপন স্বামিকে বলিয়া তাঁহার যথেষ্ট প্রতি ফল দিল, তদ্বিবরণ এই ।

কলাধ্যক্ষ এক দিবস ভাতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া যাদুদ্বন্দ্বিক রূপে আহ্বান করাইয়া তাহাকে বলিলেন ওহে ভাই রাজি অধিক হইয়াছে, এখন কোথায় যাইবে, অদ্য এই খানে থাক। ইহা বলিয়া কল ঘরে একটা সামান্য শয্যাতে শয়ন করিতে দিয়া আপনি স্বীয় শয়নাগারে পরম রঞ্জে জীর সঙ্গে শয়ন করিলেন । কতক রাজি গতে উঠিয়া ভায়ার নিকটে আসিয়া বলিলেন ওহে ভাই তুমি কি নিদ্রা যাইতেছ, অদ্য আমার বলদটা পীড়িত হইয়াছে, কিন্তু কল্য অনেক ময়দা চাই, অদ্য রাত্রে তাহা প্রস্তুত না করিলে নয়, অতএব আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া যদি কলটা ঘুরাও তবে বড়ই দোধ্য হই । ভাতা বলিলেন তাহার বাধা কি, কিন্তু কি রূপে কল ফিরাইতে হয় আমি তাহা জানি না, আমাকে দেখাইয়া দেউন, ঘুরাইতেছি । পরে কলাধ্যক্ষ বলদকে যে প্রকারে বন্ধন করিতেন সেই প্রকারে তাহার কটি দেশে রজ্জু বন্ধন করিয়া পৃষ্ঠে দুই চারি বেত্রাঘাত করিয়া বলিলেন টান ভাই, টান । দরজি কহিলেন মহাশয় প্রহার কেন করিতেছেন । কলাধ্যক্ষ উত্তর করিল বলদের পৃষ্ঠে বাড়ি না পড়িলে শীঘ্র চলে না এজন্য মারিতেছি । ইহাতে দরজি অত্যন্ত চমৎকৃত হইল কিন্তু কোন কথা বলিতে পারিল না, পরে পাঁচ ছয় পাক ঘুরাইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল আর টানিবার শক্তি নাই । তাহাতে কলাধ্যক্ষ আর দশ বারো ঘা চাবুক মারিলেন ও বলিলেন সাবাস ভাই সাবাস, বল করিয়া টান, থামিও না, থামিলে কল নষ্ট হইবে । এই প্রকারে কলাধ্যক্ষ সমস্ত রাজি ভাতাকে কল টানাইলেন, প্রভাতে সেই প্রকার কলে বন্ধ রাখিয়া আপন বনিকার নিকটে গেলেন । ভাতা অনেক ক্ষণ পর্যন্ত তদবস্থায় রহিলেন । পরে সেই দাসী আসিয়া তাহার বন্ধন মুক্ত করিয়া দিয়া



বলিল হায়! কত! মহাশয় কি নির্ভর, তোমার যন্ত্রণার কথা শুনিয়া কত! ঠাকুরাণী কি পর্য্যন্ত বিলাপ করিতেছেন তাহা বলিয়া জানাইতে পারি না, ফলতঃ তিনি ইহার কিছুই জানিতেন না। দূর্ভাগা দরজি সমস্ত রাত্রি শ্রমে ও প্রহারে কাতর হইয়াছিল কোন উত্তর না করিয়া ধীরে আপন বাটীতে গেল আর শপথ করিল যে কখন কল্যাণের বনিতার নামটীও করিব না।

নর সুন্দর कहिल এই গল্প শুনিয়া রাজা মহাস্য বদনে আমাকে বলিলেন ভাল তুমি এইরূপে বিদায় হও, তোমার পুরস্কারের আশা করিয়াছি। আমি বলিলাম হে নরেন্দ্র আমার অন্য সহোদর দিগের বিবরণ বলিতেছি শ্রবণাজ্ঞা হউক তৎপরে বিদায় হইব। রাজা ইহাতে কোন উত্তর না করিয়া মৌন থাকিলেন তাহাতে সম্মতি দোষ করিয়া আমি कहিতে লাগিলাম।

নরসুন্দরের দ্বিতীয় আতার বিবরণ।

আমার দ্বিতীয় সহোদর দন্তহীন ছিলেন। এক দিবস তিনি একটা গলি দিয়া যাইতে ছিলেন হঠাৎ এক প্রাচীনা স্ত্রী তাঁহাকে বলিল ওহে পথিক তুমি এক বার দাঁড়াও আমি তোমাকে কোন বিশেষ কথা বলিব। ভাতা দাঁড়াইয়া कहিলেন কি কথা বলিবে বল। বৃদ্ধা বলিল তুমি আমার সঙ্গে আইস আমি তোমাকে এক দিব্য অট্টালিকাতে লইয়া যাইতেছি তথায় এক রমণী আছেন, তাঁহার রূপ লাভের কথা কি कहিব। রূপের আভা প্রভাকরের প্রভাপুঞ্জ দেদীপ্যমান, তিনি তোমাকে পাইলে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইবেন, এবং নিশ্চয় कहিতে পারি তুমিও তাঁহার সহিত আহাৰ পানে ও আলাপে পরিতুষ্ট হইবে। মধ্যম সোদর বলিলেন তুমি যাহা বলিলে তাহা কি সত্য। প্রাচীনা উত্তর করিল, মিথ্যা कहিবার প্রয়োজন কি, কিন্তু তোমাকে অথৈ বলিয়া রাখিতেছি ঠাকুরাণীর সম্মুখে বিস্তর কথা कहিও না, এবং তিনি যাহা বলেন তাহা তৎক্ষণাৎ করিও, ইহাতে যেন অশ্রু না হয়। মধ্যম তদনুৰূপ আচরণে অঙ্গীকৃত হইয়া



প্রাচীনার পশ্চাৎ চলিলেন। কতক দূর যাইয়া এক সুন্দর অট্টালিকার দ্বারে উপস্থিত হইলেন। এদ্বারে অনেক দৌবারিক প্রহরী ছিল তাহারা অগ্রে আটক করিতে উদ্যত হইল কিন্তু বৃদ্ধার কথ্যে দ্বার ছাড়িয়া দিল। প্রাচীনা বাটীর ভিতর যাইতে ভায়েকে কহিল, দেখিও, তোমা'কে যাহা বলিয়াছি তাহা যেন স্মরণে থাকে, ঠাকুরাণী সুশীলতা ও নম্র স্বভাবের অতিশয় বশীভূতা যদি এই গুণে তাঁহাকে ভুষ্ট করিতে পার তবে যাহা বাঞ্ছা করিবে তাহা সিদ্ধ হইবে অতএব পুনর্বার সাবধান করিয়া দিলাম। ভায়া বড়ীক পরামর্শ শুনিয়া তাহাকে নমস্কার করিলেন আর বলিলেন অন্যথা হইবেক না।

অনন্তর বৃদ্ধা বাটীর ভিতর একটা সুন্দর গৃহে ভাতাকে বসাইয়া আপন ঠাকুরাণীকে সম্বাদ কহিতে গেল। ভাতার জন্মাবধি কখন তদ্রূপ সুন্দর অট্টালিকাতে পদার্পণ হয় নাই, ঘরের অপূর্ণ শোভা দেখিয়া এক দৃষ্টে দৃষ্টি করত মনে মৌভাগ্য বিবেচনা করিয়া আশ্চর্যে গদগদ হইয়া থাকিলেন। ক্রণেক-কাল পরে বয়েক বন্দিনী পরম লাবণ্যবতী এক কামিনীকে বেষ্টন করিয়া অতিশয় হাস্য করিতে তথায় আনিল। ভাতা আশা করিয়াছিলেন যে যুবতীর সঙ্গে নিজের বাক্যলাপ হইবেক কিন্তু তৎকালে এই জনতা দেখিয়া বিপরীত বোধ করিতে লাগিলেন। বন্দিনীগণ তাঁহার নিকটে আসিয়া হাস্য সম্বরণ করিল। যুবতী বিচিত্রাসনে উপবিষ্টা হইলে ভাতা উঠিয়া তাহাকে নমস্কার করিলেন। যুবতী আপন ঘাসনের এক পাশ্বে ভাতাকে বসাইয়া ঈষৎদাম্য পূর্বক বলিল, যে তোমা'কে দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যাদিত হইলাম, আমার এই বাসনা যে তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হউক। ভাতা বলিলেন আমার বাসনা এই যে আপনার সংসর্গে বাস করি, ইহার অধিক আর কোন আশা করি না। নারী কহিল তুমি ব্রহ্মসিক পুরুষ বট, এবং তোমার বাক্যের আভাসে বোধ হইতেছে যে তোমার সঙ্গে আমরা সুখে কাল হরণ করিতে পারিব। ইহা বলিয়া তখনি আহারীয় দ্রব্য সামগ্রী আনাইয়া ভাতাকে উত্তমরূপে ভোজন

পান করাইল। তদনন্তর বাদ্য যন্ত্রাদি আনাইয়া সখীগণকে সঙ্গীত করিতে ইঙ্গিত করিল। সখীগণ উত্তমরূপে গান বাদ্য করিল। তৎপরে নৃত্যারম্ভ হইল এবং যুবতীও কৌতুক পূর্বক তাহারদিগের সঙ্গে নৃত্য করিল। নৃত্য সমাপনানন্তর যুবতী ভাতাকে সেইরূপ পাশ্বে বসাইয়া তাহার সঙ্গে পরিহাস আরম্ভ করিল। পরে ক্রমেঃ চিমটি চড় চাপড় হইতেঃ রমণী হঠাৎ ভাতার কণ্ঠমূলে একটা মুঠাঘাত করিল তাহাতে ভাতা ক্রুদ্ধ হইয়া তথা হইতে উঠিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু যুবতী একবার আলিঙ্গন করিতেই ভুলিয়া গেলেন। অনন্তর গোলাব ও চন্দনের দ্বারা ভাতার অঙ্গ সৌরভ করিতে সকলে নিযুক্ত হইল, তাহাতে ভায়া আনন্দে অজ্ঞান প্রায় হইলেন। পরে ঐরূপবতী এক জন বন্দিনীকে ডাকিয়া সঙ্কেত করিল যে ইহাকে লইয়া যাহা কর্তব্য তাহা করিয়া শীঘ্র আইস। ঐ বন্দিণীর সহিত বৃদ্ধাও আসিল তাহাতে ভাতা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উঠিয়া বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন হাঁ গো আমাকে লইয়া গিয়া কি করিবে। বৃদ্ধা মৃদুস্বরে বলিল তোমাকে স্ত্রী বেশে কেমন দেখায় ঠাকুরাণী তাহা দেখিতে বাঞ্ছা করিয়াছেন অতএব এই দাসীর প্রতি আদেশ হইয়াছে যে তোমার গোঁপ কামাইয়া জ্বতে রঙ্গ দিয়া স্ত্রী বেশধারী করিয়া এই খানে আনিবে। ভায়া কহিলেন আমার জ্বতে রঙ্গ দিতে চাহে দেউক, ক্ষতি নাই, তাহা ধুইয়া ফেলিলেই উঠিয়া যাইবে কিন্তু গোঁপ কামান হইবেক না। প্রাচীনা কহিল ইহাতে কোন আপত্তি করিও না, ঠাকুরাণী তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছেন এবং তোমার কামনা সিদ্ধ হইবেক সন্দেহ নাই, একটা তুচ্ছ গোঁপের নিমিত্ত কেন তানৎ সুখ নষ্ট করিবে, গোঁপ কাটাতে সুখের কি হানি হইবেক। ভাতা একথা শুনিয়া আরু কিছু বলিলেন না। বন্দিনী তাহাকে কুঠরীর মধ্যে লইয়া গিয়া জ্বত নীল রঙ্গ দিয়া গোঁপ কামাইয়া দিল, এবং দাড়িও কাটিতে উদ্যত হইল। তখন ভায়া বিরক্ত হইয়া বলিলেন ইহা কদাচ হইবেক না। বন্দিনী বলিল দাড়ি না ফেলিলে গোঁপ কাটা বার্থ, কেননা দাড়ি থাকিতে স্ত্রী

মূর্তি হইবেক না। বড়ীও এ সময়ে বলিল ইহা না করিলে কামিনীর কামনায় নষ্টিত হইবে। সুতরাং ভায়া দাড়ি কাটিতে দিলেন। পরে রমণীবেশে ভায়াকে সভায় আনিলে কামিনী তাহাকে দেখিয়া হাসিতে হারাবলুষ্ঠিতা হইল এবং সখীরাও হাসিতে হাসিতে কে কাহার গায়ে পড়িতে লাগিল। ইহাতে ভায়া অব্যাহত হইয়া রহিলেন। পরে কামিনী গাঁতোথান পূর্বক হাসিতে তাহাকে বলিল যে তুমি আমাকে সর্বমতে তুচ্ছ করিয়াছ ইহাতে যদি তোমাকে ভাল না বাসিতাম আমি অতি অধমের মধ্যে গণনীয় হইব, কিন্তু আর একটা কন্ম আছে তাহাও তোমাকে করিতে হইবেক, অর্থাৎ আমারদের সঙ্গে তুমি নৃত্য কর। ভায়া তাহা শুনিয়া নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নারীগণ তাহার নৃত্য দেখিয়া উন্মত্তের ন্যায় হইয়া হাসিতে লাগিল এবং কৌতুকাভাসে কেহ চড় কেহ লাপড় মারিয়া ভাতাকে একেবারে অস্টীন করিল। বৃদ্ধা সেই সময়ে আসিয়া ভায়াকে কাণে বলিল তোমার দুঃখের শেষ হইয়া আসিয়াছে, তুমি এ সব যন্ত্রণার পুরস্কার শীঘ্র পাইবে, কিন্তু আর একটা কন্ম আছে তাহা তোমাকে করিতে হইবে, ঐ কন্ম অতি সামান্য অর্থাৎ ঠাকুরাণীর নিয়ম আছে যাহারদিগের সহিত প্রেমালাপ করেন পানাদির পর তাহারা বিবস্ত্র হইয়া কেবল এক কামিজ মাত্র অঙ্গে রাখিয়া তাহার নিকটে যায় ঠাকুরাণী কৌতুকাভাবে তাহারদিগের নিকট হইতে পলায়ন করিয়া ঘর বারান্দায় দৌড়িয়া বেড়ান, যে পর্য্যন্ত তাহারা ধরিতে না পারে সে পর্য্যন্ত ধরা দেন না, ধরিলেই কামনা সিদ্ধি হয়, অতএব তুমি আর বিলম্ব করিও না শীঘ্র বস্ত্র ত্যাগ কর। নির্দোষ ভাতা যখন গোপ দাড়ি মুগুন করিতে পারিলেন তখন একন্ম করিবেন আশ্চর্য্য কি, তৎক্ষণাৎ বিবস্ত্র হইয়া কেবল কামিজটা অঙ্গে রাখিলেন। যুবতীও তাবৎ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া কেবল পাজামা ও কাঁচুলি মাত্র অঙ্গে রাখিল। তৎপরে বিংশতি হস্ত অগ্র হইতে দৌড়িতে আরম্ভ করিল। ভায়া সাধ্যানুসারে তাহার পশ্চাৎ যাইতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু ধরিতে পারি-

লেন না। এই রূপে ক্রমে তিনবার বারান্দার মধ্যে ঘুরাইয়া রমণী একটা অন্ধকার শুঁড়ি পথ দিয়া আর এক ঘরে গেল। ভায়া অন্ধকারে পথ দেখিতে না পাইয়া ধীরে চলিতে লাগিলেন কিয়দূরে গিয়া একটা আলো দেখিয়া যেমন বাহির হইয়া পড়িলেন তেমনি পশ্চাত্তের দ্বার রুদ্ধ হইল। পরে দেখিলেন যে চম্ব কারেরা যে গলিতে বাস করে সেই গলিতে আসিয়া পড়িয়াছেন ইহাতে কি পর্য্যন্ত ভয়াশ হইলেন তাহা কথ্য নহে। চম্ব কারেরাও ভায়ার এই বেশ অর্থাৎ কেবল কান্নিজ পরিধান ও শ্মশ্রু মুণ্ডিত ও ক্র চিত্রিত দেখিয়া উন্মত্ত বোধে করতালি দিতে হো২ করিয়া তাহার পশ্চাৎ দৌড়িল এবং কেহ২ চম্বাঘাত করিতে লাগিল। পরন্তু এই স্থানে একটা গর্দভ চরিতেছিল তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া নগরের প্রত্যেক বর্গে ভ্রমণ করাইয়া যৎপরোনাস্তি দূর্দশা করিল। অনন্তর তাহার দূর্দশার শেষ কি হইল তাহা শ্রবণ করুন। চম্ব কারেরা এই প্রকারে কোলাহল করিয়া শহর কোতোয়ালের বাটীর নিকট দিয়া যাইতেছে, ইত্যবসরে সে কলরব শুনিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। চম্ব কারেরা বলিল যে প্রধান মন্ত্রির অস্তঃপুরের খিড়কির পশ্চাৎ যে গলি আছে তথায় ইহাকে এতদবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, ইহাতে শহর কোতোয়াল আজ্ঞা দিলেন যে তাহাকে এক শত বেত্রাঘাত করিয়া নগর হইতে বাহির করিয়া দেও আর যেন নগরে কদাচ পূদার্পণ না করে।

নাপিত কহিল যে মেদিনীপতি, আমারদিগের নগরে ভাগ্যবন্ত দিগের জীগণ যুধা পুরুষদিগকে বাটীতে আনিয়া এই প্রকার দূর্দশা করেন ইহা না জানিতে আমার দ্বিতীয় সহোদর এই রূপ কেশ পাইয়াছিলেন।

নীরসুন্দরের তৃতীয় সহোদরের বিবরণ।

মহারাজ আমার তৃতীয় সহোদরের নাম বাকবৌক, তিনি জন্মান্তর এবং তাহার এমন দুরবস্থা ছিল যে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া উদরান্ন করিতেন। অপর তাহার এই স্বভাব ছিল যে ভিক্ষার্থ

যাইয়া দাঁতগণের দ্বারাঘাত করিতেন কিন্তু দ্বার মন্ত না করিয়া বাটীর ভিতর হইতে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতেন না । এক দিবস এক ব্যক্তির দ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারাঘাত করিতেছেন ইহাতে গৃহী বাটীর মধ্য হইতে জিজ্ঞাসা করিল কে দ্বার ঠেলিতেছে । ভ্রাতা উত্তর না করিয়া অবিশ্রান্ত দ্বারাঘাত করিতে থাকিলেন । গৃহস্থ পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিল, কে দ্বারাঘাত করে । তাহাতেও ভ্রাতা উত্তর দিলেন না । পরে বাটীর কর্তা বিরক্ত হইয়া উপর হইতে নীচে আসিয়া দ্বার উদ্ধাটন করিয়া ভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা করিল তুমি কি চাহ । বাকবৌক ভ্রাতা বলিলেন আমি ভিক্ষুক, ভিক্ষার্থে আপনার নিকট আসিয়াছি । গৃহস্থ্যাক জিজ্ঞাসা করিল ওহে ভিক্ষুক, তুমি কি অন্ধ । বাকবৌক উত্তর করিল হাঁ মহাশয় আমার দুঃখের কথা কি কহিব পরমেশ্বর আমাকে জ্ঞান করিয়াছেন । গৃহস্থ বলিল তবে তুমি আমার হস্ত ধরিয়া আইস ইহা বলিয়া কর প্রদান করিল, তাহাতে বাকবৌক তাহার করধারণ পূর্বক পশ্চাৎ চলিল, এবং মনে ভাবিল অবশ্য কিছু পাইব, কিন্তু গৃহী তাহাকে উপরে লইয়া গিয়া তথায় হস্ত ছাড়িয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল তুমি কি চাহ । অন্ধ বলিল মহাশয়কে পূর্বেই কহিয়াছি যে আমি ভিক্ষুক কিঞ্চিৎ বাচঞা করি । গৃহপতি বলিল হে অন্ধ আমার দ্বারা তোমার আর কি হইবে, আমি পরমেশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা করি যে তোমার দিব্য চক্ষু হউক । বাকবৌক বলিল এই কথা দ্বার হইতে বলিয়া বিদায় করিলে ভাল ছিল, উপরে আনিয়া আমাকে কেন অনর্থক কেশ দিলেন । গৃহস্থ্যাক সকোপে কহিল ওরে পাপিষ্ঠ আমি উপর হইতে নীচে যাইয়া দ্বার খুলিয়া দিলাম তাহাতে আমার কেশ হইল না তোমার উপরে আসাতে ব্যামোহ বোধ হইল । ভ্রাতা কহিল যদি কিছু দিবেন না তবে উপরে আনিয়া কি ফল । বাটীর কর্তা বলিল আর অধিক কথা বলিস না এখান হইতে প্রস্থান কর । অন্ধ বলিল আমার যেমন কক্ষ তেমন প্রতি ফল হইল, এখন আমাকে উপর হইতে নীচে নামাইয়া দেউন আমি যাইতেছি । গৃহের

কর্তা বলিল নীচে নামিবার সোপান রহিয়াছে আপনি নামিয়া যাও । ভাতা কি করেন সিঁড়ি ধরিয়া নামিতে উদ্যত হইলেন কিন্তু হঠাৎ এক সোপান ভাঙ্গ করিয়া অন্য সোপানে পদ প্রক্ষিপ্ত হওয়াতে সিঁড়ি দিয়া গড়াইতে নীচে আসিয়া পড়িলেন তাহাতে মস্তক ও পৃষ্ঠ দেশে অতিশয় আঘাত লাগিল । গৃহপতি তাহা দেখিয়া হাসিতে লাগিল । পরে ভাতা ক্রমে উঠিয়া মন্য করিতে বাটীর বাহিরে আসিলেন ঐ সময়ে তাহার আর দুইজন অন্ধ সঙ্গী ঐ স্থান দিয়া যাইতে ছিল তাহারা তাহার স্বর শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল তোমার কি হইয়াছে ইহাতে বাহাঃ ঘটিয়াছিল ভায়া তাহা সকল সঙ্গি দিগকে বলিলেন যে ভাই অদ্য আমার কিছু মাত্র আহাঃ হয় নাই, অতএব আমাকে বাটীতে লইয়া চল । আমারদিগের একত্রীকৃত যে মুদ্রা আছে তাহাতেই আমরা আহাঃীয় দ্রব্য ক্রয় করি গিয়া, এই কথা বলিতে গমন করিল । পরন্তু যে ব্যক্তির বাটীতে ভায়া ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন সে দস্যু এবং স্বভাবত শঠ ও খল, আমার ভাতা ও অন্য দুই জন অন্ধেতে যে সকল কথোপকথন করিতেছিলেন তাহা সে উপর হইতে শুনিতে পাইয়া ত্বরায় নীচে আসিয়া তাহাদিগের পশ্চাৎ চলিল । অন্ধেরা কতক দূরে যাইয়া একটা বাটীতে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিবে, দস্যুও সেই সময়ে প্রচ্ছন্ন ভাবে তাহাদের সঙ্গে প্রবেশ করিল অন্ধগণ তাহা জানিতে পারিল না । তৎপরে তাহারা বাটীর ভিতরে একত্রে বসিলে পূর দস্যু নিঃশব্দ হইয়া তাহারদের নিকটে বসিল । অন্ধেরা জানে তথায় আর কেহ নাই, অতএব আপনাদের ধনের বিষয়ে কথোপকথন আরম্ভ করিল । ভায়া বলিলেন হে ভাতৃগণ আমরা তিন জনে যে ধনোপার্জন করিয়াছি তাহা তোমরা যেমন বিশ্বাস করিয়া আমার নিকট রাখিতে দিয়াছ আমিও তেমনি যত্ন পূর্বক রাখিয়াছি, বিশ্বাসের ব্যত্যয় হয় নাই, তোমাদের স্মরণ থাকিতে পারে শেষ বার যখন মুদ্রা গণনা করা যায় তখন সর্বসমেত দশ সহস্র মুদ্রা হইয়াছিল, ঐ দশ সহস্র মুদ্রা তোড়া-

তেরুরিয়া রাখি যাছি তাহার একটা তোড়াও কখন মর্শ করি নাই ইহা বলিয়া হাতড়াইয়া কত গুলি জঙ্ঘালের ভিতর হইতে দশটা টাকার তোড়া একে অন্য দুই অঙ্কের সম্মুখে আনিয়া বলিল এই দেখ সেই দশ সহস্র মুদ্রা তোকাবন্দি রহিয়াছে তোমরা হস্তে করিয়া ভার দ্বারা বিবেচনা করিয়া দেখ এক তোড়াতে পূর্ণ সহস্র মুদ্রা আছে বরঞ্চ যদ্যপি সন্দেহ হয় প্রত্যেক তোড়া খুলিয়া মুদ্রা গণিয়া দেখ । তাহার অন্ধ সঙ্গীদ্বয় বলিল গণিবার আবশ্যক নাই, তোমার কথাতে আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে । তদনন্তর একটা তোড়া খুলিয়া আমার সহোদর দশটা মুদ্রা বাহির করিয়া লইল এবং অন্য দুই অঙ্কও স্বয়ং অংশ দশ টাকা করিয়া লইল । তৎপরে তোড়া গুলি যেরূপ স্থানে ছিল তথায় রাখিলে পর এক জন অন্ধ বলিল অদ্য খাদ্য ক্রয় করিয়া আনিবার প্রয়োজন নাই, আমি ভিক্ষা করিয়া যে সকল সামগ্রী আনিয়াছি তাহাতে তিন জনের যথেষ্ট আহার হইতে পারিবে । ইহা বলিয়া ঝুলি হইতে কুটি ও পণির ও ফল মূল বাহির করিয়া তিন জনে ভোজন করিতে লাগিল । দস্য লোভ সয্বরণ করিতে না পারিয়া তন্মধ্যে উদ্ভয় খাদ্য তুলিয়া খাইতে আরম্ভ করিল, কিন্তু আহার কালে মুখের শব্দ হইতে লাগিল তাহা কোন প্রকারে বন্ধ হইল না, ঐ শব্দ শুনিয়া আমার সহোদর চীৎকার পূর্বক অন্য দুই অঙ্কে বলিল ভাইগণ আমারদিগের মধ্যে আর কে আসিয়াছে । আর ঐ কথা বলিতে বাহু বিস্তার পূর্বক দস্যকে ধরিয়া চোর বলিয়া তাহাকে প্রহার করিতে লাগিল, অন্য দুই অঙ্কও তাহার সহায়তা করিয়া প্রহার আরম্ভ করিল, দস্য যথেষ্ট সাধ্য আপনাকে রক্ষা করিল কিন্তু সেও চোর বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল । বাটীর মধ্যে এই গোলযোগ শুনিয়া প্রতিবাদিগণ দ্বার ভঙ্গ করিয়া বাটীর ভিতরে আসিয়া দেখিলেন যে চারি জনে জড়া-জড়ি ও মারামারি করিতেছে, তাহাতে তাহারদিগকে পৃথক করিয়া বিবাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে ভায়া তখনও দস্যকে ধরিয়া আছে, বলিল এই যে বেটাকে ধরিয়া আছি এ বেটা



চোর, আমাদের সঙ্গে গোপনভাবে বাটী প্রবেশ করিয়া অনেক কক্ষে আমরা যে ধন উপার্জন করিয়াছি তাহা অপহরণ করিতে মনস্থ করিয়াছে। দস্যু ইহার পূর্বে চক্ষু মুক্ত করিয়াছিল, প্রতিবাসীগণ আলিবা মাত্র চক্ষু মুদিত করিয়া অন্ধের ন্যায় হইয়া বলিল হে বিশিষ্টগণ এই বেটা বড় মিথ্যাবাদী, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি আমিও ইহারদিগের এক জন সঙ্গী, আমার অংশের ধন বঞ্চনা করিয়া লইবার মানসে ইহারা আমাকে প্রহার করিতেছে তোমরা ইহার বিচার কর। কিন্তু প্রতিবাসীগণ ঐ বিবাদের মধ্যে না গিয়া তাহাদের চারি জনকে বিচারপতির নিকটে লইয়া গেল। দস্যু বিচারালয়ে আনীত হইয়া বিচারকের প্রশ্নের অপেক্ষা না করিয়া অন্ধের ন্যায় সেই প্রকার চক্ষুঃ মুদিত করিয়া বলিল হে বিচারপতি আপনি রাজপ্রতিনিধি, কেননা আপনাকে রাজ্যপ্রতিপত্তি বিচারের ভারার্পণ করিয়াছেন, অতএব আপনার সাক্ষাতে মিথ্যা বলিতে পারিব না, আমরা চারি জনেই তুলা পাপিষ্ঠ, কিন্তু আমরা পরস্পর সত্য করিয়াছি যে আমারদিগের কন্ম কাণ্ড কাহার স্থানে প্রকাশ করিব না, তবে যদি কেহ অসহ্য যন্ত্রণা দেয় ও তাহা কোন মতে সহ্য করিতে না পারি তবেই যাহা হউক, অতএব আপনি যদ্যপি আমারদিগের দৃষ্টান্তের বিশেষ জানিতে চাহেন তবে আমারদিগকে প্রহার করিতে আজ্ঞা দেউন, বরঞ্চ আমাকে দিয়াই প্রথম পরীক্ষা হউক। এই কথা শুনিয়া বিচারক তাহাকে প্রহার করিতে আজ্ঞা দিলেন। দস্যু বিশ ত্রিশ ঘা বেত অনায়াসে সহ্য করিল, তৎপরে যেন আর সহ্য করিতে পারে না এই ভঙ্গি করিয়া প্রথমত এক চক্ষুঃ ও তাহার পর ক্ষণেই আর এক চক্ষুঃ মুক্ত করিয়া দোহাই আর মারিও না আর মারিও না এই কথা বলিতে লাগিল। বিচারক দেখিলেন অন্ধ দুই চক্ষু খুলিয়া চাহিয়া দেখিতেছে, ইহাতে চমৎকৃত হইয়া বলিলেন ওরে পাপিষ্ঠ এই অদ্ভুত ব্যাপারের ভাব কি। দস্যু বলিল ধর্ম্যাবতার যদ্যপি আপনি অঙ্গীকার করেন যে আমার অপরাধ মার্জনা করিবেন এবং তৎপ্রতীতার্থ আপন হস্তের



অঙ্গুরী আমাকে প্রদান করেন তবে আমি আপনকার স্থানে সকল কথা ব্যক্ত করিয়া বলিতে পারি। বিচারক অঙ্গীকার পূর্বক তৎক্ষণাৎ দস্যকে স্বীয় অঙ্গুরী প্রদান করিলেন, তখন দস্য কহিল মহাশয় আমরা কেহ বাস্তবিক অন্ধ নহি, সকলের দিব্য চক্ষু আছে এবং দেখিতে পাই, তবে ছলান্স হইয়া বেড়াই, তাহার কারণ এই যে ভদ্র লোক ও কুলকামিনীগণের গৃহে যাইয়া যাহা ইচ্ছা অনায়াসে অপহরণ করিয়া আনিব, এবং এই প্রকারে আমরা দশ সহস্র মুদ্রা উপার্জন করিয়াছি। অদ্য আমি সঙ্গীগণের নিকট আপন অংশের ২৫০০ মুদ্রা চাহিয়া ছিলাম, ইহাতে কি জানি তাহারদের সঙ্গ ছাড়িয়া যদি আমি তাহাদের দুষ্ট্য প্রকাশ করিয়া দেই তবে মহা বিপদ উপস্থিত হইবে এই ভ্রমে তাহারা টাকা দিলেক না, এবং পুনঃ তাহা চাহাতে তিন জনে পড়িয়া আমার অস্থি চূর্ণ করিয়াছে, প্রতিবাসীগণ ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন এবং ইহার সত্য মিথ্যা বলিবেন, অতএব আপনি সাক্ষ্য প্রমাণ আপনার স্থানে সমস্ত নিবেদন করিলাম, আপনি এইরূপে আমার যথার্থ প্রাপ্য ২৫০০ টাকা ইহারদের নিকট হইতে দেওয়াইয়া দেউন, পরন্তু আমার সঙ্গীগণ যথার্থ অন্ধ কি না যদিও তাহা জানিতে বাঞ্ছা হয় তবে আমাকে যত বেত্রাঘাত করিলেন তাহারদিগের প্রত্যেককে তাহার ত্রিগুণ প্রহার করিতে আজ্ঞা দেউন, তাহা হইলেই তাহার চক্ষু উন্মীলন করিবে।

আমার ভাতা আর তাহার দুই অন্ধ সঙ্গী বিচারককে বিস্তর বুঝাইয়া কহিল যে ঐ ব্যক্তি প্রতারক, কিন্তু বিচারক তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া প্রহার আরম্ভ করাইলেন, কিন্তু তাহারা প্রকৃত অন্ধ কি প্রকারে চক্ষু মুক্ত করিবে, বিচারক তাহা বিবেচনা না করিয়া ভাবিলেন যে তাহারা দুর্ঘৃতা প্রযুক্ত চক্ষু খুলিতেছে না, ইহাতে এক জনকে প্রায় দুই শত বেত্রাঘাত করাইলেন প্রহার কালে দস্য তাহারদিগকে বলিতে লাগিল ওরে মূর্খেরা তোরা চক্ষু খোল কেন প্রহারিত হইয়া মরিতেছিস, তাহার পরে বিচার কস্তাকে বলিল মহাশয় ইহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা

করিয়াছে চক্ষুঃ প্রকাশ করিবে না তাহার কারণ এই যে লজ্জায় চক্ষু চাহিয়া মুখ দেখাইবার ইচ্ছা নাই, অতএব আর প্রহার বিফল। যদ্যপি কোন ব্যক্তিকে আমার সঙ্গে পাঠাইয়া দেন তবে যে স্থানে উক্ত কশ সহস্র মুদ্রা লঙ্ঘায়িত আছে তাহা আমি দেখাইয়া দেই। এই কথা শুনিয়া বিচারক তাহার সঙ্গে এক জন ভৃত্যকে পাঠাইয়া দিলেন। পরে মুদ্রা আনীত হইলে বিচার পতি দস্যুকে ২৫০০ মুদ্রা দিয়া অবশিষ্ট মুদ্রা আত্মসাৎ করিলেন, এবং আমার সহোদর ও তাহার দুই সঙ্গীকে দেশান্তরিত করিয়া দিলেন। আমি এই সম্ভার শুনিয়া গোপনে গিয়া ভ্রাতাকে শহরে আনিয়া রাখিলাম। আমার এই কথা সমাপ্ত হইলে রাজা হাসিয়া পুনর্বার আমার পুরস্কারের অনুজ্ঞা দিলেন, কিন্তু তাহার অপেক্ষা না করিয়া আমি চতুর্থ সহোদরের বিবরণ আরম্ভ করিলাম।

নরসুন্দরের চতুর্থ ভ্রাতার বিবরণ।

আমি কহিলাম মহারাজ আমার চতুর্থ সহোদরের নাম আনফোজ, তাহার এক চক্ষু অন্ধ ছিল, ঐ চক্ষু অন্ধ হইবার কারণ পশ্চাৎ নিবেদন করিব। আমার এই ভ্রাতা কসাই ছিল, এক দিবস তাহার পণ্যালয়ে শ্বেত শ্মশ্রু বিশিষ্ট এক প্রাচীন মনুষ্য আসিয়া তাহার স্থানে তিন শের মাংস লইয়া কএকটি উত্তম উজ্জ্বল মুদ্রা দিল, ভায়া ঐ কএকটি টাকা পাইয়া মহানন্দ পূর্বক সিন্দুক মধ্যে তাহা স্বতন্ত্র করিয়া রাখিলেন। অশ্রুত সেই বৃদ্ধ ক্রমাগত পাঁচ মাস নিত্য ২ মাংস লইয়া সেই প্রকার মুদ্রা দিয়া যায়, এবং ভায়াও মুদ্রাগুলি সেই রূপে স্বতন্ত্র করিয়া সিন্দুক রাখেন। পাঁচ মাস অতীত হইলে ভায়া কতক শুলা মেঘ ক্রয় করিয়া তন্মূল্য দিবার নিমিত্ত বৃদ্ধের দত্ত টাকা যে সিন্দুক রাখিয়াছিলেন তাহা খুলিয়া দেখিলেন যে কতক শুলা পাতা পড়িয়া রহিয়াছে, টাকা নাই, ইহাতে বিস্ময়াপন্ন হইয়া অত্যন্ত দুঃখিতান্তঃকরণে রোদন করিতে লাগিলেন, আর ক্রোধভাবে এই কথা বলিলেন সেই বৃদ্ধ বেটা কি আর কখন আসিবে না। একবার আসিলে হয় তবে তাহাকে দেখি। এই

কথা বলিতেছেন ইতিমধ্যে দেখিলেন যে সেই প্রাচীন আসিত্তেছে । বুদ্ধকে দর্শন করিবা মাত্র খাবমান হইয়া তাহার কর ধারণ পূর্বক দোহাই এ বেটা আমার সর্বনাশ করিয়াছে, এই কথা বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন । তাহার চীৎকার ধ্বনিতে অনেক লোক একত্র হইল । ভায়া তাহাদিগকে সমস্ত বিবরণ কহিলেন । প্রাচীন তৎকালে কোন উত্তর করিল না । ভায়ার কথা সমাপ্ত হইলে সেই বৃদ্ধ বলিল আমাকে ছাড়িয়া দেও, অসম্মান করিও না, আমাকে অপমান করিলে আমিও তোমার অপমান করিব । ভায়া বলিল তুই কি অপমান কারবি আমি তোরা কি করিয়াছি । বৃদ্ধ কহিল তবে দেখিবে ইহা বলিয়া পথিকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল হে বিশিষ্টগণ এই ন্যক্তি মেঘ মাংস বলিয়া যে মাংস বিক্রয় করে তাহা মেঘ মাংস নহে, নর মাংস, যদিপি এ কথায় প্রত্যয় না হয় তবে ইহার দোকানে চল সেখানে দেখিবে একটা মনুষ্য কাটিয়া মেসের ন্যায় টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছে ।

ভাতা সিন্দুক খুলিবার পূর্বে একটা মেঘ ক্ষেদন পূর্বক নিশ্চয় করিয়া বিক্রয় নিমিত্ত দোকানে দোলায়মান করিয়া রাখিয়াছিলেন : তিনি পথিক দিগকে কহিলেন এ বেটা সাক্ষাৎ মিথ্যার অবতার, কিন্তু পথিকেরা সন্দিহান হইয়া ভাতাকে লইয়া তাহার বিপণিতে গেল, সেখানে গিয়া দেখিল যে বাস্তবিক একটা মস্তকহীন মনুষ্য ঝুলান রহিয়াছে, তাহার কারণ, ঐ প্রাচীন যাদুকর, যাদু বিদ্যার দ্বারা ঐ মেঘকে তৎক্ষণাৎ নরাকার করিয়াছিল । ঐ নরাজ দৃষ্টে এক জন পথিক ভায়ার কর্ণমূলে মুষ্ঠাঘাত করিল, ও বৃদ্ধ এমন এক চাপড় মারিল যে তাহাতে ভায়ার একটি চক্ষু বাহির হইয়া পড়িল, আর সকলেই চড় চাপড় কিল মারিতে লাগিল । তৎপরে মনুষ্যাকার শব্দ সহিত তাহাকে কাজির নিকট লইয়া গেল, এবং কাজিকে যে যাহা বলিল তাহা তিনি সকল শ্রবণ করিলেন, কিন্তু ভায়া বৃদ্ধ দত্ত কৃত্রিম মূঢ়ার কথা বলাতে কাজি তাহা প্রত্যয় করিলেন না, বরঞ্চ তাহাকেই প্রত্যয়ক বিবেচনা করিয়া পাঁচ শত বেজা-

যাতের আজ্ঞা দিলেন এবং তাহার যথা সর্বস্ব হরণ পূর্বক তাহাকে দেশান্তরিত করিলেন। আনফোজ এই রূপ দূরবস্থ হইয়া কিছু দিন নগরের প্রান্ত ভাগে থাকিলেন তথায় পৃষ্ঠের ক্ষত সকল ঔষধ দ্বারা শুদ্ধ হইলে অন্য এক অপরিচিত নগরে যাইয়া অবস্থিতি করিলেন, সেখানে বাটী হইতে প্রায় বহির্গত হইতেন না। এক দিন নগর ভ্রমণে যাইয়া হঠাৎ দেখিলেন যে কতক গুলা অস্বারোহী মনুষ্য তাহার দিগে বেগে আসিতেছে, তাহাতে মনে ভাবিলেন বুঝি আমাকে ধরিতে আসিতেছে, এই আশঙ্কায় সম্মুখবর্তী একটা বৃহৎ অট্টালিকা মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভয়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রাঙ্গণে গিয়াছেন এমন সময়ে বাটীর দুই জন ভৃত্য তাহার এীবা ধারণ পূর্বক বলিল পরমেশ্বর ধন্য, তুই বেটা আপনি আসিয়া ধরা দিলি, ইহা বড় মঙ্গলের বিষয়। তোর দৌরায়ে আমারদের তিন দিবস নিদ্রা হয় নাই। আনফোজ বলিল হৈভাত্গণ তোমরা কি বলিতেছ, যাহাকে মনে করিয়া আমাকে ধরিয়াছ আমি সে ব্যক্তি নহি, তোমারদের ভ্রম হইয়াছে। ভৃত্যরা কহিল হাঁ রে বেটা তাই বটে, তুই আর তোর সঙ্গীবেটারা আমারদের প্রভুর যথা সর্বস্ব অপহরণ করিয়া কেবল তাঁহাকে ভিক্ষুক করিয়াছিস্‌ এমনত নহে তাঁহার প্রাণ পর্য্যন্ত লইতে মনন করিয়াছিলি, দেখি যে অস্ত্র লইয়া তুই কল্যা রাড্রে আমারদিগকে সংহার করিতে আসিয়াছিলি সে অস্ত্র তোর বস্ত্র মধ্যে লুক্কায়িত আছে কি না ইহা বলিয়া তাহার বস্ত্র অন্বেষণ করিতে এক খান ছুরিকা দেখিয়া চীৎকার পূর্বক কহিল ওরে বেটা তুই না কি চোর নয়, ইহা কহিয়া তাহাকে যথোচিত প্রহার করিল। পরে বস্ত্রাদি কাড়িয়া লইতে তাঁহার পৃষ্ঠদেশে বেত্রের চিহ্ন দেখিয়া আরো প্রহার আরম্ভ করিল আর বলিল ওরে কুকুর তোর পৃষ্ঠ চোরের পৃষ্ঠের ন্যায়, ইহা দেখিয়া তোর কে ভয় লোক জ্ঞান করিবে।

অনন্তর ঐ দুই ভৃত্য ভায়াগকে কাজির নিকটে লইয়া গেল। কাজি সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন ওরে নরাধম, তুই ইহার-দিগের বাটী প্রবেশ করিয়া ছুরিকাঘাতে ইহারদিগকে, নষ্ট

করিতে গিয়াছিলি, তোর কি সাহস । আনফৌজ কহিলেন ধর্মাবতার আমি কোনপ্রকার দোষী নহি কিন্তু আমি অপেক্ষা দুর্ভাগা এ পৃথিবীতে আর নাই । ইহাতে এক জন ভৃত্য কহিল বিচারপতি, যে ব্যক্তি অপরের বাটী প্রবেশ করিয়া লোকের শিরশ্ছেদ করিতে যায় তাহার কথা কি ঐহি হইতে পারে, যদি আমারদিগের কথায় বিশ্বাস না হয় তবে ইহার পৃষ্ঠ খুলিয়া দেখুন, ইহা বলিয়া পৃষ্ঠের বস্ত্র তুলিয়া দিল, তাহাতে কাজি দেখিলেন যে তাহার পৃষ্ঠে বেত্রের চিহ্ন আছে, অতএব অন্য প্রমাণের অপেক্ষা না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার ক্ষুদ্র দ্বয়ে এক শত বেত্রাঘাত করিতে আজ্ঞা দিলেন । তৎপরে একটা উষ্মের পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া নগর প্রদক্ষিণ করাইতে কহিলেন এবং এক জন পদাতিক তাহার সঙ্গে গিয়া এই কথা বলিতে থাকিল যে যাহারা বলপূর্ব্বক অন্যের গৃহে প্রবেশ করে তাহারদিগের এই শাস্তি । এই প্রকার অবস্থা করিয়া ভায়াকে নগর হইতে বাহির করিয়া দিল । যে সকল লোকেরা তাহার এই দুর্দশা দেখিয়াছিল তাহারা আমার নিকট এই সম্বাদ কহিবাতে আমি ভায়াকে বোগদাদে আনয়া গোপনে নিজ বাটীতে রাখিয়া সেবা শুশ্রূষা করিলাম ।

নরসুন্দরের পঞ্চম ভ্রাতার বিবরণ ।

আমার পঞ্চম ভ্রাতার নাম আনলক্ষর, তিনি পিতার জীবদ্দশা অবধি অতিশয় অলস ছিলেন, আপন দিনপাতের জন্যেও কোন কর্ম কার্য করিতেন না । একদিন সন্ধ্যার সময় ভিক্ষা করিতে যাইতেন, ভিক্ষা করিয়া যে কিছু পাইতেন পর দিন ঘরে বসিয়া তাহা খাইতেন । আমাদের পিতা অতিশয় বৃদ্ধ হইয়া পরলোক প্রাপ্ত হইলে, তাহার সাত শত মুদ্রা আমরা প্রাপ্ত হই । তাহা তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া লইবাতে, প্রত্যেক ভ্রাতা একশত টাকা পাইলাম । আনলক্ষর জন্মাবধি একশত টাকা কখন চক্ষে দেখে নাই, তাহাতে ঐ টাকা পাইয়া কি করিবে ইহা ভাবিয়া অস্থির হইল । পরে কাচের সামগ্রীর ব্যবসায় করিতে মানস করিয়া এক মহাজনের নিকট গ্লাস

বোতল ইত্যাদি নানা বিধ কাঁচের দ্রব্য ক্রয় করিল। এবং এক খান ক্ষুদ্র দোকান লইয়া ঐ সকল দ্রব্য এক খান চাঙ্গারিতে করিয়া চাঙ্গারি সম্মুখে রাখিয়া দেওয়ালে হেলান দিয়া বসিয়া ক্রেতার অপেক্ষায় থাকিল। আর লভ্যের বিষয় বিবেচনা করত উচ্চস্বরে কহিতে লাগিল এই সকল দ্রব্য বিক্রয় করিয়া অবশ্যই দুই শত টাকা হইবে তাহাতে পুনর্বার এই প্রকার দ্রব্যাদি ক্রয় করিব এই রূপ পাঁচ সাত বার ক্রয় বিক্রয় করিলে দশ সহস্র মুদ্রা হইতে পারিবেক, তাহা হইলে জওহরের ব্যবসা করিব, আর ভূমি ক্রয় করিব, তাহাতে ক্রমে এক লক্ষ টাকা হইবে; আমি লক্ষ শ্রুতি হইলে মন্ত্রী কন্যাকে বিবাহ করিতে চাহিব তখন মন্ত্রী অবশ্য যত্ন পূর্বক বিবাহ দিবেন, তৎপরে এক অট্টালিকা নির্মাণ কারাইয়া বহু মূল্য দ্রব্যে সুসজ্জিত করিব আর মন্ত্রীও তাহার কন্যাকে যথোচিত বহু মূল্য দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য যৌতুক দিবেন, কিন্তু বিবাহ হইলে পর আমি মন্ত্রীর কন্যাকে তুচ্ছ তাচ্ছল্য করিব তাহাতে মন্ত্রী সূতা ক্তাঞ্জলি পুটে আমাকে অনেক সাধ্য সাধনা করিবেক, আমি কদাচ তাহাতে বশীভূত হইব না, বরং হেয় জ্ঞান করিয়া দূর করিয়া দিব। ভায়া এই প্রকারে মনে যেমন তুচ্ছ তাচ্ছল্য করিতেছিল কস্মেও সেই রূপ হইল অর্থাৎ মন্ত্রী কন্যা যেন সম্মুখে আছে এতদনু-মানে তাহাকে যেমন পদাঘাত করিলে তেমনি চাঙ্গারির উপরে আঘাত লাগাতে চাঙ্গারি একেবারে রাস্তাতে গিয়া পড়িল এবং তাবৎ কাঁচের পাত্র চূর্ণ হইয়া গেল।

এক জন দরজি ঐ দোকানের নিকটে বসিয়াছিল সে আত্মার এই মনোবিলসিতের কথা শুনিয়া চাঙ্গারি পড়িবার মাত্র মহা হাস্য পূর্বক বলিল হায় হায় তুমি কি নির্বোধ পুরুষ, কামিনী কোন অপরাধ করে নাই তাহাকে কি এ রূপে পদাঘাত করিতে হয়, আর এমন সুন্দরী ও পরম লাভণ্যবতীর অশ্রু পাতে তোমার কি কিছু দয়া হইল না, আমি যদি মন্ত্রী হইতাম তবে তোমাকে এক শত কোড়া মারিতাম আর তোমার দুষ্কর্ম কপালে লিখিয়া দিয়া তোমাকে সকলের দ্বারে দ্বারে ফিরাইতাম।

এই অচিস্তনীয় ঘটনার পর ভ্রাতার জ্ঞানোদয় হইলে যখন দেখিল যে সর্বনাশ হইয়াছে তখন আপন গণ্ডে অসংখ্য করা-  
 যাত করিয়া আত্মস্বরে মহা চীৎকার পূর্বক ক্রন্দন করিতে-  
 লাগিল, তাহা দেখিয়া নিকটস্থ ব্যক্তি সমূহ তাহার নিকটে  
 আসিল, এবং পথিকগণ দোকানের সম্মুখে জনতা করিয়া  
 দাঁড়াইল। তৎকালে এক সম্ভ্রান্ত রমণী উত্তম বেশভূষা করিয়া  
 এক অশ্বতরীর উপরে আরোহণ করত ঐ স্থান দিয়া গমন  
 করিতেছিলেন ভায়ার ক্রন্দন শ্রবণে দয়াত্মক চিত্তে জিজ্ঞাসা করি-  
 লেন এ ব্যক্তি কে, আর ইহার কি হইয়াছে। পথিকেরা কহিল  
 এ ব্যক্তি নির্ধন পুরুষ, কতক গুলি কাঁচের বাসন ক্রয় করিয়া  
 বিক্রয়ার্থ দোকানে রাখিয়াছিল, দৈক্যে ঝুড়ি পড়িয়া তাবৎ  
 বাসন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই কথা শুনিয়া ঐ দয়াবিতা নারী  
 আপনার সমভিব্যাহারি নপংসককে ইঙ্গিত করিতে সে ভ্রাতা-  
 মার ভ্রাতাকে পাঁচ শত স্বর্ণমুদ্রা দিয়া। আনন্দস্বর ঐ ধন প্রাপ্তে  
 মহা আনন্দে রমণীকে যথেষ্ট আশীর্বাদ করিল এবং তৎক-  
 রণে দোকান বন্ধ করিয়া গৃহে আসিল। বাটীতে বসিয়া প্রফুল্ল  
 চিত্তে বিবিধ চিন্তা করিতেছে এমনত সময় বহির্দ্বারে কেহ  
 আঘাত করিল। ভায়া তাহাতে জিজ্ঞাসা করিল কে দ্বার ঠেলি-  
 তেছে, পরে এক স্ত্রীলোকের স্বর শুনিয়া দ্বার মুক্ত করিয়া দিল।  
 সেই অজ্ঞাতা বাটীর মধ্যে আসিয়া ভায়াকে দেখিয়া কহিল হে  
 পুত্র আমি তোমার নিকট কিঞ্চিৎ যাচঞা করি, নমাজের সময়  
 উপস্থিত অতএব তুমি যদি আমাকে কিঞ্চিৎ জল দেও তবে  
 হস্তাদি প্রক্ষালন করিয়া এই স্থানে নমাজ করি। আনন্দস্বর  
 দেখিল যে অবলা প্রাচীনা অতএব যদিও পূর্ব পরিচিতা না  
 হউক তথাচ তাহাকে গৃহ মধ্যে আনিয়া জল দিল। নারী  
 হস্তাদি প্রক্ষালন করিয়া নমজারম্ভ করিল। ভায়া ধনচিন্তাতেই  
 মগ্ন, যে মোহর গুলি পাইয়া ছিলেন তাহা সঙ্গে সঙ্গে থাকে  
 এমন্য একটা গাঁজিয়াতে মুদ্রা গুলি লক্ষ্য করিলেন। ঐ প্রাচী-  
 না স্ত্রী নমাজ করিতে২ তাহা দেখিল, পরে নমাজ সমাপন  
 হইলে বড়ী ভায়ার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল



ভায়া তাহার দরিদ্র বেশ দেখিয়া একটি মুদ্রা দিতে গেল, কিন্তু বৃদ্ধা তাহাতে ঘৃণা প্রকাশ পূর্বক ভাতাকে জিজ্ঞাসা করিল যে তোমার এই মুদ্রাটী দিবার অভিপ্রায় কি, তুমি কি আমাকে নিতান্ত ভিক্ষুক জ্ঞানিয়াছ, ভিক্ষুক হইলে কি আমি তোমার নিকট এমন সাহসে আসিতে পারি, লও, তোমার স্বর্ণমুদ্রা লও, আমার ইহাতে প্রয়োজন নাই, আমি যে যুবতীর সমীপে থাকি তিনি যেমন রূপবতী তেমনি ধনবতী, তাহার নিকটে থাকিতে আমার কোন বিষয়ের অভাব নাই। ভাতা জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি সেই কামিনীকে আমাকে দেখাইতে পার কি না? বৃদ্ধা বলিল তাহার আশ্চর্য্য কি, এ নারী তোমাকে পাইলে পরম সমাদর করিবেন বরঞ্চ তোমাকে বিবাহ করিবেন এবং আপনার যথা সর্ব্বস্ব তোমাকে অর্পণ করিয়া তোমার আজ্ঞা কারিণী হইয়া থাকিবেন, যদি এমন সৌভাগ্য বাঞ্ছা কর তবে মোহিরের থলিয়া সাবধানে লইয়া আমার সঙ্গে আইস। ভাতা বয়সীসীর কথায় আত্মাদে পুলকিত হইয়া তৎক্ষণাৎ স্বর্ণমুদ্রার থলি কটিদেশে বান্ধিয়া প্রাচীনার সঙ্গে চলিলেন। কতক দূর গিয়া একটা বৃহৎ বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইয়া বৃদ্ধা দ্বারা-ঘাত করিতে লাগিল তাহাতে গ্রিক দেশীয় এক কিস্করী আসিয়া দ্বার উন্মোচন করিয়া দিল। প্রাচীনা ভায়াকে সমভিব্যাহারে লইয়া বৈঠক থানায় বসাইলেন। গৃহের শোভা দেখিয়া ভায়ার বোধ হইল যে তাহার ভাবি ভায়া সামান্য নহ হইবেন। ক্রমে পরে দেখিলেন যে নানা অলঙ্কারে ভূষিতা এক নবীনা তরুণী তথায় আসিতেছেন, তদুর্দ্ধে ভায়া উঠিয়া দাড়াইলেন। নারী ঈষৎকাস্য পূর্বক ভায়ার কর ধরিয়া বসাইয়া আপনি তাহার পাশ্বে বসিল আর কহিল তোমাকে দেখিয়া অত্যন্ত প্রফুল্লা হইলাম। এই প্রকার অনেক মনোরঞ্জন বাক্য কহিয়া রমণী বলিল তবে বিলম্ব কেন, আইস তোমার হস্ত আমাকে প্রদান কর। ইহা বলিয়া তাহার কর ধারণ পূর্বক অন্য এক আংগারে লইয়া গেল সেখানে উত্তম রূপে আহারাদি করাইয়া বসিল তুমি এই খানে থাক আমি এখনি আসিতেছি, ইহা বলিয়া



প্রস্থান করিল। ভায়া যবতীর আসার আশাতে বসিয়া রহিলেন, কিন্তু সে কামিনীনা আসিয়া খড়্গ হস্ত দীর্ঘাকার এক কৃষ্ণ বর্ণ পুরুষ আসিয়া তাহাকে বিস্ত্র করণ পূর্বক স্বর্ণ মুদ্রা হরণ করিয়া খড়্গ দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল তাহাতে ভাতা অজ্ঞান হইয়া পড়িলে জীবনানুমান হইয়াছে এই অনুমানে এই ব্যক্তি ভাতার আঘাতিত স্থান সকল লবণ দ্বারা ডলিতে লাগিল, ইহাতে যদিও বিজাতীয় যাতনা হইল তথাপি ভায়া শবের ন্যায় পড়িয়া রহিলেন। অনন্তর এই কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ তথা হইতে প্রস্থান করিল, পরে পূর্ব কথিত বৃদ্ধা আসিয়া তাহার একটা পা ধরিয়া টানিয়া লইয়া খিড়কির দ্বার খুলিয়া মনুষ্যের শবে পরিপূর্ণ এক গর্ভে ফেলিয়া দিল। কিন্তু ভাতা তখন পর্য্যন্ত কাল প্রাপ্ত হন নাই, বিশেষতঃ লবণ দ্বারা তাহার আঘাতিত স্থান মর্দিত হওয়াতে তাহার হঠাৎ মৃত্যুর প্রতিরোধ হইয়াছিল এবং শেষে তাহাই জীবন রক্ষার কারণ হইল, অতএব ক্রমে ক্রমে বল প্রাপ্ত হইয়া দুই দিবসের পর খিড়কি খুলিয়া রাতি যোগে বাটী হইতে বাহির হইয়া প্রত্যুষে আমার নিকটে আসিয়া তাবদ্বিবরণ কহিলেন। আমি ঔষধ দ্বারা তাহার ক্ষত সকল আরাম করিয়া দিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম যে এই পা পিষ্ঠদিগের শান্তি দিতে হইয়াছে। অতএব পাঁচ শত টাকা ধরে এমত একটা থলিয়া প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ভাজা কাঁচ পুরিয়া ভায়া-কে দিলাম, ভায়া এই থলিয়া কটি দেশে বন্ধন করত স্ত্রী বেশ ধারণ পূর্বক বস্ত্রের ভিতর এক খান অস্ত্র গোপন ভাবে লইয়া গন্নি গলি ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এক দিবস সেই প্রাচীনা শিকার অনুসন্ধানে পথে পথে বেড়াইতে ছিল তাহাকে দেখিয়া ভাতা বামাস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন হাঁ গো জননী তোমার স্থানে নিক্তি আছে আমাকে এক বার দিতে পার আমি পারস্য দেশ হইতে আসিয়াছি, আমার নিকট পাঁচ শত স্বর্ণ মুদ্রা আছে তাহা ওজন করিয়া দেখিব ঠিক আছে কিনা। প্রাচীনা কহিল তাহার চিন্তা কি, আমার সঙ্গে আইস আমার এক পুত্র বণিকের ব্যবসায় করে তাহার নিকটে লইয়া

যাই সে আপন হস্তে তোমার টাকা তোল করিয়া দিবে । এই কথা শুনিয়া ভাতা তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল । বড়ী তাহাকে সেই বাটীতে লইয়া গিয়া বৈঠক খানাতে বসাইয়া বলিল তুমি মহত্বক এই স্থানে থাক আমি পুত্রকে ডাকিয়া আনিতেছি, ইহা বলিয়া গেল । পরে সেই কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ তাহার পুত্র ছলে আসিয়া বলিল ওগো প্রাচীনা তুমি উঠিয়া আমার সঙ্গে আইস । আনন্দকর উঠিয়া তাহার পশ্চাৎ যাইতে ২ খীরে ২ খড়্গ নিষ্কোষ করিয়া তাহার গল দেশে এমন আঘাত করিল যে তাহার মস্তক ও শরীর একেবারে দুই খণ্ড হইয়া পড়িল । ভাতা তাহার কাটা মুণ্ড এক হস্তে ও শবটো অন্য হস্তে টানিয়া লইয়া খিড়কির দ্বার খুলিয়া ফেলিয়া দিল । তদনন্তর সেই প্রাচীনা ও গ্রিক দেশীয় দাসীকে সেই রূপে যম পুরী প্রেরণ করিল । তাহাতে কেবল সেই নারী একাকিনী রহিল । সে এ সকল ব্যাপার কিছুদবগত হইয়াছিল, অতএব ভাতা যখন খড়্গ হস্তে তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল তখন ভয়ে কম্পিত কলেবর হইয়া ভায়ার পদানত হইল । ভায়া তাহাকে অভয় দানে নির্ভয় করিয়া জিজ্ঞাসিল হে সুন্দরি তুমি এমত অসৎ সংসর্গে বাস কর, ইহার কারণ কি । নারী বলিল আমি এক ভদ্র বণিকের বনিতা ছিলাম, সত্যি নাশিনী ব্যভিচারিণী এই প্রাচীনা প্রতিবাসিনীর ন্যায় কখন ২ আমার নিকট যাইত, আমি তাহার অশ্লীলপ্রায় কিছুই জানিতাম না । এক দিবস সে আমাকে বলিল যে অদ্য আমারদিগের বাটীতে মহাসমারোহের বিবাহ হইবেক যদি আপনি অনুগ্রহ করিয়া অধিষ্ঠাত্রী হয়েন তবে কৃতার্থ হই । ইহাতে আমি ভাল মন্দ বিবেচনা না করিয়া যৌতুকার্থ কতক গুলি স্বর্ণ মুদ্রা লইয়া তাহার সঙ্গে এই বাটীতে আসিলাম, তদবধি কাফরী আমাকে তিন বৎসর বলপূর্বক এখানে রাখিয়াছে, আমি অবলা দুর্বলা কি করি নিরুপায় হইয়া এখানে আছি । আনন্দকর কহিল বোধ হয় কাফরী দস্যুবৃত্তি দ্বারা অনেক ধনোপার্জন করিয়া থাকিবে । রমণী বলিল হাঁ করিয়াছে, তুমি

যদ্যপি ঐ সকল ধন লইয়া যাইতে পার তবে অতিশয় ধনবান হইবে, আইস, ঐ সকল ধন তোমাকে দেখাইয়া দিতেছি, ইহা বলিয়া আনলক্ষ্যরকে এক কুঠরিতে লইয়া গেল। সেখানে ভায়া কতক স্ত্রী সিন্দুক স্বর্ণে পরিপূর্ণ দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। নারী কহিল আর বিলম্ব করিও না, বাহক আনিয়া শীঘ্র এই সমস্ত ধন লইয়া যাও। একথা তাহাকে আর দ্বিতীয় বার বলিতে হইল না, কেন না ধন লোভে লোলুপ ভায়া তৎক্ষণাৎ বাহক-স্বয়ং গেলেন, এবং অধিক বাহকের অপেক্ষায় বিলম্ব না করিয়া দশ জন বাহক মাত্র পাইয়া ত্বরায় ধন লইতে আসিলেন কিন্তু আসিয়া দেখিলেন যে দ্বার উদ্ধাটিত আছে নারী ও স্বর্ণের সিন্দুক কিছুই নাই, ইহাতে চমকিত হইলেন। যাহাহ-উক ক্রুদ্ধ হইয়া গাইব না এই প্রতিজ্ঞা করিয়া বাটীর মধ্যে যে-সকল তৈজসাদি ছিল তাহাই বাহক দিগের মস্তকে দিয়া আপন বাটীতে লইয়া গেলেন কিন্তু প্রায় কালে অমক্রেমে দ্বার বন্ধ না করিয়া যাওয়াতে এবং বাটীর মধ্যে বাহক দিগের গতিবিধি দেখাতে প্রতিবাসিরা সন্দেহ প্রযুক্ত কাজির নিকটে সম্বাদ দিল। আনলক্ষ্যর সে রাত্রি অতি আনন্দে নিদ্রা গেল, কিন্তু পরদিন যখন বাটী হইতে বাহির হয় তখন বিংশতি জন পদাতিক তাহাকে ধরিয়া কাজির নিকটে লইয়া গেল। আন-লক্ষ্যর বিচারালয়ে উপস্থিত হইলে বিচারক জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কল্য রাতে যে সকল দ্রব্যাদি লইয়া গিয়াছ তাহা কোথায়? ভায়া বলিল সে সকল দ্রব্যাদি আমার বাটীতে আছে এবং সত্য কথা ওপু. থাকিবেক না এই বিবেচনায় ভায়া তাহার গৃহে নমাজের ছলে প্রাচীনার গমন অবধি যুবতীর পলায়ন পর্য্যন্ত যে ২ ঘটনা হইয়া ছিল তাহা আদ্যন্ত তাবৎ কহিয়া বিচার পতিকে নিবেদন করিলেন যে আমার ঋতি পূর্ণ-গার্থ ঐ সকল দ্রব্যাদির কিয়দংশ আমাকে দিয়া আপনি অবশিষ্ট গ্রহণ করুন। বিচারক একথায় কোন উত্তর করিলেন না। পরে ভৃত্যগণ দ্বারা তাবৎ দ্রব্যাদি আনাইয়া শুদাম জাত হইলে কাজি ভায়াকে বলিলেন তুমি এখন এদেশ পরি-

ত্যাগ করিয়া গমন কর, এখানে আর কখন আসিও না। ভাতা দেখিল কাজির বিচার অতি চমৎকার, কিন্তু কি করে অজ্ঞা পালন না করিলে নয় অতএব দেশ ত্যাগ করিয়া দেশান্তরে গমন করিল, পথি মধ্যে দসূরা তাহার সর্বস্ব অপহরণ করিয়া বিবস্ত্র করিয়া ছাড়িয়া দিল। আমি এই সম্বাদ পাইয়া গোপন ভাবে তাহাকে অন্য ভাতা দিগের ন্যায় বাটীতে আনিয়া রাখিলাম।

নরসুন্দরের ষষ্ঠ ভাতার বিবরণ :

নাপিত কহিতেছে মহারাজ, আমার ষষ্ঠ ভাতা সবাবাকের খরগোশের ন্যায় ওষ্ঠ ছিল, তাহার বিবরণ বলি শ্রবণ করুন। এই ভাতা প্রথমাবস্থায় বৈষয়িক কার্যে প্রবৃত্ত ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ শেষে তাহাকে ভিক্ষা করিয়া দিন পাত করিতে হয়। পরন্তু ভিক্ষা ব্যবসায়েও ভাতা অতিশয় চতুর ছিল। এক দিবস এক বৃহৎ অট্টালিকার নিকট দিয়া যাইতে হারে অনেক প্রহরি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল এ বাটী কাহার। প্রহরিরা কহিল তুমি কে হে, যে এমন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, এ বাটী বন্নি সাইড উপাধায় রাজার, ইহা কি দেখিয়াও বুঝিতে পারিতেছ না? যাও, গৃহে প্রবেশ করিয়া কর্তার সমীপে আপনার দুঃখ নিবেদন কর, তিনি তোমাকে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিবেন। ভায়া প্রহরিদিগের এই কথায় তাহার দিগকে নমস্কার করিয়া বাটীর ভিতরে গেল। বাটীর প্রাঙ্গণ অতি দীর্ঘ ছিল, তাহা পার হইয়া যাইতে অনেক ক্ষণ লাগিল। পরে এক উত্তমাগারে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিল যে এক অপূর্ব কাষ্ঠাসনে বিজ্ঞতম প্রাচীন এক ব্যক্তি বসিয়া আছেন তাহার শ্বেতবর্ণ শ্মশ্রু উদর পর্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে। ভাতা তাহাকে দেখিয়া বিবেচনা করিল ইনিই গৃহের কর্তা হইবেন, ফলত তিনিই বন্নি সাইড রাজা। তিনি ভায়াকে দেখিয়া সমাদর পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি এখানে কি আকাঙ্ক্ষায় আসিয়াছ। ভায়া উত্তর করিল আমি দরিদ্র, ভিক্ষার্থে আসিয়াছি। এই কথায় বন্নি সাইড আশ্চর্য প্রকাশ পূর্বক আপন

উদরে হস্ত প্রদান করিয়া কহিলেন আমি বোংদাদ নগরে থাকিতে তুমি এমন দরিদ্র, এ কি আশ্চর্য্য। এ কথা বলাতে ভায়ার অনুভব হইল যে তিনি তাহাকে প্রচুর খন দান করিবেন, ইহা ভাবিয়া কল্যাণ বাচক অনেক কথা বলিতে লাগিল। তৎপরে জানাইল যে সে দ্বিবিম তাহার জল গ্রহণ পর্য্যন্ত হয় নাই। বন্নি সাইড কহিলেন তোমার সমস্ত দিন আহার হয় নাই, ইহা কহিয়াই উচ্চস্বরে ডাকিয়া বলিল ওরে বালক হস্ত প্রক্ষালন করিবার জন্য শীঘ্র জল আনয়ন কর, ইহাতে যদিও কোন বালক বা লোক আসিল না তথাচ কেহ যেন হস্তে জল ঢালিয়া দিতেছে এই ভাবে হস্তাদি ধোত করিতে লাগিলেন, আর ভায়াকে বলিলেন তুমিও হস্ত ধোত কর। সবাবাক বুঝিল এ ব্যক্তি রসিকের চুড়ামণি। আর সে স্বয়ংও রসিক ও চতুর, অপর খান লোকেরদিগের নিকট যাচঞা করিতে গেলে তাহারদিগের মনোরঞ্জন করিতে হয়, এই বিবেচনায় মিছা মিছি হস্ত ধোত করিতে লাগিল। হস্ত প্রক্ষালনান্তর বন্নি সাইড কহিলেন আইস তবে আহার করা যাউক। ইহা বলিয়া অনুচর দিগকে আহারীয় দ্রব্য আনিতে বলিলেন, কিন্তু ভৃত্য অথবা আহারীয় দ্রব্য কিছুই আসিল না, তথাচ আহারীয় দ্রব্য যেন আসিয়াছে এই ভাবে ভায়াকে বলিলেন আহার করিতে বৈস। ভায়া তাহাকে তুষ্ট করিবার জন্য বসিল, আর তিনি যেমন মনে খাইতে লাগিলেন, ভায়াও সেই প্রকার ভোজন আরম্ভ করিল, মধ্যে ব্যঙনাদিরও প্রশংসা হইল। এই প্রকার মানসিক আহারান্তে সহোদর কহিল, উদর পরিপূর্ণ হইয়াছে আর খাইতে পারি না, তখন বন্নি সাইড ফল মূল আনিতে আদেশ করিলেন, তাহাও সেই রূপ মানসিক খাওয়া হইল। পরে ভায়াকে মদ্য পান করিতে বলাতে ভায়া বলিল যে আমাকে এবিষয়ে মার্জনা করিবেন, আমি পান করিব না কেননা তাহাতে চিত্ত চঞ্চল হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু বন্নি সাইড সে আপত্তি না শুনিয়া মানসিক মদ্য মানস পায়ে করিয়া ভায়ার হস্তে দিলেন। ভায়া অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া

মদ্য পান করিল, এবং সুরার অনেক প্রশংসা করিল, তাহাতে বর্মিসাইড আত্মাদিত হইয়া আরো পাঁচ সাত পাত্র খাইতে দিলেন। ভায়া মদ্য পানে বুদ্ধির চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়া বর্মিসাইডের কণ্ঠমূলে এমন এক মুষ্ঠাঘাত করিল যে তিনি ধরাবলুণ্ঠিত হইলেন, তৎপরে আরো এক কিল তুলিয়া ছিল কিন্তু বর্মিসাইড তাহা হস্ত দ্বারা সামালয়া লইয়া বলিলেন ওকি ওকি তুমি কি ক্রিষ্ট হইয়াছ। তখন যেন আত্মার চৈতন্য হইল এই ভঙ্গি করিয়া বলিল হে মহাশয় আপনি কৃপা করিয়া আহার করাইলেন, কিন্তু আমি পূর্বেই কহিয়াছিলাম যে মদ্য পান করিব না, আপনি তাহা না শুনিয়া বল পূর্বেক পান করাইলেন তাহাতে আমি আত্ম বশ ছিলাম না, অতএব এইক্রমে আমার অপরাধ নাজ্জনা করিতে আত্মা হয়। এই কথায় বর্মিসাইড অতিশয় হাস্য করিয়া বলিলেন আমি অনেককাল অবধি তোমার ন্যায় মনুষ্যের অনুসন্ধান করিতে ছিলাম, কিন্তু এপর্যন্ত পাই নাই, তোমাকে পাইয়া অতিশয় তৃপ্ত হইলাম। তৎপরে সবাবাককে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন তুমি আমাকে মুষ্ঠাঘাত করিয়াছ তন্নিমিত্তে আমি ক্রুদ্ধ নহি তোমার ব্যবহারে মহা সন্তুষ্ট আছি, তুমি অদ্যাবধি আমার পরম বন্ধু হইলে, তুমি আমার এই বাটীতে বাস করহ। এই সকল কথা র পর রাজা কহিলেন আইস তবে এক্রমে আমরা প্রকৃত রূপে আহার করি, ইহা বলিয়া করতালি দিলেন। তাহাতে ভৃত্যগণ আসিয়া আহারের স্থান করিয়া উত্তম সামগ্রী আনিয়া পরিবেশন করিল। ভায়া তখন মনের সাথে উদর পুরিয়া আহার করিল। তাহাদের আহার হইলে পর উত্তম বেশ খাটুনি কতিপয় নবীন বন্দিনী আসিয়া নৃত্যগীত আরম্ভ করিল। বর্মিসাইড রাজা এই রূপে আত্মাকে লইয়া আনন্দ করিলেন। পরে তাহাকে বিচক্ষণ ও কস্মদক্ষ দেখিয়া স্বীয় ভবনের তাবৎ কক্ষের ভাড়াপণ করিলেন তাহাতে ভায়া রাজাকে সন্তুষ্ট করিয়া বিংশতি বৎসর পর্যন্ত ঐ কক্ষ করিল। অনন্তর বর্মিসাইডের পরলোক প্রাপ্তি হইলে তাহার তাবৎ ধন সমস্তি রাজ সরকারে

ক্রোক হইল এবং ভায়া পূর্বে যে দরিদ্র ছিলেন সেই দরিদ্র হইলেন। তদনন্তর কতকগুলিন মক্কা যাত্রির সমভিব্যাহারে তীর্থগমন করিলেন কিন্তু পথে মধ্যে বিদুল জাতীয় দস্যগণ এক দিবস রাত্রিতে ঐ যাত্রিদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের ধনাপহরণ ইচ্ছায় বিধিমত যত্ননা দিল। ভায়া ঐ যত্ননা সহিষ্ণুতা করিতে না পারিয়া দস্যগণকে বলিল ওহে তোমরা আমাকে কেন অনর্থক যত্ননা দিতেছ, আমার নিকট এক কপর্দকও নাই যে তাহা তোমাদের দিগকে দিয়া মুক্ত হইব, তবে আমি তোমাদের আজ্ঞাধীন, যদি বাঞ্ছা হয় আমাকে বিক্রয় কর তাহাতে ধন লাভ হইবেক। দস্যদের দলপতি ধনাশায় নিরাশ হইয়া ক্রোধ পূর্বক এক খান ছোরা লইয়া ভাতার ওষ্ঠে ছেদ করিল, তাহাতেই তাহার ওষ্ঠাধর খরগোশের ন্যায় হইল, এবং তাহাকে ঐ রূপ করিয়া চির দাস করিয়া বাটীতে রাখিল। দস্য পতির এক পরমা সুন্দরী ভায়া ছিল সে পতির স্থানান্তর গমন কালে ভায়াকে নানি প্রকার মান্ত্বনা করিত এবং পাকে প্রকারে জানাইত যে সে তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু ভায়া তাহাতে বিপদ আশঙ্কা করিয়া নিরন্ত থাকিতেন তথাপি দস্য জায়া তাহার সঙ্গে সর্বদা হাস্য পরিহাস করিত, এবং ঐ অভ্যাস ক্রমশঃ এমনত বলবৎ হইল যে এক দিন স্বামির সাক্ষাতেই সেই রূপ বিজ্রপ করিল। দস্যুর অধ্যাক্ষ তাহা দেখিল, কিন্তু ভায়া বুঝিতে না পারিয়া তাহার সঙ্গে বিজ্রপ করিতে লাগিল ইহাতে দস্য পতি ভাবিল যে ইহারদিগের পরস্পর প্রসক্তি হইয়াছে এই সন্দেহ প্রযুক্ত খড়্গ দ্বারা ভায়ার স্বর্কাজ বিকৃত করিয়া এক উর্দুর উপর আরোহণ করাইয়া এক অরণ্যস্থ পর্বতে রাখিয়া আসিল। ঐ পর্বত বোগদাদে আসিবার বর্ষ মধ্যস্থ অতএব পথিক লোকেরা তাহার দুর্দশা দেখিয়া আমাকে তাবৎ বিবরণ বলিলে আমি যাইয়া দুর্ভাগা ভাতাকে তদবস্থায় বাটীতে আনিয়া রাখিলাম।

নাপিত বলিতেছে মনিষ্টানসা ভূপতিকে এই সকল বিবরণ বলাতে তিনি অভ্যস্ত হাস্য করিতে লাগিলেন। তৎপরে



আমাকে বলিলেন তোমাকে যে মৌনী খ্যাতি দিয়াছে তুমি তাহার যোগ্য পাত্র বটে, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি তোমাকে এই আদেশ করিতেছি যে তুমি এই দেশ পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তর গমন কর, এখানে আর কদাচ আসিও না । আমি কি করি রাজাজ্ঞায় এক কৎসর দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিলাম, পরে ভূপতিব্র মৃত্যু সংবাদ পাইয়া বোংগদাদে পুনরাগত হইয়া দেখিলাম যে সকল সহোদর শুলি মরিয়া গিয়াছে এই যুবা পুরুষের যে উপকারের কথা শুনিলেন বোংগদাদে পুনরাগমনের পর তাহা হইয়াছিল, আমি ঐ কস্ম কেবল তাহার উপকারার্থ করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি তাহাতে বিরুদ্ধ বোধ করিয়া আমাকে অনর্থক কটু কষায়ণ কহেন ।

শাহরজাদি কহিতেছেন হে ধরণীশ্বর দরজী কাসগর রাজার নিকটে খঞ্জ যুবক ও বোংগদাদ দেশীয় নাপিতের বিবরণ সমাপ্ত করিয়া বলিল নাপিতের গন্ধ শুনিয়া আমরা বিবেচনা করিলাম বুঝি যে নাপিতকে বহু ভাষী কহিয়াছিলেন তাহা অন্যায়, সে যাহা হউক । ভোজন পানে তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত আয়োদ করিয়া সভা ভঙ্গের পর আমি আপন দোকানে গেলাম, কিন্তু দোকান বন্ধ করিয়া বাটী যাইব এমন কালে কুজ মদ্যপানে মত্ত হইয়া তবলার বাঁয়া বাজাইয়া গান করিতে আমার দোকানের সম্মুখে আসিল, আমি মনে করিলাম তাহাকে দেখিলে আমার ভর্যা তুষ্ট হইবে ইহাতে তাহাকে বাটীতে লইয়া গেলাম । আমার বনিতা ঐ দিবস একটা বৃহৎ মৎস্য পাক করিয়া ছিল তাহার কিয়দংশ কুজকে ভোজন করিতে দিলাম, কিন্তু একটা কটক শুদ্ধ মৎস্য আহার করিয়া ফেলাতে কুজের গলায় কটক লাগিয়া একেবারে তাহার প্রাণভাগ হইল । আমি এই অচিস্তনীয় ঘটনায় মহা শঙ্কিত হইয়া ইহুদী বৈদ্যের বাটীতে তাহার শব্দটি ফেলিয়া আসিলাম, ইহুদী বৈদ্য তাহাকে মোসলমান ভাণ্ডারির ভবনে মিক্ষেপ করিয়া দিলেন, পরে পশ্চি মধ্য্যে যে স্থানে হত্যা হইয়াছে অনুমান হইতেছে মোসলমান তাহাকে সেই স্থানে রাখিয়া আসিয়া থাকিবে, হে ধরণীনাথ



কুঞ্জের মৃত্যুর কারণ এই সমুদয় নিবেদন করিলাম, এই ক্ষণে আমাকে প্রাণ দান করিবেন কি নষ্ট করিবেন বিবেচনা করুন ।

কাসগরাধিপতি এই বিবরণ শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া দরজী ও তৎসঙ্গিগণকে মাজ্জনা করিলেন এবং কহিলেন খণ্ড ও নাপিত ও তাহার ভাতাগণের যে আশ্চর্য্য বিবরণ শুনিলাম তদ্রূপ কদাচ শ্রবণ করি নাই, কিন্তু যে নাপিতের গল্প শুনিয়া আমি তোমার দিগের প্রাণ দান করিলাম তাহাকে দেখিতে বাঞ্ছা করি, ইহা বলিয়া আপন সৈন্যাধ্যক্ষকে আজ্ঞা করিলেন যে দরজীর সঙ্গে যাইয়া নরসুন্দরকে আনয়ন কর । রাজাজ্ঞাক্রমে সেনাপতি নাপিতকে লইয়া তৎক্ষণাৎ রাজ সাক্ষাৎকারে আসিয়া উপস্থিত হইল । নাপিতের বয়ঃক্রম ৯০ বৎসর, তাহার নাসিকা সূচ্যাকার ও বৃহদাকার কর্ণদ্বয় বলিয়া পড়িয়াছিল । রাজা তাহাকে দেখিয়া হাস্য পূর্ব্বক কহিলেন হে মৌনিবর তুমি না কি, বড় আশ্চর্য্য্য কাহিনী জান, আমাকে তাহার দুই একটী কাহিনী শুনাইতে পার । নরসুন্দর কহিল মহারাজ তাহার বাধা কি, কিন্তু সম্প্রতি তাহাতে ক্লান্ত থাকুক এখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করি এই খ্রীষ্টীয়ান ও ইব্রুদি ও মোসলমান ইহারা কে, আর কুঞ্জের শব এখানে পড়িয়া কেন । ভূপতি এই কথায় বিরক্ত হইয়া তাহার দিগকে কুঞ্জার বিবরণ বলিতে আজ্ঞা করিলেন । নাপিত শ্রবণ করিয়া মস্তক নাড়িয়া বলিল মহারাজ এই গল্প চমৎকার বটে, কিন্তু কুঞ্জার শব আমাকে এক বার ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতে হইয়াছে । ইহা বলিয়া কুঞ্জের নিকট গিয়া ভূমিতে বসিয়া কুঞ্জার দুইটী হাটুর মধ্যে মস্তক দিয়া ক্ষণেক কাল মনোনিবেশ পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল আর কহিল লোকে যে বলে বিনা কারণে মনুষ্যের মৃত্যু হয় না তাহা অতি যথার্থ, আর যদি কোন গল্প স্বর্ণাকরে লিখিয়া রাখা উচিত হয় তবে এই কুঞ্জার গল্প তাহার যোগ্য । এই কথা শুনিয়া সকলে বিবেচনা করিলেন যে নাপিত কাব্যকার হইবেক, ভাঁড়ান করিতেছে । রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন হে মৌনিবর তুমি কি জন্য এত হাস্য করিলে আমাকে কহ । নাপিত বলিয়া ধর্ম্মাবতার এই কুঁজা

মরে নাই, এখনও বাঁচিয়া আছে, ইহা যদ্যপি দেখাইতে না পারি তবে আমাকে উন্নত করিবেন, ইহা বলিয়া তাহার সঙ্গ যেন একটা ঔষধের কোটা ছিল তাহা হইতে মলম বাহির করিয়া কুঁজার ঘাড়ে দিয়া অনেক ক্লণ দলিতে লাগিল, পরে একটা পরিষ্কার লৌহাত্মক মুণ্ডের ভিতর দিয়া মুখ প্রসারণ করিয়া একটা ক্ষুদ্র সন্না দ্বারা কণ্ঠ দেশ হইতে কণ্ঠক শুদ্ধ এক স্থান মাংস বাহির করিয়া সকলকে দেখাইল। কুঁজা ঐ সময় হাঁড়িয়া উঠিল তৎপরে ক্রমে সজীব হইতে লাগিল। কাশগর অধিপতি ও তৎ সভাসদগণ এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইলেন, আর নাপিতের অসংখ্য নিন্দা বাদ শুনিয়াও তাহার গুণের প্রশংসা করিলেন। পরে উত্তম লেখক দ্বারা কুঞ্জের চমৎকার গল্প তৎক্ষণাৎ স্বর্ণাকরে লেখাইয়া রাখিলেন, এবং ইহুদী বৈদ্য, মোসলমান ভাণ্ডারি, ও খ্রীষ্টীয়ান সাধুকে সমুদয় সূচক পরিচ্ছদ প্রদান পূর্বক তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন, আর নরসুন্দরের যোগ্য বৃত্তি স্থাপন করিয়া দিয়া তাহাকে আপন সভায় রাখিলেন।

এই গল্প সমাপন করিয়া শাহরজাদী কহিলেন মহারাজ আর একটা মনোরম্য কাহিনী জানি, যদ্যপি অনুমতি করেন তবে আগামি রজনীতে তাহা কহিব। রাজা মৌনে সম্মতি প্রকাশ করিলেন তাহাতে পর দিবস নিশাভাগে শাহরজাদী সেই কাহিনী এই রূপে আরম্ভ করিলেন।

কালেফ হারুনলরশিদের প্রিয়া সমসেন নেহার এবং আওবল হোসেন আলী এবনে বেকারের কথা।

হারুনলরশীদ ভূপতির রাজত্ব কালে বোগদাদ নগরে ইবনে তাহের নামে এক জন গন্ধবগিক ছিল, সে অতি ধনবান ও সুপুরুষ এবং স্ব শ্রেণির সমুদায় লোকপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান ও নম্র স্বভাব, এবং গুণগ্রাহী ছিল। বোগদাদাধিপতি তাহাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করিতেন, এবং তাহার প্রতি এই ভার দিয়া ছিলেন যে রাজ রমণী গণের প্রয়োজনীয় জব্যাদি যোগাইয়া

দিবেন । ইবনে তাহের রাজার ঐ কৰ্ম অতি সতর্কতা পূর্বক নির্বাহ করিত এবং তাহার সদৃশ ও তাহার প্রতি রাজানু-  
গ্রহ প্রযুক্ত তদেবম্ রাজসভা ও ধনী এবং ভদ্র মনুষ্যেরা  
সকলেই তাহার সহিত সংপ্রীতি করণাকাঙ্ক্ষায়, সর্বদা তাহার  
বাটী গমনাগমন করিতেন । তাহাতে বোগদাদ বাসি পারস্য  
দেশের প্রাচীন রাজ বংশোদ্ভব আওল হোসেন আলী এবনে  
বেকার নামে রাজ কুমারের সহিত তাহার বিশেষ প্রণয় হয়,  
ঐ রাজনন্দন রূপে শুণে এবং সুশীলতা ও ধীরতায় অতি  
বিখ্যাত ছিলেন ।

এক দিবস ঐ রাজ কুমার ইবনে তাহের বণিকের নিকট  
বসিয়া আছেন ইত্যবসরে ছয় জন বন্দিনী পরিবৃত্তা এক রমণী  
বিচিত্র অশ্বতরী পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তাহার দোকানে  
আসিল । যদিও অবশুষ্ঠন দ্বারা ঐ সকল অঙ্গনাদের বদনাবৃত্ত  
ছিল তথাপি আকারে তাহারদিগকে পরমা সুন্দরী বোধ হইল ।  
অশ্বতরীর পৃষ্ঠারোহিণী রমণী বণিকের বিপণি সম্মুখে আসিয়া  
উপস্থিত হইবা মাত্র ইবনে তাহের গাত্রোত্থান করিয়া অতি  
সম্মান পূর্বক তাহাকে অবরোহণ করাইল এবং দোকানের  
মধ্যে লইয়া গিয়া এক উৎকৃষ্টাসনে উপবেশন করিতে বলিল ।  
রাজনন্দন এবনে বেকার স্বীয় সুশিক্ষা ও সভ্যতা প্রকাশ মানসে  
সেই রমণীর আলস্য রক্ষা নিমিত্ত স্বর্ণমণ্ডিত একটা বালিশ  
ফুলাইয়া তাঁহার পশ্চাদ্দেশে দিয়া তাঁহার পদের নিকটস্থ বস্ত্র  
চুষ্মন পূর্বক নমস্কার করিয়া কিঞ্চিৎ অন্তরে গিয়া দণ্ডায়মান  
হইলেন । পরে ঐ কামিনী মুখাবরণ মুক্ত করিয়া বণিকের  
সহিত বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন । ইহাতে ভূপাল তনয়  
তাহার রূপ লাভন্য দর্শনে একেবারে মোহিত হইলেন । তাঁহার  
চলচিহ্নতা দর্শনে রমণীরও মদনানল প্রবল হইল, কিন্তু  
কামিনী তাহা প্রকাশ না করিয়া তড়িতের ন্যায় দ্রুত উঠিয়া  
ইবনে তাহের বণিককে অন্তরে লইয়া গিয়া মৃদুস্বরে আগমনের  
হেতু বার্তা সংক্ষেপে কহিয়া জজ্ঞাসা করিলেন এই যুবক  
কি নাম ও কোথায় নিবাস । তাহাতে ইবনে তাহের রাজ

পুত্রের নাম নিবাস ও শূণ্যের সকল পরিচয় कहিল, তাহা শুনিয়া যুবতীর প্রমত্ত চিত্ত আর চঞ্চল হইল . কেননা প্রথমে কেবল কপের প্রতি দৃষ্টি ছিল, পশ্চাৎ যখন সহস্র ও সঙ্গের কথা শুনিলেন, তখন তাহাকে প্রেমের প্রধান পাত্র জ্ঞান করিতে লাগিলেন । অতএব গমন কালে ইবনে তাহেরকে বলিলেন এ ব্যক্তির সহিত আমার আলাপ করিয়া দিতে হইবে, আমার এই দাসী যখন তোমার নিকট আসিবে তখন তুমি তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া মদীয় ভবনে গমন করিও, আমার মানস যে এই রাজপুত্র আমার আশ্রয়ের সজ্জা ও শোভা সন্দর্শন করিয়া বোগদাদের সৌভাগ্যদেবী কি রূপ বিরাজমানা তাহা বিবেচনা করেন । আমার অভিপ্রায় বুঝিলা কি না, দেখিও যেন বিস্মরণ হইও না, তাহা হইলে আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত কুপিতা হইব এবং এ জন্মে আর কখন তোমার দোকানে পদা-  
র্পণ করিব না । ইবনে তাহের, বণিক্ অতি বুদ্ধিমান এই সকল কথায় রমণীর অভিপ্রায় বুঝিয়া উত্তর করিল হে রাজি পর-  
মেশ্বর এমন না করুন যে আমাকে কখন আপনকার আজ্ঞা অবহেলন করিতে হয় আপনি যে আজ্ঞা করিবেন তাহা আমার শিরোধার্য্য । রাজরমণী এই কথা শুনিয়া তাহার স্থানে বিদায় হইয়া যুবরাজের প্রতি ঈর্ষ কটাক্ষ করত অশ্বতরীর উপর আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন ।

যুবরাজ ঐ সুন্দরীর লাবণ্য দর্শনে, এতাদৃশ মোহিত হইয়া ছিলেন যে তাহার গমনের পরও তাহার পশ্চাৎদৃষ্টি করিয়া রহিলেন এবং দৃষ্টির অগোচর হইলেও সেই দিগে কিয়ৎ কাল স্থিরনেত্র হইয়া থাকিলেন । তৎপরে ইবনে তাহেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ রমণী কে । বণিক্ कहল ইহার নাম সমসেন নেহার, ইনি আমাদিগের রাজাধিরাজ হাক্কুনর রশিদের প্রধান প্রিয়তমা, ভূপতি ইহাকে বড় ভালবাসেন, বরং ইহার পূজা করেন এ কথা বলিলেও বলা যায়, আমার প্রতি রাজার বিশেষ আজ্ঞা আছে যে ইহার যখন যে দ্রব্যের আব-  
শ্যক হয় তখন তাহা যোগাইবে । রাজপুত্র রাজকামিনীর

কামনায় মত্ত হইয়া ইবনে তাহেরকে তদ্বিষয়ে অন্যান্য নানা-  
বিধ কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ।

এ দিগে রাজপ্রিয়া আপন বাটীতে গিয়া কি রূপে রাজ-  
পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ ও মুক্তচিত্তে আলাপাদি হয় তাহার  
চিন্তায় মগ্না হইলেন । ইবনে তাহের বণিক্ যুবরাজের সহিত  
কথোপকথন করিতে নানা কারণ প্রদর্শন পূর্বক তাঁহাকে  
রাজপ্রিয়তমার প্রতি আসক্তি ত্যাগ করিতে কহিতেছেন  
এমন সময়ে রাজপ্রিয়ার পরম বিশ্বাসের পাত্র এক পরিচা-  
রিণী আসিয়া তাহাকে কহিল যে ঠাকুরাণী আপনারদিগকে  
ডাকিতে পাঠাইলেন এবং তিনি পথ নিরীক্ষণ করিয়া রহি-  
য়াছেন । ইবনে তাহের এই কথা শ্রবণ মাত্রে তৎক্ষণাৎ গাত্রো-  
থান করিল, এবং যুবরাজও তাহার সঙ্গে চলিলেন । দাসী  
অগ্রে গিয়া রাজপ্রিয়াকে সম্বাদ কহিয়া দ্বারে দাড়াইয়া রহিল ।  
ইবনে তাহের ও রাজপুত্র দুইজনে রাজ বাটী দিয়া সমসেন  
নেহারের অন্তঃপুরস্থ দ্বারে উপনীত হইলে দাসী তাঁহাদিগকে  
বাটীর মধ্যস্থ এক বৃহৎ দালানে লইয়া গিয়া উপবেশন করা-  
ইল । যুবরাজ ঐ প্রকার সুসজ্জিত গৃহ কদাপি দেখেন নাই,  
যেহেতু সমুদায়ই স্বর্ণ রৌপ্য ও রত্ন ময় ইহাতে গৃহকে স্বর্ণ-  
ময় জ্ঞান করিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া ঘরের সকল দ্রব্যাদি  
দর্শন কর্ত্তব্য স্বীয় নয়নের পরিতৃপ্তি করিতে লাগিলেন এবং মনে  
অনেক প্রশংসা করিলেন । অনন্তর তাহারদিগের জলযোগের  
আয়োজন হইল তাহাতে উভয়ে নানাবিধ অপূর্ব ও উপাদেয়  
আহারীয় দ্রব্য আহার করিলেন । আহারান্তে সেই পরিচারিণী  
স্বর্ণ পায়ে বারি আনিয়া তাঁহারদিগকে আচমন করাইলেন ।  
তৎপরে রাজপ্রিয়ার বিশ্বাসিনী দাসী তাঁহাদিগকে নাট্য-  
শালায় লইয়া বসাইল, তথায় সুবেশা রমণীগণের সংগীত  
শ্রবণে তাঁহারদিগের কণ্ঠ সুখ হইতে লাগিল, কিন্তু সমসেন  
নেহারের অনাগমনে যুবরাজ তাহাকে দেখিবার জন্য চতু-  
র্দিগে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন । পরে সংগীতের বিরতি হইলে  
নানা বেশ ভূষাতে ভূষিতা বিংশতি যুবতী ও দশ জন কৃষ্ণবর্ণা

কিন্তু রী এক রৌপ্য সিংহাসন আনয়ন পূর্বক তথায় স্থাপন করিয়া তাহার পাশ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাড়াইল, তৎপরে পুনর্বার সংগীত আরম্ভ হইল। তাহার পর বিংশতি জন পরম রূপবতী, রমণী রৌপ্য মণ্ডিত বস্ত্র পরিধৃত হইয়া নানা বাদ্য যন্ত্র হস্তে গান করিতে আসিল তৎপশ্চাৎ আর দশ জন যুবতী সহচরী বেষ্টিত হইয়া অপূর্ব বেশ ভূষায় ভূষিতা সেই সৌভাগ্যবতী রাজ প্রেয়সী সমসেন নেহার আগমন করিলেন এবং আসিয়া উক্ত রৌপ্য সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। যুব-রাজ তাঁহাকে দেখিয়া মাত্র তৎপ্রতি চক্ষু স্থির করিয়া থাকিলেন। কিয়ৎকাল পরে ইবনে তাহেরকে সংগোপনে কহিলেন হে বন্ধো আমরা যে বস্তুর অব্বেক্ষণ করি তাহা দর্শন মাত্র একবারে মনের মালিন্য দূর হইল, তুমি ভুবন মোহিনী রমণীকে দেখিলা কি না, ইনি আমার তাবৎ ক্লেশের মূল, তথাপি ইহাকে আশীর্বাদ করি, ইহার লাবণ্য দর্শনে আমি হত জ্ঞান হইয়াছি এবং আমার প্রাণ পক্ষী এখনি দেহ পঙ্কুর পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে, ইহা বলিয়া আপন আত্মাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন যদি যাইবে যাও আমি অনুমতি দিলাম কিন্তু এই ক্লীণাজ্বর যেন মঙ্গল হয়। তৎপরে ইবনে তাহেরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন হে ইবনে তাহের তুমিই আমার এই ক্লেশের কারণ হইয়াছ, তুমি বোধ করিয়াছিল যে আমাকে এখানে আনিয়া আমার সম্মান বৃদ্ধি করিবা, কিন্তু তোমার সঙ্কে আগমন করিতে বসি আমার সর্বনাশ হইল। পুনর্বার সচেতন হইয়া কহিলেন ইবনে তাহের তোমার অপরাধ নাই, আমি আপন ইচ্ছাতে আসিয়াছি, তোমাকে নিন্দা করিতে পারি না ইহা কহিয়া রাজনন্দন রোদন করিতে লাগিলেন। ইবনে তাহের কহিলেন আপনি আমার দোষ দিলেন না ইহা পরমাঙ্কাদের বিষয়, আমি পূর্বেই কহিয়াছিলাম যে সমসেন নেহার রাজ উপপত্নী, তাহা শুনিয়া দুর্দান্ত রিপুকে দমন করাই উচিত ছিল, কিন্তু তাহা না করিয়া আপনি রিপুর বশীভূত হইলেন, যাঁহা হউক। ইহাতে অনামোদ বোধ

না করিয়া এই বোধ করুন যে আপনার সম্মানার্থ সমসেন  
নেহার আপনাকে আনয়ন করিয়াছেন ইহা জানিয়া ভ্রান্তি  
ত্যাগ করিয়া জ্ঞানকে পুনরাবস্থান করুন, আপনি জানিবেন  
প্রেম বড় ক্তয়। ইহা এমত বিপদ কূপে নিঃক্ষেপ করে যে  
তাহা হইতে কদাচ উত্থান শক্তি থাকে না ।

ইবনে তাহের বণিক্ এবং যুবরাজ তখন অন্তরে থাকিয়া  
মৃদুস্বরে এই রূপ কথোপকথন করিতেছিলেন তখন রাজরমণী  
সমসেন নেহার সিংহাসন হইতে তাহাদের প্রতি এক দৃষ্টি দৃষ্টি  
করিয়া ছিলেন, তিনি রাজ কুমারের চক্ষুর ভঙ্গিতে বুঝিলেন যে  
যুবরাজ তাহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট অতএব মনে আত্মাদিতা  
হইয়া আপনাকে ক্তার্থা জ্ঞান করিলেন । পরে গান বাদ্য  
কারিণী নারীগণ রাজপুত্রতমার ইচ্ছিত বুঝিয়া সিংহাসনের  
সম্মুখে সারি দিয়া অঙ্ক চন্দ্রের ন্যায় শ্রেণী বদ্ধা হইয়া বসিল  
এবং রাজপ্রিয়ার অভিপ্রায়ানুসারে এক নারী বীণা মিলাইয়া  
এক গানারম্ভ করিল, তাহার ভাব এই, এক নায়ক ও নায়িকা  
ছিল তাহাদের পরস্পর এমন প্রণয় যে শরীর মাত্রে প্রভেদ  
মন এক ছিল কদাচিৎ তাহাদের ইচ্ছার বিপরীত ঘটনা হইলে  
তাহারা সজল নয়নে পরস্পর কহিত যে আমরা পরস্পর পরস্প-  
রের মনোহর এই কারণ প্রেম করিয়াছি ইহাতে যদি কোন  
নিন্দা থাকে সে নিন্দা অদৃষ্টের । গায়িকারা যখন এই গান  
করিতে লাগিল তখন রাজপ্রিয়া অঙ্গ ভঙ্গির দ্বারা এমত  
জানাইর্নৈম যে তিনি এবং পারশ্য রাজ কুমার সেই ভাবের  
ভাবি : আর এই ভাব এগন চমৎকার রূপে প্রকাশ করিলেন  
যে তাহাতে রাজকুমার আপন মনের ভাব গোপন রাখিতে  
না পারিয়া নিকটস্থ এক নারীকে কহিলেন যে আমি একটী  
গান করিতেছি তুমি তাহার সঙ্গে বীণা বাদন কর, ইহা বলিয়া  
অতি সুস্বরে অঙ্গ ভঙ্গির সহিত এক গান করিলেন তাহাতে  
প্রেমের প্রাবল্য সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ পাইল এবং সমসেন  
নেহার অত্যন্ত মোহিতা হইলেন । পরে তিনিও অন্য এক  
সখীকে তদ্রূপে বীণা বাদন করিতে বলিয়া অতি সুমধুর স্বরে



এক গান করিলেন ঐ গানে রাজ কুমারের অস্তঃকরণ গলিত হইয়া গেল । তাহাতে তিনি পুনরায় আপন অনুরাগের আর এক গান করিয়া তাহার প্রত্যুত্তর দিলেন । এই রূপে নায়ক নায়িকা উভয়েগান দ্বারা প্রেম প্রকাশ করিলে সমসেন নেহার সিংহাসন হইতে উঠিয়া দ্বারের নিকট গেলেন, রাজনন্দনও তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া তাহার নিকট উঠিয়া গেলেন তথায় উভয়ে উভয়ের হস্ত ধরিয়া একপ পূলকিত চিত্তে আলিঙ্গন করিলেন যে তাহাতে উভয়েই অজ্ঞান প্রায় হইলেন এবং সজ্জিনী গণ যদি না ধরিত তবে উভয়েই ধরাবলুষ্ঠিত হইতেন । যাহাহউক । সহচরীরা তাহারদের উভয়কে লইয়া এক পর্য্যটকের উপর বসাইয়া মুখে সুগন্ধি বারি প্রক্ষেপ ও সুগন্ধ দ্রব্য আঘ্রাণ করাইতে লাগিল তাহাতে কিয়ৎকাল পরে চৈতন্য হইলে সমসেন নেহার প্রথমতঃ চতুর্দিকে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন পরে পারশ্য যুবরাজকে নিকটে দেখিয়া পূর্বে কথিত ব্যাপার স্মরণ পূর্বক কহিলেন হে ভূপাল তনয় তুমি আমাকে ভাল বাস তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু যদিও তোমার ভালবাসা অধিক তথাপি এমত বিবেচনা করিও না যে আমার ভালবাসা তদপেক্ষা নূন, যাহাহউক, আর্য প্রশংসায় প্রয়োজন নাই, কিন্তু যদিও আমাদের অত্যন্ত প্রণয় তথাচ এই ক্ষণে তাহাতে কেবল ক্লেশ ও যন্ত্রণা মাত্র সার হইবে, কেননা পরস্পরের সংমিলন সুখে এখন বঞ্চিত থাকিতে হইবে, তাহার কোন উপায় নাই । অতএব যে পর্য্যন্ত পরমেশ্বর আমাদেরদিগকে একত্র না করেন সেই পর্য্যন্ত তাহার প্রতি নির্ভর করিয়া কোন প্রকারে দিন কাটাইতে হইল । কুমার কহিলেন 'হে প্রিয়ে আমার প্রেমের বিষয়ে যদি কিছুমাত্র সন্দেহ কর তবে আমার প্রতি নিতান্ত অবিচার হইবে, তোমার প্রেমপাশে আমার প্রাণ একপ বদ্ধ যে মরণান্তেও এ বন্ধন বিমোচন হইবে না অতএব শারীরিক ক্লেশ বা অন্যকোন হেতুতে কি ঐ প্রেমের বিচ্ছেদ সম্ভবে । ইহা বলিতে বলিতে তাহার অশ্রু পতন হইতে লাগিল, এবং সমসেন নেহারও তদবলোকনে আগ্রন চক্ষুর দ্বারা নিবারণ করিতে পারিলেন না ।



তদনন্তর রাজপ্রিয়া সখী হস্ত হইতে এক বীণা লইয়া তাল মান শুদ্ধ এমন ভাবে এক গানারম্ভ করিলেন যে তাহাতে স্বয়ং বিহ্বল হইয়া পড়িলেন এবং যুবরাজ তাহা শুনিয়া কাঁচ পুড়-লিকার ন্যায় স্থির হইয়া রাজপ্রিয়ার মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। এই কালে এক পরিচারিণী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আসিয়া সমসেন নেহারকে কহিল যে মিসবোর খোজা ও অন্য দুই জন রাজ কর্মচারী অন্যান্য পরিচারক সমভিব্যাহারে দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, রাজা তাহারদিগকে কোন প্রয়োজনে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়া থাকিবেন। এই কথা শ্রবণ মাত্রে ইবনে তাহের বণিক্ ও পারস্য যুবরাজ একে-বারে বিবর্ণ ও কম্বিত কলেবর হইয়া ভাবিলেন বুঝি এই বার নষ্ট হইলাম কিন্তু রাজ রমণী ঐষদ্ধাস্য করিয়া তাহারদিগকে নানা প্রকার সান্ত্বনা করত দাসীকে বলিলেন যে তুমি মিসবোর ও অন্য দুই জন কর্মচারীকে লইয়া বসাত, আমি ততক্ষণ সাবধান হই, পরে তাহারদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিব। ইহা বলিয়া নাট্যশালার তাবৎ দ্বার ও গবাক্ষ রুদ্ধ করিয়া উদ্যানের দিগের বিচিত্র যবনিকা ফেলিতে আজ্ঞা করিলেন তৎপরে যুবরাজ ও ইবনে তাহেরকে নানা প্রকার ভরসা দিয়া ঐ স্থানে রাখিয়া বাহিরে আসিয়া আরও সকল দ্রব্য সাবধান করিয়া বাহিরের দালানে রোপ্য সিংহাসনে বসিয়া প্রধান খোজা ও তাহার অধীন কর্মচারিগণকে ডাকিতে আজ্ঞা করিলেন, তাহাতে মিসবোর ও বিংশতি জন কৃষ্ণবর্ণ খোজা তাহার সম্মুখে আসিল। খোজা সকল উত্তম পরিচ্ছদ যুক্ত এবং সকলের কটিদেশে চারি বুরুল পরিসর স্বর্ণ মণ্ডিত পটুকাতে একত্বে ভলওয়ার ঝুলান ছিল। মিসবোর ও তৎ সমভিব্যাহারিগণ রাজ প্রিয়ার সম্মুখে আসিততঃ দূর হইতে অভ্যস্ত নম্রতা পূর্বক নমস্কার করিতে লাগিল। রাজ প্রিয়তমা তাহারদিগকে দেখিয়া মন্তক নত করিলেন, পরে তাহারা নিকটে আসিলে রাজপ্রিয়া সিংহাসন হইতে উঠিয়া মিসবোরকে সম্বাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। খোজাধ্যক্ষ কহিল যে মহারাজ

আপনকার অদর্শনে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন, একারণ অদ্য রাত্রে এই স্থানে আগমন করিবেন এই কথা বলিতে আমাকে প্রেরণ করিলেন, আপনি প্রস্তুত হইয়া থাকুন । সমসেন নেহার রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া খোজাকে কহিলেন যে রাজাকে বলিও তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করাই আমার গৌরব অতএব তাঁহার অভির্থনার জন্য বিশেষ যত্ন করিব । ইহা বলিয়া বিশ্বস্ত পরিচারিণীকে গৃহ সজ্জা করিতে আজ্ঞা দিয়া খোজাকে বলিলেন যে ভূপতিকে কিঞ্চিৎ বিলম্বে আসিতে কহিও কেননা তিনি আসিয়া আয়োজনের কোন ক্রটি না দেখেন । ইহা শুনিয়া প্রধান যত ও তৎসঙ্গীগণ প্রস্থান করিল । তদনন্তর রাজরমণী পারশা যুবরাজ এবং ইবনে তাহেরকে কি রূপে বাটী হইতে বাহির করিয়া দিবেন তাহার চিন্তা করিতে তাহারদের নিকট সজ্জা নয়নে গমন করিলেন । রাজপুত্র কামিনীর বাষ্পাকুল নেত্রদর্শনে ব্যাকুল হইয়া কহিলেন হে প্রিয়ে আমাকে এস্থান হইতে প্রস্থান করিতে হইবে অনুমান করি এই কথা বলিতে তোমার আগমন হইতেছে, তাহা না হইলে নেত্র ধারা বহিত না, যাহা হউক, পরমেশ্বর যেন এই করেন যে তোমার বিরহে আমার প্রাণাবশেষ না হয় । সমসেন নেহার কহিল হে প্রিয়তম প্রাণোপম তোমার ও আমার অবস্থা চিন্তা করাতে আমার মনে কি প্রকার দুঃখের উদয় হইতেছে তাহা বলিতে পারি না, তুমি আমার অদর্শনে কাতর থাকিবে সে কথা মিথ্যা নহে, তথাপি তুমি পুনর্মিলনের আশায় তাহার সান্ত্বনা করিতে পারিবে, কিন্তু পরমেশ্বর আমাকে কি বিষম বিপদে নিরুপিত করিলেন আমি যে পরম প্রিয়তমকে আর দেখিতে পাইব না এমনত নহে, পরন্তু তোমার সহিত প্রণয় হওয়াতে যে ব্যক্তি বিষম হইয়াছে তাহার সহিত আমার কালক্ষেপ করিতে হইল । এই কথা বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস তঙ্গ পূরক রোদন করিতে লাগিলেন । রাজকুমার বিচ্ছেদ দুঃখে বচন শক্তি রহিত হইয়া থাকিলেন, কোন উত্তর করিতে পারিলেন না । ইবনে তাহের এই সময়ে এই চিন্তায়

মহা ব্যস্ত হইল যে কোন প্রকারে এস্থান হইতে দূরায় পলায়ন করিতে পারিলেই মঙ্গল অতএব তাহাদের উভয়কে আশ্বাস প্রদান পূর্বক সান্ত্বনা করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে রাজ-প্রিয়ার বিশ্বাসিনী পরিচারিণী হঠাৎ আসিয়া কহিল ঠাকুরাণি আর বিলম্বের কাল নাই, খোজাদিগের আগমন আরম্ভ হইয়াছে, রাজা এই ক্ষণেই আসিবেন। সমসেন নেহার এই বাতী অবশ্যে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক কহিলেন হা পরমেশ্বর বিচ্ছেদ কি কঠিন! তৎপরে দাসীকে কহিলেন যে সম্প্রতি ইহারদিগকে কুঠরির মধ্যে লুক্কায়িত করিয়া রাখ পরে অধিক রাত্রি হইলে অন্ধকারে খিড়কির দ্বার দিয়া বাহির করিয়া দিবা। ইহা বলিয়া রাজকুমারকে আলিঙ্গন করিয়া ভূপতিকে আনয়ন করিতে অগ্রসর হইয়া গেলেন, আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না। দাসী রাজরমণীর আজ্ঞানুসারে রাজপুত্র ও বণিককে উদ্যানের কুঠরিতে রাখিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।

কিঞ্চিৎ কাল পরে অকস্মাৎ তাবৎ উদ্যান আলোকময় দেখিয়া রাজপুত্র ও বণিক কুঠরীর গবাক্ষের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন তাহাতে দেখিলেন যে এক শত কৃষ্ণবর্ণ খোজা তৎ সংখ্যক মসাল ধরিয়া আসিতেছে তৎপরে রাজা আসিতেছেন তাঁহার দক্ষিণ পাশ্বে মিসবোর ও বাম পাশ্বে আর এক রাজ কন্মচারী। সমসেন নেহার রাজার আগমনাপেক্ষায় নানা ভূষণে ভূষিতা পরম রূপবতী সখীগণ সমভিব্যাহারে দ্বারে দণ্ডায়মানা ছিলেন এবং সখীগণ যন্ত্র বাদন পূর্বক মনোহর গান করিতেছিল। রাজা আসিবা মাত্র রমণী তাঁহার পদানন্ত হইলেন। রাজা প্রিয়ার সন্দর্শনে মোহিতান্তঃকরণ হইয়া তাহাকে ভূমি হইতে উঠাইয়া কহিলেন যে প্রিয়তমে আমি এত দিন তোমার দর্শনের অন্মোদে বঞ্চিত থাকিতে যে রূপ দুঃখিত ছিলাম তাহা বর্ণন করিতে অক্ষম। ইহা কহিয়া তাহার হস্ত ধারণ পূর্বক নানা প্রকার রসালাপ করিতে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া রোপ্য সিংহাসনে অধ্যাসীন হইলেন। রাজরমণীও তাঁহার সম্মুখে বসিলেন তৎ সহচরীগণ চতুর্দিকে

বেশন করিয়া বসিল এবং মসাল ধারী খোজারা শ্রেণিবদ্ধ হইয়া বাহিরে দাড়াইল তাহাতে যেমন দৃষ্টি সুখ তেমনি তাবৎ প্রাজ্ঞন আলোকময় হইল। রাজা বাটার শোভা ও উত্তম আলোক দেখিয়া মনে তুষ্ট হইলেন, কিন্তু নাট্যশালা বদ্ধ থাকিতে বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এই ঘর কি জন্য বদ্ধ আছে? ফলতঃ তাঁহাকে প্রতারণা করিবার জন্যই ঐ গৃহ বদ্ধ ছিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিবারাত্র দাসীগণ সেই গৃহের তাবদ্দ্বার মুক্ত করিয়া দিল তাহাতে রাজা দেখিলেন যে বাহিরে যেমন উত্তম আলোক ভিতরেও সেই রূপ, তদ্রূপ শোভা আর কখন তথায় দেখেন নাই, ইহাতে অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া কহিলেন হে প্রিয়ে তুমি রাজ্যকে দিবস করিতে পার এবং দিবাকে নিশা করিতে পার ইহা আমি এইরূপে বুঝিলাম। এই রূপ আলাপাদির পর রাজা এক সখীকে বীণা বাদন পূর্ব্বক গান করিতে আজ্ঞা করিলেন তাহাতে সখী প্রেম বিষয়ক সংগীতারম্ভ করিল। রাজা বিবেচনা করিলেন সমসেন নেহার আপন প্রেম পরিচয়ার্থ প্রেম বিষয়ক যে গীত রচনা করিয়া তাঁহাকে স্তন্যাইতেন ঐ গীতও সেই রূপ তাঁহার প্রেম পরিচায়ক হইবে কিন্তু ইহা রাজার নিতান্ত ভীতি কেননা ঐরূপে রমণীর মনে ভাবান্তর হইয়াছিল। অপর রাজপুত্রিয়া এবনে বেকারকে প্রাণ সমর্পণ করিয়া তৎকালেও তাঁহাকেই অন্তঃকরণে ধ্যান করিতেছিলেন তাহাতে কটক তুল্য রাজাকে সম্মুখে দেখিয়া শোকে মূর্ছাপন্ন হইলেন এবং শেষে তাঁহার ঈদৃশ দশা হইল যে ধরাবিলুপ্তি হন সুতরাং সখীগণ ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে নাট্যশালায় লইয়া গেল।

ইবনে তাহের গবাক্ষ দ্বার দিয়া এই ঘটনা দেখিয়া সুব-রাজের প্রতি নেত্রপাত করত দেখিল যে তিনিও রাজরমণীর মূর্ছা দর্শনে একেবারে স্তম্ভ রহিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া আছেন তাহাতে বণিক সম্পূর্ণ বিপদ ভাবিয়া মহা ব্যাকুল হইল এমত সময় সেই দাসী উর্দ্ধ্বাঙ্গে আসিয়া কহিল আইস শীঘ্র করিয়া আইস, আমি তোমারদিগকে এই সময় বাহির করিয়া দেই। ওখানে সর্বনাশ উপস্থিত, দেখ, অদ্যই নুবি

আমারদিগের জীবন শেষ হয়। ইবনে তাহের কহিল এখন আমাদিগকে তুমি কি পুকারে লইয়া যাইবে, এখানে আসিয়া দেখ যুবরাজ কি অবস্থায় আছেন। পরিচারিণী দেখিল যে যুবরাজ মূচ্ছাপন্ন, স্নান জ্ঞান কিছুই নাই, অতএব স্বরায়জল আনিয়া তাহার মুখে দিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে যুবরাজের চৈতন্য হইলে ইবনে তাহের তাঁহাকে কহিল যদি আমরা এখানে আর অধিক কাল থাকি তবে নিশ্চয় প্রাণ হারাইব অতএব আইস শীঘ্র এস্থান পরিত্যাগ করিয়া প্রাণ রক্ষার পস্থা দেখি। রাজনন্দন তখনও উত্থানশক্তি রহিত কিন্তু কি করেন, ইবনে তাহের এবং দাসীকে অবলম্বন করিয়া চলিলেন। দাসী এক ক্ষুদ্র লৌহ দ্বার মুক্ত করিয়া উদ্যান সংলগ্ন টিগ্রিস নদীর এক খালের কূলে তাহাদিগকে লইয়া গিয়া তথায় করতালি দিবা মাত্র এক ব্যক্তি এক খান ক্ষুদ্র নৌকা লইয়া দাঁড় বাহিতে বাহিতে আইল। যুবরাজ এবনে বেকার ও বণিক ইবনে তাহের সেই নৌকায় আরোহণ করিলে ভূপাল তনয় এক হস্ত রাজবাটীর দিগে বিস্তুত করিয়া কহিলেন হে প্রেয়সি তুমি আমার বিশ্বস্ততা এই হস্তে গ্রহণ কর এবং অন্য হস্ত বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিয়া কহিলেন যে এই হৃদয়ে তুমি যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়াছ তাহা চিরকাল উদ্দীপ্ত থাকিবে। রাজপুত্র এই কথা বলিতে থাকিলেন কিন্তু নাবিক নৌকা বাহিয়া চলিল এবং দাসীও খালের ধার দিয়া তাহারদের সঙ্গে কতক দূর পর্যন্ত চলিল, পরে নৌকা টিগ্রিস নদীতে পড়িলে সে বিদায় হইয়া আসিল।

রাজকুমার অত্যন্ত হতাশ হইয়া থাকিলেন, ইবনে তাহের তাঁহাকে নানা প্রকার সাহস দিতে লাগিল, পরে নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিলে উভয়ে তটে উঠিলেন, কিন্তু যুবরাজ তৎকালেও এমত দুর্বল যে চলৎ শক্তি রহিত, ইহাতে কোন উপায় না দেখিয়া ইবনে তাহের কষ্ট সূত্রে তথায় তাহার এক বন্ধুর বাটীতে তাঁহাকে লইয়া গেল। তাহার বন্ধু তাহারদিগের সম্মান পূর্বক অভ্যর্থনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে এত

রাজি কোথায় ছিল। ইবনে তাহের বলিল যে আমি এক ব্যক্তির নিকট অনেক টাকা পাইব, সে কোন দূর দেশে গমন করিবে এই জন্য তাহার নিকট গমন করিয়াছিলাম এবং এই যুবক ব্যক্তিও আমার সমভিব্যাহারে গিয়াছিলেন কিন্তু প্রত্যাগমন কালে পথি মধ্যে অকস্মাৎ পীড়া হওয়াতে আপনকার বাটীতে আসিলাম আপনি এখানে অনুগ্রহ পূর্বক আমার দগকে অদ্য রাজি বাসের জন্য কিঞ্চিৎ স্থান দান করুন। এই সকল কথা শুনিয়া তাহার বন্ধু তাহার দিগকে এক কুঠরী ছাড়িয়া দিল। সেই খানে রাজপুত্র ও বণিক শয়ন করিলেন। যুবরাজের নিজা হইল বটে, কিন্তু সমসেন নেহারের মূর্ছা ও তরুণ আর আর স্বপ্ন দেখিয়া প্রায় সমস্ত রাজি অত্যন্ত ক্লেশে গেল। এবং ইবনে তাহের কখন অন্যত্র রাজি প্রবাস করে নাই, তাহাকে না দেখিয়া তাহার পরিবারেরা ভাবিতেছে এই ভাবনায় অতিশয় ব্যস্ত থাকাতে সে প্রায় সমস্ত রাজি মধ্যে চক্ষু মূদ্রিত করিতে পারিল না। অতএব পরদিন অতি প্রত্যয়ে বন্ধুর নিকটে বিদায় হইয়া বাটী আসিল। যুবরাজ পদবুজে তাহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়া আসাতে শ্রমে আরও কান্ত হইয়াছিলেন অতএব সেই স্থানেই এক পর্যাস্থে শয়ন করিয়া থাকিলেন।

যুবরাজের পীড়ার সম্বাদ শুনিয়া তাহার বন্ধু বাস্কব গণ তাহাকে দেখিতে আসিল, সে দিবস তিনি তদবস্থাতেই থাকিলেন, কিন্তু উত্তরোত্তর তাহার পীড়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়াতে ইবনে তাহের তাহাকে তৎপর দিবস বাটীতে লইয়া গেল, এবং সেখানে নিজ্জনে তাহাকে নানা মত বুঝাইয়া বলিল যে এই প্রেমে শেষে তোমার কিয়া তোমার প্রিয়ার মঙ্গল ঘটবে না অতএব কান্ত থাকাই পরামর্শ। রাজকিশোর কহিলেন হে প্রিয় ইবনে তাহের তুমি যে পরামর্শ কহিতেছ তাহা উত্তম বটে কিন্তু তুমি জানিও যে পরামর্শ দেওয়া কঠিন নহে, তদনুরূপ চলাই কঠিন, সে যাহা হউক, তুমি আমার প্রতি এই অনুগ্রহ করিও যদি প্রাণপ্রিয়া সমশেষ নেহারের কোন সম্বাদ পাও তবে আমাকে তাহা তৎক্ষণাৎ

জানাইও তাহা হইলেও আমি কৃতার্থ হইব কেননা তাঁহাকে মূচ্ছিতা দেখিয়া আসাতেই আমি এই দরবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি যন্নিমিত্ত তুমি আমাকে এত ভৎসনা করিতেছ। ইবনে তাহের কহিল তন্নিমিত্ত চিন্তা করিবেন না, রাজপ্রিয়ার কোন এক জন কিস্করী আসিলেই সকল বিষয় জ্ঞাত হইয়া মহাশয়কে বিস্তারিত রূপে বিদিত করিব তাহাতে ত্রুটি হইবেক না।

ইবনে তাহের রাজকুমারকে এবম্প্রকার প্রবোধ দিয়া স্বাবাসে আগমন পূর্বক সময়েন নেহারের দাসীর আগমন প্রতীক্ষায় রহিল কিন্তু সে দিবস নিরর্থক গেল এবং তৎ পরদিনের মধ্যেও রাজপ্রিয়ার কোন পরিচারিণী আসিল না, ইহাতে আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া যুবরাজ কি অবস্থায় আছেন তাহা দেখিতে গেল। ইবনে তাহের যুবরাজের নিকট গিয়া দেখিল যে তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া আছেন তাহার বন্ধু বান্ধব গণ বহু চিকিৎসক আনিয়া তাঁহার রোগের নিদান সন্ধান করিতেছেন। ঐ সকল ব্যক্তি ক্রমে তথা হইতে প্রস্থান করিলে ইবনে তাহের রাজকুমারের শয্যার নিকটে গিয়া নিঃস্বপ্নে জিজ্ঞাসা করিলেন যে আপনাকে যে রূপ দেখিয়া গিয়া ছিলাম তখন অপেক্ষা এক্ষণে কিরূপ আছেন। যুবরাজ কহিলেন যে আমার রিপু ক্রমেই বলবান হইয়া উঠিতেছে, বন্ধুগণের ব্যাকুলতায় বৈদ্যরা যে ঔষধ প্রয়োগ করিতেছেন তাহাতে কোন কার্য দর্শিতেছে না। সময়েন নেহারের দাসীর সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইয়া ছিল কি না এবং সে তোমাকে কি কহিয়াছে। ইবনে তাহের কহিল তাঁহার কোন লোকের সহিত আমার এপর্যন্ত সাক্ষাৎ হয় নাই। এই অমঙ্গল বার্তা শ্রবণমাত্র যুবরাজের দুইচক্ষুতে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল ও অত্যন্ত মনোদুঃখে কতকক্ষণ পর্যন্ত মুখ হইতে বাক্য ন্যূর্ত্তি হইল না, পরে স্থির হইয়া বলিলেন হে জ্ঞানি ইবনে তাহের আমি মনের কথা প্রকাশ করণে নিজেকে নিষেধ করিতে পারি কিন্তু সময়েন নেহারের বিপদ অবশ্যে যে নয়ন নীর নিগত হয় তাহা কোন রূপে নিবারণ করিতে পারি না, যদি



সেই প্রাণোপমা প্রিয়া ইহ লোক ত্যাগ করিয়া থাকেন তবে মুহূর্ত্তেকও আমি প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না। ইবনে তাহের কহিল আপনি একপ ক্লেশ কর চিন্তা ত্যাগ করুন, সম-  
শেন নেহার জীবিতা আছেন তাহাতে সন্দেহ নাই, কেবল অনাবশ্যক বোধে কোন সম্বাদ প্রেরণ না করিয়া থাকিবেন, কিন্তু অদ্যই তাহার সমাচার প্রাপ্ত হইতে পারিব।

ইবনে তাহের অব্যবস্থিত বিবিধ সান্ত্বনা বাক্য কহিয়া বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় বাটীতে আগমন করিল তাহার কিঞ্চিৎ কাল পরেই সমসেন নিহারের বিশ্বাসিনী দাসী বিমর্শ বদনে তাহার নিকটে আসিল। বণিক তাহাকে দেখিবামাত্র রাজপ্রেষসীর সম্বাদ জিজ্ঞাসা করিল তাহাতে দাসী কহিল অগ্রে যুবরাজের সম্বাদ কহ, তিনি অতি দূরবস্থায় আসিয়াছেন এক্ষণে কিরূপ আছেন আমি তাহাই জানিতে আসিয়াছি। ইহা শুনিয়া ইবনে তাহের সমস্ত বৃত্তান্ত কহিল তাহার পরে দাসী বলিল যুব-  
রাজ ঠাকুরাণীর জন্য যেকপ ক্লেশ পাইয়াছেন ও পাইতেছেন ঠাকুরাণীও তাঁহার নিমিত্তে সেই রূপ ক্লেশ না পাইতেছেন এমত নহে কেননা আমি আপনাদিগের নিকট হইতে বিদায় হইয়া গিয়া দেখিলাম যে রাজপ্রিয়া সেই প্রকার মূর্ছিতা-  
বস্থায় আছেন, কোন প্রকারে তাঁহার মূর্ছা ভঙ্গ হয় না, এবং রাজা অত্যন্ত শোকাবুল চিত্তে তাঁহার নিকট বসিয়া আছেন। দুই প্রহর রজনী পর্য্যন্ত এই রূপে গেল তৎপরে তাঁহার কিঞ্চিৎ চৈতন্যোদয় হইলে রাজা পরমানন্দিত হইয়া তাঁহাকে পীড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতে সমসেন নেহার পদ চুষন করিয়া কহিলেন হে রাজেন্দ্র আমার প্রতি আপনি যে রূপ কৃপাবান তাহাতে আপনার চরণ তলে আমার মর্ষণ হইল না এই বড় আক্ষেপ রহিল। রাজা বিবে-  
চনা করিলেন যে সমশেন নেহার তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসে এই জন্য ঐ ঘটনা হইল, অতএব তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন হে প্রেষসি তুমি প্রেমে অত্যন্ত উন্মত্ত হইও না ইহাতে প্রাণ সংশয়ের সম্ভাবনা, প্রাণ থাকিলে প্রেমাভাব হইবে না।



যাহাহউক, তোমাকে পুনর্বার সুস্থাবস্থায় দেখিয়া আমি পর-  
 মাছাদিত হইলাম, কিন্তু অদ্য রাজিতে তুমি এই স্থানেই  
 শয়ন করিয়া থাক, অন্যত্র উঠিয়া যাইও না, কেননা শরীর  
 চালনে পুনর্বার পীড়া বৃদ্ধির সম্ভাবনা। তদনন্তর তাঁহার বলা-  
 ধান করণাভিলাষে কিঞ্চিৎ মদ্য পান করাইতে আজ্ঞা দিয়া  
 নৃপতি নিজ পুরীতে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজার প্রস্থানানন্তর  
 রাজরমণী আমাকে নিকটে ডাকিয়া অত্যন্ত ব্যগ্রতা পূর্বক  
 আপনাদিগের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাশয়েরা নিবিঘ্নে  
 গমন করিয়াছেন এতদ্বারা আমার প্রমুখাৎ শুনাতে তাঁহার কতক  
 পীড়া দূর হইল। পরদিন রাজাজ্ঞানসারে রাজ চিকিৎসক  
 সকল আসিল। তৎপরে রাজাও স্বয়ং আসিলেন কিন্তু বৈদ্য  
 গণ ব্যামোহ নিকূপণ করিতে না পারিয়া যে সকল ঔষধের  
 ব্যবস্থা করিল তাহাতে রাজপ্রিয়ার কোন উপকার হইল না  
 বরঞ্চ রাজাকে দেখিয়া পীড়া আরো বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।  
 যাহাহউক, রাজপ্রিয়া গত রাজিতে কিঞ্চিৎ সুস্থ ছিলেন, এবং  
 অদ্য সুপোখিতা হইয়াই পারশ্য যুবরাজের সম্বাদ জানিবার  
 কারণ আমাকে প্রেরণ করিলেন। ইবনে তাহের কহিল যে তাঁহার  
 তাবৎ বৃত্তান্ত আমি তোমাকে অগ্রেই কহিয়াছি অতএব তুমি  
 গিয়া ঠাকুরাণীকে বল যে তিনি যেমন যুবরাজের সম্বাদ প্রাপ্তার্থ  
 উদ্ভিগ্না, রাজপুত্রও তাঁহার সম্বাদ পাইবার কারণ তদ্রূপ।  
 ইবনে তাহের ঔখনি যুবরাজের আবাস হইতে আসিয়াছিল  
 কোন কর্মানুরোধে তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট যাইতে না পারিয়া  
 অপরাহ্নে গেল। রাজপুত্র তৎকালে একাকী এবং প্রাতঃ-  
 কালাপেক্ষা কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়াছিলেন। ইবনে তাহেরকে  
 দেখিয়া মাত্র কহিলেন, হে ইবনে তাহের তোমার অনেক বন্ধু  
 আছে কিন্তু সকলে তোমার অসাধারণ গুণ অবগত নহে,  
 আমার এই দুরবস্থায় তুমি আমার হিতার্থে যে বস্ত্র ও পরিভ্রম  
 করিতেছ তাহাতে আমি তোমার গুণজ্ঞ ও নিতান্ত বশীভূত  
 হইয়াছি, এবং তজ্জন্য তোমার নিকটে কিছু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ  
 করিব তাহা স্থির করিতে পারি নাই। ইবনে তাহের কহিল

মহাশয় একপ কহিবেন না, আমার আপন চক্ষু দিয়া যদি আপনকার চক্ষু রক্ষা হয় কেবল তাহাই করিব এমত নহে আপন-  
কার প্রাণ রক্ষার্থে প্রাণ দান করিতেও উদ্যত আছি। কিন্তু  
এক্রমে সে কথায় প্রয়োজন নাই, রাজরমণীর পরিচারিণী অদ্য  
আমার নিকট আসিয়া ছিল সে যে২ কথা কহিল তাহা শ্রবণ  
করুন, ইহা বলিয়া দাসীর সঙ্গে যে২ কথা হইয়া ছিল তাহা  
সমুদায় কহিল। রাজপুত্র তাহা শ্রবণ করিয়া আনন্দে পুলকিত  
ইহলেন পরে কথোপকথনে অধিক রাজি হইবাতে রাজকিশোর  
সে রাজি বণিক্কে নিকটে রাখিলেন। পর দিবস প্রাতে ইবনে  
তাহের স্বভবনে প্রত্যাগমন করিলে সম্মুখে নেহারের দাসী  
তাহার নিকটে আসিয়া কহিল যে ঠাকুরাণী আপনাকে নম-  
স্কার কহিয়া এই পত্র খানি পারস্য যুবরাজকে দিতে কহিয়া-  
ছেন। এই কথা শ্রবণ মাত্র ইবনে তাহের লিপি সহিত দাসীকে  
সঙ্গে লইয়া যুবরাজের সমীপে গমন করিল এবং তাহার  
বাটোতে গিয়া দাসীকে বৈঠক খানায় রাখিয়া স্বয়ং রাজপুত্রের  
আগারে প্রবেশ করিল। রাজকিশোর জিজ্ঞাসা করিলেন হে  
ইবনে তাহের কি সম্বাদ আনিয়াছ। ইবনে তাহের কহিল  
অত্যন্ত সমাচার আনিয়াছি, আপনি আপনার প্রিয়াকে  
যে রূপ ভাল বাসেন তিনিও আপনাকে সেই রূপ ভাল-  
বাসেন। তাহার দাসী এক পত্র লইয়া আসিয়াছে, আজ্ঞা  
হইলে তাহাকে এখানে আনি। রাজপুত্র এতৎ শ্রবণে হর্ষে  
পুলকিত হইয়া বলিলেন উহাকে এখনি আমার সম্মুখে আহ্বান  
কর, এই কথা বলিয়া শয্যাতে উঠিয়া বসিলেন। পরে ভৃত্য-  
গণ তথা হইতে গমন করিলে ইবনে তাহের দ্বার অবরুদ্ধ  
করিয়া দাসীকে অভ্যন্তরে আনিল। রাজকুমার দাসীর বথেষ্ট  
সমাদর করিলেন। পরিচারিণী আসিয়া প্রণামানন্তর কহিল  
মহাশয় সেই নিশাভাগে নৌকারোহণ পূর্বক আগমন করিয়া  
তদবধি অনেক ক্লেশ ভোগ করিতেছেন ইহা আমি জানিলাম  
কিন্তু অনুমান করি যে এই লিপি পাঠে এক্ষণে সুস্থির চিত্ত  
হইতে পারিবেন। ইহা বলিয়া রাজপ্রিয়ার পত্র তাঁহার হস্তে

দিল। রাজপুত্র পত্র গ্রহণ পরঃসর কএক বার চুম্বন করিলেন তৎপরে খুলিয়া পাঠ করিলেন, কিন্তু এক বার পাঠে অর্থ বোধ না হওয়াতে পুনরায় মনোনিবেশ পূর্বক পড়িতে লাগিলেন এবং পাঠ করিতে কখন দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ কখন রোদন ও কখন অভ্যন্ত ইর্ষ্যাসা করিলেন। অনন্তর প্রিয়-তমার হস্তাকর দর্শনে নেত্রকে অন্তর করিতে না পারিয়া পত্র খানি আরো এক বার পাঠ করিলেন। তৃতীয় বার পাঠ হইলে পর ইবনে তাহের কহিল অনেক ক্লণ হইল দাসী আসিয়াছে আর অপেক্ষা করিতে পারে না, মহাশয় যে উত্তর দিবেন তাহা লিখিয়া দিয়া শীঘ্র বিদায় করুন। রাজনন্দন কহিলেন আমাকে এখনি এই পত্রের উত্তর দিতে বলিতেছ কিন্তু এই অনুগ্রহ পত্রীর প্রত্যুত্তর হঠাৎ কি প্রকারে দেই, এবং কি কথা লিখিয়া মনের দঃখ সম্যক প্রকারে প্রকাশ করি। এই ক্লণে সহস্র চিন্তাতে আমার চিত্ত অস্থির আছে এক ভাবনা করিতে অন্য চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয়, ইহাতে কি রূপেই বা লেখনী ধারণ করি। তদনন্তর কাগজ কলম ও মস্যাধার বাহির করিয়া রাজপ্রিয়সীর পত্র খানি ইবনে তাহেরের হস্তে দিয়া বলিলেন তুমি এই পত্র ধরিয়া থাক আমি দেখিয়া যে বিষয়ের উত্তর লিখিতে হয় তাহা লিখি, ইহা বলিয়া লিখিতে লাগিলেন। পত্র লিখিতে রাজকুমারের বারবার অশ্রু ধারা বহিতে লাগিল তাহাতে এক বার লেখনী স্থগিত থাকিল, এই রূপে লিপি সমাপন করিয়া ইবনে তাহেরের হস্তে পত্র দিয়া কহিলেন দেখ দেখি হইয়াছে কি না, আমার চিত্ত অতিশয় অস্থির কি লিখিতে কি লিখিয়াছি বিবেচনা করিতে পারিতেছি না। ইবনে তাহের পত্র পাঠ করিয়া বলিল উত্তম হইয়াছে ইহাই পাঠাইয়া দেউন। রাজপুত্র তখন পত্র মোহর করিয়া দাসীর হস্তে দিলেন। দাসী পত্র লইয়া গমন করিল এবং ইবনে তাহেরও সেই সঙ্গে বিদায় হইল।

ইবনে তাহের স্বভাবনে আসিয়াও রাজকুমারের ঐ আশঙ্কিতে পরিণামে কি কল হইবেক এতদ্বিষয়ের চিন্তা করিতে

লাগিল, আর মনে করিল যে সমসেন নেহার এবং রাজকিশোর যদিও এইক্রমে পত্রাদি লিখন প্রেরণ অতি সংগোপনে করিতেছেন কিন্তু উত্তর কালে এসকল অব্যক্ত থাকিবেন না। অপরাধ সমসেন নেহার সীমান্য স্ত্রী নহে, তাহা হইলে কোন চিন্তাই ছিল না, তিনি রাজার প্রিয়তমা। রাজা এসমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিলে কেবল সেই রমণীই তাঁহার কোপে পড়িবেন এমন নহে, যুবরাজের প্রাণ রক্ষাও তাঁর হইবে এবং মধ্যে থাকিয়া আমিও মারা পড়িব, অতএব ইহার মধ্যে থাকিয়া আমি কেন প্রাণ হারাই, আমার ধন প্রাণ যাহাতে রক্ষা হয় তাহা করাই কর্তব্য। বণিক্ এই রূপ চিন্তাতে সমস্ত দিন চিন্তিত থাকিয়া পরদিন প্রাতে রাজপুত্রের বাটীতে গিয়া তাঁহাকে সমসেন নেহারের প্রেমে বিরক্ত করণাভিপ্রায়ে নানা প্রকার উপদেশ দিল, কিন্তু সকলই বৃথা হইল, রাজকিশোর তাঁহাকে কহিল, হে ইবনে তাহের সমসেন নেহার আমাকে অতিশয় ভালবাসেন, আমি তাহাকে ভালবাসিব না ইহা কি কখন হইতে পারে, আর সে আমার জন্য যখন প্রাণ দিতে উদ্যত তখন আমার কি এই উচিত হয় যে আমি আপন প্রাণের মমতা করি, আমি কদাচ তাহার প্রেমে বিরক্ত হইতে পারিব না, ইহাতে আমার অদৃষ্টে যাহা থাকে হউক। রাজকুমারের এই প্রকার আশ্রয়ে ইবনে তাহের মনেও বিরক্ত হইয়া আপনার বাটীতে আসিল। পরে গৃহে বসিয়া কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ের বিবেচনা করিতেছে এমন সময়ে রত্ন ব্যবসায়ি তাহার পুত্র প্রিয়তম এক বন্ধু তাহার নিকটে আসিল। সমসেন নেহারের দাসী ইবনে তাহের বাটীতে পূর্বাপেক্ষা তখন অধিক বায় যাতায়াত করিত আর ইবনে তাহেরও পারশ্য রাজপুত্রের আবাসে সর্বদা যাইত ঐ রত্নবণিক তাহা দেখিয়াছিল, এবং যুবরাজের পীড়ার কথাও জ্ঞাত হইয়াছিল, অতএব ইবনে তাহেরকে চিন্তা যুক্ত দেখিয়া সন্দেহ প্রযুক্ত জিজ্ঞাসা করিল যে তোমাকে এত চিন্তা যুক্ত কেন দেখিতেছি, সমসেন নেহারের দাসী তোমার নিকটে সর্বদা গমনাগমন করে, অদ্বান্তরে কোন গুরুতর ব্যাপার আছে

না কি? ইবনে তাহের এই প্রশ্নে চমকিয়া উঠিল, কিন্তু স্বর্গ উত্তর না করিয়া কহিল যে সে কোন সামান্য কর্মের জন্য আসিয়া থাকে। রত্নবগিক্ কহিল, না তুমি আমাকে প্রকৃত কথা বলিলে না, তোমার কথার আভাসে বুঝিলাম সেটা সামান্য কর্ম নহে কোন গুরুতর ব্যাপার হইবে, সেই জন্য দামী যাতায়াত করে আমাকে বলাতে হানি কি। ইবনে তাহের তখন আর গোপন রাখিতে না পারিয়া বন্ধুর অনুরোধে কহিল, হে ভাই তাহা যথার্থই গুরুতর বিষয় বটে কিন্তু তোমাকে বলিতেছি কদাচ ব্যক্ত করিও না। ইহা বলিয়া সমসেন নেহার এবং পারশ্য সুবরাজের প্রেমের সমস্ত বিবরণ তাহাকে কহিয়া শেষে কহিল যে এই নগরস্থ ধনি গুণি সকল লোকে আমার কি প্রকার সম্মন করে তাহা তুমি জান অতএব এ বিষয় প্রচার হইলে আমার যে অপমান সম্ভাবনা তাহা বিবেচনা করিয়া দেখ ইহাতে আমি সপরিবারে মারা যাইব এমন সম্ভাবনা একারণ অত্যন্ত ব্যাকুল আছি এবং মনে এই স্থির করিয়াছি যে শীঘ্রই মহাজন দিগের ঋণ শোধ এবং প্রাপ্য মূদ্রা সংগ্রহ করিয়া বানসোরা দেশে গমন করিব, যে পর্য্যন্ত এই বিষয়ের একটা শেষ না হইয়া যায় তাবৎ পর্য্যন্ত সেস্থানে থাকিব এখানে আসিব না। রত্ন ব্যাবসায়ী এই সকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া কহিল যে এবিষয় গুরুতর বটে তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু সমসেন নেহার এবং যবরাজ কেন এমন প্রেমে বদ্ধ হইলেন, তাহাদের এমন রিপূকে দমন করাই উচিত ছিল তাহা না স্মরণে তাঁহারদিগের জ্ঞানাক্রান্ত প্রকাশ পাইতেছে, এবং ইহাতে শেষে অনর্থক পতি হইবে সন্দেহ নাই, অতএব তুমি এ বিপদ জাল হইতে উদ্ধারের যে কল্পনা করিয়াছ তাহা সৎ কল্পনা বটে। এই কথা আরও অনেক কথা বলিয়া জহরী বিদায় হইল, আর যাইবার কালে বলিয়া গেল যে একথা প্রাণান্তেও প্রকাশ করিব না।

অনন্তর তাহার দুই দিবস পরে ঐ রত্ন বগিক্ ইবনে তাহেরের দোকানে গিয়া দেখিল যে দোকান বন্ধ, ইহাতে অনমান

করিল সে প্রস্থান করিয়াছে, পরন্তু মনের সন্দেহ দূর করণার্থ তত্রস্থ এক জন প্রতিবাসিকে জিজ্ঞাসা করিল যে ইবনে তাহের কোথায় গিয়াছে? সে সবিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞানিত না অনুমানে কহিল বোধ হয় তিনি বাণিজ্যার্থ স্থানান্তরে গমন করিয়া থাকিবেন। ইহা শুনিয়া রত্নবণিক রাজপুলের বাটীতে গমন করিল। যুবরাজের সহিত ঐ রত্নবণিকের বিশেষ আলাপাদি ছিল না, তবে কখনো দ্রব্যাদি বিক্রয় করাতে পরিচয় মাত্র ছিল। রত্নবণিক যুবরাজের আনয়ে গিয়া ভৃত্য দ্বারা সম্বাদ করিলে যুবরাজ তাহাকে সমাদর পূর্বক নিকটে আহ্বান করিয়া কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। রত্নবণিক কহিল যদিও আপনকার সহিত আমার বিশেষ আলাপ নাই তথাপি কোন গুরুতর সম্বাদ আনিয়া আপনকার কন্ঠে আমার প্রসঙ্গ দর্শাইবার বাঞ্ছায় নিকটে আসিয়াছি, ইবনে তাহের বণিকের সহিত আমার দৃঢ় প্রণয় আছে, এবং তাহাতে আমাতে অভেদ অন্তর এজন্য তাহার প্রমথ্য আপনকার যথেষ্ট সূখ্যাতি শুনিয়াছি, কিন্তু আমি এই মুহূর্তে তাহার দোকানে গিয়া দেখিলাম যে দোকান বন্ধ আছে, এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল যে দুই দিবস হইল ইবনে তাহের বানসোরায় গমন করিয়াছে, সে কথায় আমার প্রত্যয় না হওয়াতে মহাশয়ের সমীপে আসিলাম, বোধ করি তাহার ইচ্ছা গমনের কারণ আপনি অবগত থাকিতে পারেন। জহরী আপন অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য এই সকল কথা বলিল কিন্তু রাজ কিশোর তাহা শুনিয়া অত্যন্ত বিমর্শ হইয়া কহিলেন, কি ইবনে তাহের এখান হইতে গিয়াছে? আমি অতিশয় দুঃখিত হইলাম। ইহা অপেক্ষা আমার আর দুঃখের বিষয় নাই এই কথা বলিয়া ক্রণেক কাল অধো বদনে থাকিলেন তৎপরে এক জন ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন যে ইবনে তাহেরের বাটীতে গিয়া শীঘ্র জিজ্ঞাসা করিয়া আইস তিনি কোথায় আছেন। কিন্তু রত্নবণিক গিয়া কিঞ্চিৎকাল পরে আসিয়া কহিল যে ইবনে তাহেরের এক লোকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে সে কহিল দুই দিবস হইল তিনি বানসোরায় গমন করি-

ফ্লাছেন । ঐ ভৃত্য আর কহিল যে তাঁহার বাটী হইতে প্রত্যাগমন  
 কালে অতি সুবেশা এক দাসীর সহিত পথি মধ্যে সাক্ষাৎ  
 হইল, সে আঁমার্কৈ জিজ্ঞাসা করিল যে আমি মহাশয়ের দাস  
 কি না, সে আমার সঙ্গে আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে,  
 মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাঞ্ছা করে এবং তাহার  
 হস্তে কোন সম্ভ্রান্ত লোককে দেওনার্থে এক লিপি দেখিলাম ।  
 যুবরাজ বিবেচনা করিলেন সে সে সমশেন নেহারের দাসী না  
 হইয়া যায় না অতএব তখনি তাহাকে ডাকিতে আঁকা করি-  
 লেন । দাসী আসিয়া মাত্র রাজপুত্র তাহাকে যথেষ্ট সমাদর  
 করিলেন । রত্ন বণিক তাহাকে দেখিয়া তথা হইতে উঠিয়া অন্য  
 এক ঘরে গিয়া বসিল । পরে অনেক ক্রণ পর্যন্ত দাসীর সঙ্গে  
 সুবরাজের কথোপকথন হইলে দাসী বিদায় হইয়া গেল তাহাতে  
 রত্নবণিক পুনর্বার রাজপুত্রের নিকট আসিয়া ঐষদ্ধাস্য পূর্বক  
 কহিল রাজবাটীতে বৃষ্টি আপনকার কোন গুরুতর ব্যাপার  
 চলিতেছে । রাজকুমার এই কথায় চমৎকৃত ও ভয়ান্ত হইয়া  
 জিজ্ঞাসা করিলেন এ কথা তুমি কি জন্য বলিলে । রত্নবণিক  
 বলিল যে দাসী এইক্রমে গমন করিল এখানে তাহার যাতায়াত  
 দেখিয়া ইহা বলিলাম, তাহাকে অনেক বার এগাটীতে আসিতে  
 দেখিয়াছি । যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন সে কাহার দাসী ।  
 বণিক কহিল সে সমশেন নেহারের দাসী তাহাকে কতবার ইহনে  
 তাহেরের নিকট আসিতে দেখিয়াছি এবং তাহাকে রাজমো-  
 হিনী সকল কন্মে বিশ্বাস করেন তাহাও আমি জ্ঞাত আছি ।  
 জহুরির এই কথাতে যুবরাজ কি উত্তর করিবেন কিছুই স্থির  
 করিতে না পারিয়া স্তব্ধ হইয়া থাকিলেন কতক ক্রণ পরে  
 তাহাকে কহিলেন তুমি যাহা কহিলা ইহাতে বোধ হইতেছে  
 তুমি এরিষয়ের অধিক সজ্ঞান রাখ অতএব আমাকে সকল কথা  
 প্রকাশ করিয়া বল । এই কথা শুনিয়া জহুরী নীহা জানিত সমু-  
 দয় রাজপুত্রকে বলিল, এবং ইবনে তাহেরের স্থলাভিষিক্ত হইয়া  
 তৎ কন্মে প্রবৃত্ত হইতে চাহিল । যুবরাজ তাহাতে অনেক তর্ক  
 বিতর্ক করিয়া অবশেষে সন্মত হইলেন । পরে রত্নবণিক রাজ-



শ্রেয়সীর সমীপে পত্রাদি প্রেরণ কি রূপ সুযোগে চলিবে এই বিষয়ে অনেক ক্রণ পর্য্যন্ত পরামর্শ করিয়া বিদায় হইল, আর গমন কালে বলিয়া গেল যে আমার প্রতি সম্মুখ রূপে বিশ্বাস করিবেন কোন চিন্তা নাই ।

রত্ন ব্যবসায়ী বাটী গমন কালে দেখিল কোন ব্যক্তির প্রকৃষ্ট এক খানি পত্র পথি মধ্যে পড়িয়া আছে এ লিপিতে মুদ্রাস্কন ছিল না অতএব পত্র খানি তুলিয়া লইয়া পাঠ করিল । রত্নজীরী ও রাজকিশোর যখন কথোপকথন করিতেছিলেন তৎ কালে সমসেন নেহারের দাসী আপন কর্মীর নিকটে গিয়া ইবনে তাহেরের গমন সম্বাদ কহিয়াছিল তাহাতে রাজশ্রেয়সী অতিশয় ব্যাকুলা হইয়া অন্তবাস্ত্বে এ পত্র খানি লিখিয়া তখন রাজপুত্রের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিচারিণী অসাবধানতা প্রযুক্ত তাহা পথিমধ্যে ফেলিয়া গিয়াছিল । পত্র পাঠ হইলে রত্ন বণিক্ দেখিল যে সেই দাসী অত্যন্ত ব্যর্থ চিন্তা হইয়া পথিমধ্যে ইতস্তত পত্র অন্তর্বেশন করিতে আসিতেছে ইহাতে রত্নজীবী পত্র পুনর্বার খুলিয়া দেখিতে আপনার বন্ধুত্বের বস্ত্র মধ্যে রাখিল । দাসী তাহা দেখিতে পাইয়া তাহার নিকটে গিয়া কহিল মহাশয় আমি এক খণ্ড লিপি ভ্রম প্রযুক্ত পথে ফেলিয়া গিয়াছি সংপ্রতি দেখিলাম যে আপনি তাহা পাইয়া বন্ধুত্বের বস্ত্র মধ্যে রাখিলেন অতএব অনুগ্রহ করিয়া তাহা আমাকে দেউন । বণিক্ তাহার বাক্য শুনিয়াও অশ্রুতবৎ তুচ্ছ করিয়া আপন মনে গমন করিতে লাগিল, দাসীও তাহার পশ্চাৎ চলিল । পরে বণিক্ বাটী গিয়া আপন মন্দিরে উপবেশন করিলে দাসী তাহার নিকটে গিয়া সবিনয় বচনে পুনর্বার পত্র চাহিতে লাগিল । তখন জহরী তাহাকে তথায় বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল যে এ লিপি সমসেন, নেহার প্রাশ্য যুবরাজকে লিখিয়াছেন কি না ? দাসী এই প্রশ্নে লজ্জিতা হইয়া মোনো হইল কোন উত্তর করিল না, তাহাতে রত্নজীবী কহিল যে আমার প্রাশ্নে তুমি ব্যতিব্যস্ত হইলা এমত দেখিতেছি, কিন্তু ইহাতে চিন্তা কি, একথা আমি অবिवেচনা পূর্বক কহি



নাই, ইবনে তাহের বোগদাদ নগর হইতে গমন করিয়াছেন তাহা শুনিয়া তৎ সন্যাস জ্ঞাপনার্থে ও তৎ স্থলাভিষিক্ত হওনা-ভিলাষে আমি যুবরাজের নিকটে গমন করিয়া ছিলাম এবং তথায় তুমিও আমাকে দেখিয়া থাকিবা । তুমি যদি আমাকে ইবনে তাহেরের ন্যায় প্রত্যয় কর তবে আমার দ্বারা সকল কর্ম উত্তম রূপে নির্বাহ হইতে পারিবে, এবং একপ যুবক নায়ক নায়িকার প্রণয়োদ্যোগে যদি আমার প্রাণ পণ করিতে হয় তাহাও আমার স্বীকার আছে । এই কথা শুনিয়া দাসী পরমাক্সাদিতা হইয়া জহরীব গুণানুবাদ করিতে লাগিল ।

তদনন্তর রত্নজীবী বক্রমূলের আচ্ছাদন হইতে লিপি নিঃসারণ করিয়া দাসীর হস্তে দিয়া কহিল যে এই পত্র লইয়া তুমি শীঘ্র রাজপুত্রের নিকট যাও, পরে তিনি যে উত্তর দেন তাহা প্রত্যাগমন কালে আমাকে দেখাইয়া যাইও, দিস্মৃত হইও না, আর আমারদিগের যে কথোপকথন হইল তাহাও যুবরাজকে জানাইও । দাসী লিপি লইয়া ত্বরায় রাজপুত্রের নিকটে গেল যুবরাজ প্রত্যুত্তর দিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিদায় করিলেন । পরিচারিণী ঐ প্রত্যুত্তর লইয়া রত্ন বণিকের নিকটে আসিলে রত্ন বণিক তাহা পাঠ করিয়া দাসীকে দিল । দাসী কহিল আমি গিয়া ঠাকুরাণীকে এই সমস্ত বিবরণ কহিতেছি যাহাতে তিনি তোমাকে ইবনে তাহেরের ন্যায় বিশ্বাস করেন তাহা করিব, ইহার সংবাদ কল্যা তুমি আমার স্থানে শুনিতে পাইবে । রত্নবণিক পরদিন দাসীকে প্রকল্প বদনে আসিতে দেখিয়া কহিল যে তোমার মুখাবলোকনে বোধ হইতেছে যে সমশেন-নেহার তোমার অভিপ্রেত বিষয়ে সম্মত হইয়াছেন । দাসী ঈষদ্ভাস্য পূর্বক কহিল সে কথা মিথ্যা নহে, যেক্ষণে তাহার মত করিয়াছি তাহা শ্রবণ কর । গত কল্যাঞ্ছান হইতে গিয়া দেখিলাম ঠাকুরাণী অত্যন্ত অধৈর্য্য হইয়া আছেন, এবং আমার হস্ত হইতে যুবরাজের সেই পত্র লইয়া পাঠানন্তর আত্মা বিমর্শ হইলেন । ইহাতে আমি কহিলাম ইবনে তাহেরের স্থানান্তর গমনে আপনি কেন চিন্তিতা হইতেছেন, আর এক ব্যক্তিকে

পাইয়াছি, তিনি তাহার ন্যায় আপনারদের প্রেম সিদ্ধির উত্তর সাধক হইবেন ও তদভিপ্রায়ে তিনি যুবরাজের নিকট গমন করিয়া ছিলেন। আমি আরও কহিলাম যে তিনি প্রাণ পণে আপনারদের শুভ বিষয় গোপনে রাখিবেন এবং সাধ্যানুসারে প্রেম কার্য্যের সাহায্য করিবেন। এই সকল কথা শুনিয়া ঠাকুরাণী অত্যন্তাজ্ঞাদিতা হইয়াছেন এবং আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে অতিশয় ব্যগ্রা হইয়াছেন, অতএব তুমি এই ক্ষণেই আমার সমভিব্যাহারে আইস, আমি তোমাকে তাঁহার নিকটে লইয়া যাই। রত্নবণিক্ এই কথা শুনিয়া মাত্র গমনেচ্ছায় গাত্রোত্থান করিল কিন্তু উঠিয়া দাঁড়াইতেই তাহার শরীর কাঁপিতে লাগিল এক পদও চলিতে পারিল না। তাহাতে দাসী কহিল এ অবস্থায় কি প্রকারে গমন করিবে, অতএব তুমি এই খানে থাক, রাজপ্রিয়া বরং কোন কৌশলে এখানে আসিয়া তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন। ইহা বলিয়া দাসী বিদায় হইল এবং সমসেন নেহারের নিকট গিয়া সমস্ত বিবরণ কহিল। তাহাতে সমসেন নেহার স্বয়ং বণিকের নিকট গমনে প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু তথায় যুবরাজের সঙ্গে কোন প্রকারে এক বার সাক্ষাৎ হয় তদ্ব্যাপার সমাপ্তির জন্য দাসীকে পুনর্বার রত্নবণিকের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। দাসী রত্নজীবির আবাসে আসিয়া তাহাকে সেই কথা জ্ঞাপন করাতে রত্নব্যবসায়ী কহিল আমার এ বাটীতে তাঁহারদের সাক্ষাৎ করা ভাল নয়, আমার আর এক সদন আছে, সম্প্রতি তাহাতে কেহ নাই, সেই স্থানে তাঁহাদের পরস্পর সাক্ষাৎ স্বচ্ছন্দে হইতে পারিবে অতএব আমি সেই বাটী অবিলম্বে সুসজ্জিত করাইতেছি। ইহা শুনিয়া দাসী রাজপ্রিয়সীকে ঐ সম্বাদ কহিতে গেল। কিয়ৎ কাল পরে পুনর্বার আগমন করিয়া রত্নবণিককে কহিল যে ঠাকুরাণী তাহাতে সম্মতা হইয়াছেন, সন্ধ্যাকালে ঐ স্থানেই নিশ্চয় আসিবেন, আর সেই দাসী বণিককে এক তোড়া স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া কহিল যে ঐ সময়ে কিঞ্চিৎ আহারের আয়োজন করিতে হইবে তজ্জন্য ঠাকুরাণী এই স্বর্ণমুদ্রা পাঠাইয়া দিয়াছেন, লও।

অনন্তর যে বাটাতে সংমিলন হইবে তাহা পূর্বে জ্ঞাত থাকে এজন্য রত্নবগিক্ ঐ দাসীকে সেই বাটী দেখিতে পাঠাইয়া দিল, তৎপরে বন্ধুবর্গের নিকট হইতে বিবিধ রজত ও স্বর্ণ পাত্র ও উত্তমোত্তম বস্ত্র ও পরিচ্ছদ ও আস্তর ও উপধান ও অন্য সুসজ্জার দ্রব্যাদি চাহিয়া আনিয়া উত্তম রূপে সেই ভবনস্থ গৃহ সজ্জিত করিয়া পারশ্য যুবরাজের নিকট গমন করিল। প্রেয়সীর সঙ্গে এত শীঘ্র সাক্ষাৎ হইবে যুবরাজ তাহা স্বপ্নেও অনুমান করেন নাই। রত্নবগিক্ বাটী সাজাইয়া তাঁহাকে তথায় লইয়া যাইতে আসিয়াছে একথা বলিবা মাত্র রাজকিশোর আত্মলাদ সাগরে ভাসিতে লাগিলেন এবং সকল দুঃখ বিস্মৃত হইয়া তৎক্ষণাৎ উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান পূর্বক প্রস্তুত হইলেন। রত্নজীবী গোপন কার্য্য গোপনে সমাধা হয় এজন্য রাজপুত্রকে গুপ্ত পথাদিয়া লইয়া চলিল, এবং সেই বাটীতে উপস্থিত হইয়া উভয়ে একত্র বসিয়া কথোপকথন করিতে লাগিল। সন্ধ্যার সময়ে বিশ্বস্ত পরিচারিণী ও অন্য দুই জন বন্দিনী সমভিব্যাহারে রাজরমণী তথায় আনিয়া উপস্থিত হইলেন। নায়ক নায়িকার পরস্পর সন্দর্শন মাত্রে পরস্পরের যে সুখোৎপত্তি হইল তাহা বর্ণনাভীত। উভয়ে উভয়ে দেখিয়া এমত আনন্দবিহ্বল হইলেন যে দুই জনে পর্যাঙ্কে উপবেশন করিয়া কতক ক্রণ পর্যান্ত মুকের ন্যায় বাক্য রহিত হইয়া কেবল পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। অনেক ক্রণ পরে স্ববশ হইয়া উভয়ে একপ্রেমালাপ করিতে আরম্ভ করিলেন যে তাহা শুনিয়া রত্নবগিক্ ও পরিচারিণীগণের অর্ন্তপাত হইতে লাগিল। অনন্তর উভয়ে একত্র আহার করিয়া পর্যাঙ্কে উপবেশন করিলেন সমসেন নেহার রত্নবগিক্কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে একটা বীণা অথবা অন্য কোন বাদ্য যন্ত্র আনিয়া দিতে পার? রত্নবগিক্ তাঁহারদিগের সন্তোষার্থ তাবৎ দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল, অতএব ঐ কথা বলিবামাত্র তৎক্ষণাৎ একটি বীণা আনিয়া দিল। রাজপ্রিয়া সেই বীণা লইয়া তাহার সুর শুদ্ধ করিয়া স্বীয় প্রেম বিষয়ে উপস্থিতমতে এক

গান রচনা করিয়া রাগালোচনা পূর্বক রাজপুত্রের মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন, বণিক ও দাসীগণ অন্য ঘরে গেল। ইহার ক্রিয়াকাল পরে হঠাৎ একটা মহা কোলাহল হইল, এবং দ্বার রক্ষক ভৃত্য অত্যন্ত ভীত হইয়া রত্ন বণিকের নিকট আসিয়া কহিল যে কতক গুলা লোক বাহির হইতে আসিয়া বহির্দ্বার ভঙ্গ করিতেছে, জিজ্ঞাসা করিলে কোন উত্তর করে না। এই কথা শ্রবণ মাত্রে রত্নবণিক ভয়ে ব্যস্তমস্ত হইয়া যুবরাজ ও সমসেন নেহারকে সংবাদ দিতে তাহারদের কুঠরীতে গেল কিন্তু যেমন ঘরের বাহির হইবে তেমনি দেখিল যে কয়েক জন অস্ত্রধারী মনুষ্য বাটী প্রবেশ করিয়া তদভিমুখে আসিতেছে ইহাতে ভয়ে পুনর্বার ঘরের ভিতর গিয়া এক কোণে লুকাইয়া রহিল। অস্ত্রধারী মনুষ্যেরা শ্রেণী বদ্ধ হইয়া ঐ ঘর দিয়া একে ২ দশ জন গেল, জহরী তাহা দেখিল কিন্তু তাহারা তাহাকে দেখিতে পাইল না, তখন বণিক বিনেচনা করিল যে তাহার দ্বারা যুবরাজ ও সমসেন নেহারের কোন সাহায্য হইতে পারে না অতএব আপনি নিকটস্থ এক প্রতিবাসির গৃহে পলায়ন করিল, এবং সেখানে গিয়া এই ভাবিতে লাগিল যে পারস্য রাজকিশোরের সঙ্গে রাজপ্রেমসীর প্রেম সংঘটনের সংবাদ বুঝি রাজা জানিতে পারিয়াছেন এই জন্য ঐ সকল রাজ দূত প্রেরিত হইয়া থাকিবে। যাহা হউক। রাজি দুই প্রহর পর্যন্ত ঐ সকল লোকেরা সেই বাটীতে কলরব করিল জহরী প্রতিবাসির গৃহ হইতে তাহা সকলই শুনিতে পাইল। পরে সেই বাটী নিঃশব্দ হইলে বণিক প্রতিবাসির নিকট হইতে এক খান তলওয়ার লইয়া ভয়ে কাঁপিতে পুনর্বার বাটীতে প্রবেশ করিয়া দেখিল এক জন লোক অন্তরে দাঁড়াইয়া আছে, সে বণিককে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল তুমি কে, বণিক তাহার ঘরে আসিতে পারিল যে সে তাহার ভৃত্য, তাহাতে জিজ্ঞাসা করিল তুমি কোথায় ছিলে, রাজপালগণের হস্ত হইতে কিপ্রকারে পরিব্রাজ পাইলে। ভৃত্য কহিল সে সময়ে আমি একটা ঘরের মধ্যে লুকাইয়া ছিলাম, পরে গোলমাল নিবৃত্ত হইলে এই ক্ষণে বাহিরে আসি-

গীর্ষি, কিন্তু ঐ সকল লোকেরা রাত্রিপাল নহে, তাহারা দস্যু, কয়েক দিন হইল তাহারা আর এক বাটীতে এই রূপে পড়িয়া সর্ব্বস্ব লইয়া গিয়াছিল। আপনি এই বাটীতে বহুবিধ বহু মূল্য দ্রব্যাদি আনয়ন করিয়াছিলেন তাহা শুনিয়া থাকিবে একারণ অদ্য সেই লোভে এখানে আসিয়াছিল, এবং সর্ব্বস্ব লইয়া গিয়াছে।

রত্নবণিক্ গৃহের অভ্যন্তরে গিয়া দেখিল যে দস্যুগণ যথার্থই স্বর্ণ রৌপ্যপাত্র তাবৎ লইয়া গিয়াছে তাহাতে অতিশয় খেদিত হইল পরে সমস্ত রাত্রি তথায় থাকিয়া ভৃত্য দ্বারা ভগ্ন পুর দ্বার যথা সাধ্য পুনঃ নৌষ্ঠব করিয়া প্রাতঃকালে স্বাবাসে গেল। কিন্তু গমন করিতে ভাবিতে লাগিল যে ইবনে তাহের আমা অপেক্ষা বুদ্ধিমান, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, আমি সম্প্রতি যে আপদে অস্ত্রের ন্যায় নিষ্কিণ হইয়াছি ইহা তিনি অথেষ্ট বুদ্ধি দ্বারা দর্শন করিয়া সুদূর পড়িয়াছেন, কিন্তু পরমেশ্বর আমাকে এমন কুবুদ্ধি কেন দিলেন, আমি স্বয়ং এই আপদে পড়িয়া এখন প্রাণ রক্ষা বিষম দেখিতেছি। রত্নবণিক্ বাটীতে গিয়াও এবিধ নানা প্রকার চিন্তা করিতে লাগিল। মধ্যাহ্ন কালে তাহার এক জন ভৃত্য তাহাকে গিয়া কহিল যে এক ব্যক্তি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করণাভিলাষে দ্বারে দাড়াইয়া আছে, ইহা শুনিয়া রত্নবণিক্ পুরদ্বারে আসিল। বণিক্ আসিতেই যে ব্যক্তি দ্বারে দাড়াইয়াছিল সে বণিক্কে কহিল যদ্যপিও আপনি আমাকে চিনেন না কিন্তু আপনাকে আমি বিলক্ষণ জানি, আমি আপনাকে কোন বিশেষ কথা বলিতে আসিয়াছি। ইহাতে রত্নবণিক্ তাহাকে বাটীর ভিতর লইয়া যাইতে চাহিল, কিন্তু সে ব্যক্তি বাটীর ভিতর না যাইয়া রত্ন ব্যবসায়িকে কহিল যে আপনি কিঞ্চিৎ ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক আপনকার অন্য বাটীতে আসুন, সেই খানে কথোপকথন হইবে। জহরী জিজ্ঞাসা করিল আমার আর এক বাটী আছে তাহা তুমি কি রূপে জানিল। সে ব্যক্তি কহিল আমি তাহা জানি, আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া আমার সঙ্গে আসুন, আমি আপনাকে কোন উত্তম সমাদ

কহিব । এই কথা শুনিয়া জহরী তাহার সঙ্গে চলিল । পথিমধ্যে যাইতে পূর্ব রাত্রির ডাকাইতি স্মরণ হওয়াতে বণিক্ ঐ ব্যক্তিকে কহিল যে আমার সে বাটীতে যাইতেছ বটে কিন্তু তথায় বসিবার স্থান নাই এ কথায় সে ব্যক্তি তখন মনোযোগ করিল না পঠের বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিল এখানে বসিবার স্থান নাই যথার্থই বটে অতএব অন্য কোন স্থানে যাই, আসুন, সেই স্থানে কথোপকথন হইবে, ইহা বলিয়া বণিক্কে সঙ্গে করিয়া কতক দূর লইয়া গেল আর এমত গলি দিয়া চলিল যে রত্নবণিক্ তাহা কমিন্ কালে চক্ষেও দেখে নাই, চলিতে প্রায় দিবাবসান হইল এবং পথ শেষে বণিক্ অতিশয় ক্লান্ত হইল, কিন্তু তখনও কত দূর যাইতে হইবে তাহার নিশ্চয় নাই, পরে ত্রিশ নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া এক ক্ষুদ্র তরি আরোহণে দুই জনে নদী পার হইল তাহার পরে কতক দূর গিয়া সেই ব্যক্তি জহরীকে একটা বাটীর মধ্যে লইয়া গিয়া একটা বৃহৎ লৌহ অর্গল দ্বার দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাহাকে এক ঘরের ভিতর লইয়া গেল, সেখানে আর দশ জন মনুষ্য বসিয়া ছিল, তাহারা বণিক্কে সেই স্থানে বসাইল । ঐ সকল ব্যক্তিরদের ভোজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছিল কিন্তু তাহারদের প্রধান স্থানান্তর গমন করাতে তাহারা আহার করিতে বসে নাই, প্রধান আগত হইলে সকলে হস্ত পদ প্রক্ষালন করিয়া ভোজনে বসিল এবং বণিক্কেও তদ্রূপ হস্তাদি ধৌত করাইয়া আপনাদের সমভিব্যাহারে ভোজন করিতে বলিল । আহারান্তে তাহারা বণিক্কে জিজ্ঞাসা করিল গত রাত্রিতে তোমার বাটীতে কি হইয়াছিল তাহা আমারদিগকে যথার্থ রূপে বল । এ কথা শুনিয়া জহরী অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া কহিল যে তোমাদের কথার দ্বারা বোধ হইতেছে তোমরা তাহার বৃত্তান্ত সমুদয় জ্ঞাত আছ । তাহারা কহিল হাঁ, যে যুবক যুবতী তোমার বাটীতে ছিল তাহারদের নিকট সকল কথা শুনিয়াছি কিন্তু তোমার প্রমুখ্যে বিস্তারিত শুনিতে বাঞ্ছা করি । ইহাতে বণিক্ স্মৃতি বুলিল যে তাহারা দস্য, তাহারাই পূর্ব রাত্রে তাহার বাটী

প্রবেশ করিয়া সর্বস্ব অপহরণ করিয়াছে অতএব তাহারদিগকে বিনয় পূর্বক বলিল হে মহাশয়েরা আমি ঐ যুবক যুবতীর নিমিত্ত অতিশয় উদ্বেগ আছি আপনারা তাহারদিগের কোন সম্বাদ বলিতে পারেন কি না । দস্যুগণ বলিল তাহারদিগের নিমিত্ত তুমি চিন্তা করিও না, তাহারা উভয়েই সুস্থাবস্থায় আছেন । পরে যে দুই কুঠরীতে তাহারদিগকে পৃথক বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল অঙ্গুলির দ্বারা সেই ঘর দেখাইয়া দিল ।

তখন রত্ন বণিকের বিশ্বাস হইল যে সমসেন নেহারু এবং পারশ্য রাজকিশোর নিরাপদে আছেন তাহাতে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া স্বকর্ম সাধনার্থ দস্যুগণের গুণানুবাদ ও তাহারদিগকে অসংখ্য আশীর্বাদ করিতে লাগিল, পরে কহিল যদিও আপনারদিগের সহিত আমার আলাপ নাই তথাচ আমি আপনারদিগের নিকট নিতান্ত অপ-  
 রিচিত নহি ইহা আমার অকৃত্য আত্মার বিষয় । আপ-  
 নারা যে সম্বাদ দিলেন তাহাতে আমি অতিশয় উপকৃত হইলাম । রত্নজীবী আপন কন্মোদ্ধার নিমিত্ত এই রূপ ভূমিকা করিয়া পারশ্য যুবরাজের সহিত সমসেন নেহারের প্রীতির বিবরণ প্রথমাবস্থি শেষ পর্যন্ত সমুদায় কহিল । দস্যুগণ তৎপূর্ণভাবে শ্রবণে অত্যন্ত বিমুগ্ধ হইয়া কহিল এই যুবরাজ কি সেই পারশ্য রাজকিশোর যশস্বী আলি ইবনে বেকার এবং এই যুবতী কি সেই বিখ্যাতা সমসেন নেহার ? । বণিক কহিল ইহারা এই সেই যুবক যুবতী । তৎকর গণ ঐ কথা শুনিয়া যুবরাজ ও রাজরমণীর নিকট গিয়া তাহাদের পদা-  
 নত হইয়া কহিতে লাগিল যদি আমরা অথৈ আপনারদি-  
 গের পরিচয় পাইতাম তবে কদাচ একপ দৌরাত্ম্য করিতাম না । যাঁহা হউক । আমরা অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত অপরাধ করিয়াছি তদুপশমনার্থ ভবিষ্যতে আপনারদিগের দ্বারা আপনারদের যে উপকার হইতে পারে তাহা সাধ্যানুসারে করিব । পরে বণিককে কহিল আপনার বাটী হইতে যে দ্রব্যাদি লইয়া



আসিয়াছি তাহার কিয়ৎ অংশ হস্তান্তর হইয়াছে একারণ সমুদায় প্রতাপর্ণ করিতে পারিব না কিন্তু অবশিষ্ট যে সকল জব্বাদি আমারদের নিকট আছে তাহা এখন পুনঃ প্রদান করিতেছি। ইহাতে বণিক্ অতিশয় আহ্লাদিত হইল। দস্যু গণ সেই সকল তৈজসাদি পুনঃ প্রদান করিয়া তাহারদিগের তিনজনকে বলিল যে আপনারা যদ্যপিসত্য করেন আনারদিগের প্রতি হিংসা করিবেন না তবে আমরা আপনারদিগকে এমন স্থানে রাখিয়া আসি যে তথ্য হইতে আপনারা অনায়াসে স্বয়ং গৃহে গমন করিতে পারিবেন। সমসেন নেহার এবং যুবরাজ ও রত্নবণিক্ তৎক্ষণাৎ শপথ করিয়া কহিলেন যে তোমাদের কোন অনিষ্ট চিন্তা করিব না তদ্বার গণ এই অঙ্গীকারে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে নদী তীরে লইয়া গিয়া এক খান নৌকায় আরোহণ করাইয়া পর পার করিয়া দিল। কিন্তু তাঁহারা তটে পদ্যর্ণ করিয়াছে কি না এমন সময়ে দেখিতে পাইল যে কতকগুলি অস্বারোহী রাজপ্রহরী তথ্য আসিতেছে। দস্যু গণ তাহা দেখিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ নৌকা বাহিয়া নদীর পারান্তরে গেল। সমসেন নেহার ও যুবরাজ এবং রত্নবণিক্ তটে রহিলেন, প্রহরিগণের প্রধান তাহারদের নিকটে আসিয়া তর্জন গর্জন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল তোমরা কে, ও তোমারদিগের নিবাস কোথায়? এই কথায় তাঁহারা অতিশয় ভীত হইলেন, কাহার কোন উত্তর করিতে সাধ্য হইল না। কিন্তু তখন কি করেন কোন উপায় না দেখিয়া সমসেন নেহার ঐ ব্যক্তিকে নির্জনে লইয়া গিয়া আত্ম পরিচয় দিলেন। প্রহরী তাঁহার পরিচয় প্রাপ্তি মাত্র তৎক্ষণাৎ অস্ত্র হইতে অবরোহণ করিয়া আপনার অপরাধ স্বীকার পূর্বক তাহাদের সকলের উচিত সম্মান করিল এবং অবিলম্বে দুই খান নৌকা আনাইয়া এক নৌকায় সমসেন নেহারকে এবং অন্য নৌকায় রত্নবণিক্ ও যুবরাজকে আরোহণ করাইয়া আপনার দুই জন সঙ্গিকে সঙ্গে দিয়া তাঁহারা যে স্থানে গমন করিতে চাহেন তথ্য রাখিয়া আসিতে কহিল।



ভদ্রনন্দর দুইখান নৌকা দুই দিগে গেল। রাজপুত্র বহুক্লেশে বাটীতে আসিয়া পলুঁছিলেন, কিন্তু এমনত দুর্বল হইয়া ছিলেন যে কথা কহিবার সাধ্য ছিল না, আত্মীয় বন্ধগণ যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিল কেবল ইঙ্গিতের দ্বারা তাহার উত্তর করিলেন, ইহা দেখিয়া রত্নবণিক সেই রাত্রি তাহার নিকটে থাকিল, প্রাতঃ কালে বিদায় হইবার সময়েও রাজপুত্র তাহার সঙ্গে বাক্যালাপ করিতে পারিলেন না কিন্তু দস্যগণ যেসকল তৈজসাদি পুনঃ প্রদান করিয়া ছিল ভূত্যাগণকে ইঙ্গিত দ্বারা সেই সকল দ্রব্যাদি তাহার বাটীতে পলুঁছাইয়া দিতে কহিলেন। বণিক সমস্ত রাত্রি বাটী আইসে নাই বিশেষত অপরিচিত লোকের সঙ্গে গিয়াছিল ইহাতে কোন বিপদ ঘটনা ভাবিয়া তাহার পরিবার সকলে অতিশয় শোকাবুল হইয়াছিল, বণিক বাটীতে আসিলে তাহার তাহাকে দেখিয়া সুস্থির হইল, কিন্তু তাহাকে অত্যন্ত ক্লিষ্ট ও স্তম্ভিত দেখিল। বণিক আপন শরীরের অবসন্নতা প্রযুক্ত দুই দিন পর্যন্ত বাটীর মধ্যেই থাকিল এক বারও বাটীর বাহির হইল না। তৃতীয় দিবসে আপনাকে কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করিয়া এক বন্ধুর দোকানে গিয়া বসিল তথায় ইহাতে সম্ভবনে প্রত্যাগমন কালে দেখিল যে পশ্চাতে সমসেন নেহারের বিশ্বস্তা দাসী আসিতেছে তাহাতে দ্রুত গতি যাইয়া এক দেবালয়ে গিয়া প্রবেশ করিল, দাসীও তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া তাহার পশ্চাৎ ঐ দেবালয়ে প্রবেশ করিল পরে পরস্পর পুনর্দর্শনে আশ্লাদ প্রকাশ্যনন্তর দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল যে তুমি ও তোমার অন্য দুই সঙ্গিনী কিকপে দস্যুর হস্ত হইতে পরিব্রাজ পাইয়াছিল। এবং সমসেন নেহারের সম্বাদ কি তাহা বল। দাসী বলিল অথৈ তোমার সম্বাদ বলা উপরে এই সকল কথা বলিতেছি। ইহাতে বণিক আশ্চর্য্য বিবরণ সকল কহিল। অনন্তর পরিচারিণী কহিল যে আমি দস্যু গণকে দেখিয়া প্রথমতঃ এই বোধ করিয়াছিলাম যে তাহার রাজসেনা, রাজা সমসেন নেহারের গমন সম্বাদ পাইয়া যুবরাজের এবং আমারদিগের প্রাণ বধ করণার্থ

তাহারদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন, কিন্তু যখন সে ভ্রান্তি দূর হইল তখন ঐ দুই সহচরী সমভিব্যাহারে আমি তোমার সেই বাটীর ছাদের উপরে উঠিলাম, সমসেন নেহার ও যুবরাজ যে গৃহে ছিলেন, দস্যুগণ সেই সময়ে সেই সদনে প্রবেশ করিল। তাহাতে আমরা ছাদ দিয়া আর এক বাটীর ছাদে ও সে ছাদ দিয়া আর এক ছাদে এই রূপে এক ভদ্র লোকের ভবনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সে ব্যক্তি আমারদিগকে যত্ন করিয়া রাখিল; এবং আমরা তথায় সে রাজি বাস করিলাম। পরদিন প্রাতে সমসেন নেহারের অন্তঃপুরে গমন করিলাম তাহাতে অন্যান্য পরিচারিণী গণ রাজপ্রিয়াকে আমারদের সঙ্গে না দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল ঠাকুরাণী কোথায়? তাঁহাকে কোথায় রাখিয়া আসিল। আমি কহিলাম তিনি আপন কোন প্রিয়তমা সখীর বাটীতে থাকিয়া আমারদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন, আর বলিলেন যখন বাটীর গমনের বাঞ্ছা হইবে তখন তোমারদিগকে ডাকাইয়া পাঠাইব। এই কথা শুনিয়া সকলে সন্তুষ্ট হইল, কিন্তু আমি সমস্ত দিন অতিশয় উদ্বেগে থাকিলাম রাজি হইলে খিড়কির দ্বার মুক্ত করিয়া যাঁটে দাঁড়াইয়া দেখিলাম যে অনেক দূরে স্রোতে এক খান নৌকা ভাসিয়া আসিতেছে তাহাতে নিকটস্থ এক জন ক্ষুদ্র ডিজি বাহককে কহিলাম যে ঐ নৌকার নিকট ডিজি লইয়া যাও যদি তাহাতে কোন স্ত্রী লোক থাকে তবে তাহাকে ঐ তরিতে অবরোধ করাইয়া স্বরায় তটে আনিও। ঐ তরির প্রত্যগমনাপেক্ষায় আমি ও ঐ দুই জন দাসী প্রায় রাজি দুই প্রহর পর্যন্ত সেই স্থানে নদী তটে দাঁড়াইয়া থাকিলাম, দুই প্রহর রজনী অতীত হইলে পর নৌকা তটে আসিল তাহাতে দেখিলাম যে তাহার পশ্চাচ্চাগে এক স্ত্রী শয়ন করিয়া ও তাহার নিকটে দুই পুরুষ বসিয়া আছে। নৌকা তটে লাগিলে ঐ দুই পুরুষ ঐ নারীকে ধরিয়া তুলিল তাহাকে দৃষ্ট হইল যে তিনি সমসেন নেহার, ইহাতে আমরা অত্যন্ত হর্ষ যুক্ত হইলাম। কিন্তু তৎকালে রাজপ্রিয়ার উৎখান শক্তি না থাকিতে আমরা সকলে ধরিয়া তাঁহাকে নৌকা হইতে

নামাইলাম । পরে তিনি আমাকে কাণে মৃদুস্বরে কহিলেন, যে দুই জন রাজপাল তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছে তাহারদিগকে এক তোড়া স্বর্ণমুদ্রা দিয়া বিদায় কর । আমি আজ্ঞামাত্রে স্বর্ণমুদ্রা আনিয়া তাহারদিগকে পুরস্কার করত বিদায় করিয়া রাজশ্রেয়সীকে বাটীর ভিতর লইয়া গেলাম, সেখানে বস্ত্রাদি ত্যাগ করাইয়া শয়্যার উপর শয়ন করাইলে তিনি অচেতন হইয়া থাকিলেন এবং তদবস্থাতেই সমস্ত রাত্রি গেল । প্রভাতে অন্যান্য পরিচারিণীগণ তাঁহার আগমনের সংবাদ পাইয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিল কিন্তু আমি তাহারদিগকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিলাম না, বলিলাম যে ঠাকুরাণী অত্যন্ত অসুস্থ আছেন গোলমাল সহ্য করিতে পারিবেন না ।

অনন্তর আমি এবং সেই দুই জন দাসী তাঁহার নানা প্রকার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম, কিন্তু কোন প্রকারে তাঁহার আহারেচ্ছা হইল না । পট্টবস্ত্রের সাধ্য সাধনা করিয়া দুই তিন চামচ মদ্য পান করাইলাম, তাহাতে কিঞ্চিৎ বলাধান হইল । অনন্তর অনেক স্তব স্তোত্র করাতে যৎকিঞ্চিৎ আহার করিলেন । ইতিপূর্বে তিনি কেবল হা হতোম্মি এই শব্দ ও দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছিলেন, অন্য কোন কথা কহিতে পারেন নাই । আহারান্তে বাক্য শক্তি হইলে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে আপনি দস্যুগণের হস্ত হইতে কি রূপে উদ্ধার পাইলেন । রাজশ্রেয়সী কহিলেন তোমরা সে কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কেন আমার শৌর্ক্যি পুনঃপ্রজ্জলিত কর, দস্যুগণ যদি আমির প্রাণ নষ্ট করিত, তবে একেবারে আমার দুঃখের শেষ হইত, বাঁচিয়া কেবল দুঃখানল প্রবল হইতেছে । এই কথা বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । তৎপরে সমুদয় বিবরণ সংক্ষেপে কহিয়া আমাকে এই কথা বলিলেন যে রত্নবধিক আমারদের বিস্তর উপকার করিয়াছে এবং আমারদের জন্য দস্যুগণ দ্বারা তাহার অতিশয় ক্রতি হইয়াছে, অতএব কল্যাণে দুই সহস্র স্বর্ণমুদ্রা লইয়া তাহাকে দিও আর যুবরাজের কুশল জানিয়া আসিও । রাজশ্রেয়সী এ সকল কথা বলিলে

পর আমি তাঁহাকে অনেক বখাইয়া কহিলাম যে আপনি রাজপুত্রের জন্য সম্প্রতি মহা আপদে পড়িয়া ছিলেন, কি জানি পুনর্ব্বার যদি এইরূপ বিপদ ঘটে অতএব দ্রুত প্রেমের অন্তান্ত বশীভূতা হইবেন না । কিন্তু ঠাকুরাণী আমার কথা শুনিলেন না, আমি কি করি মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিলাম । পরে তাঁহার আজ্ঞানুসারে দুই সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা লইয়া বণিককে দিতে গেলাম । বণিকের যে ক্রতি হইয়াছিল তাহা অধিক নহে অতএব সে দুই সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা পাইয়া মহা সন্তুষ্ট হইল এবং সকল দুঃখ বিস্মৃত হইয়া রাজপ্রেরয়সীকে কোটিং নমস্কার দিয়া মনের সন্তোষ জানাইয়া পাঠাইল ।

রত্নবণিক পর দিন প্রভাতে যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া স্থলিল যে রাজপুত্র বাটীতে প্রত্যাগমনাবধি চক্কু মুদিত করিয়া শয্যাতে পড়িয়া আছেন, আহাৱের সঙ্গে সঙ্গর্ক নাই, এবং কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন না, এই কথা অবগে উদ্বেগান্বিত হইয়া রাজকিশোরের শয়নাগারে গিয়া দেখিল যে তিনি শয্যাগত এবং চেতন রহিত, তদুচ্চে বণিকের অন্তঃকরণে অত্যন্ত দুঃখোদয় হইল । পরে যুবরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক নমস্কার করাতে রাজপুত্র তাহার স্বর পাইয়া এমন ভাবে চক্কুরাশ্রয় করিলেন যে তাহা দেখিয়া বণিকের আরো দুঃখ বোধ হইল । রাজনন্দন কত ক্রণ পর্য্যন্ত সেই ভাবে থাকিয়া বণিকের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক মৃদুস্বরে কহিলেন তুমি আমার জন্য অনেক ক্লেশ পাইয়াছ এবং পরেও এ দুর্ভাগ্য তত্ত্ব করিতে আসিয়াছ ইহাতে আমি অতিশয় বাধ্য হইলাম । রত্নবণিক তাঁহাকে বিবিধ প্রকার হিতোপদেশ দিতে লাগিল কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শিল না । পরে অন্যান্য ব্যক্তির তথা হইতে গমন করিলে যুবরাজ অনেক খেদ প্রকাশ করিয়া কহিলেন আমার নিমিত্ত তোমার বিস্তর হানি হইয়াছে ইহাতে আমি অতিশয় দুঃখিত আছি, কিন্তু অবশ্যই তাহার প্রতীকার করিব, এক্ষণে বল দেখি সমসেন নেহারের সঙ্গে বিচ্ছেদ হওনের পরে তাহার কোন সম্বাদ

শুনিয়াছি কি না। ইহাতে রত্নবণিক্ দাসীর প্রমুখ্যৎ যে২ বিবরণ শুনিয়াছিল তাহা সমুদয় কহিল। তাহা শুনিয়া যুবরাজের অশ্রু ধারা ও দীর্ঘ নিশ্বাস নির্গত হইতে লাগিল কিয়ৎকাল এই রূপে খেদ করিয়া রাজপুত্র উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিলেন, তাহাতে বণিক্ তাহাকে ধুরিয়া বসাইল। পরে যুবরাজ ভৃত্যগণকে ডাকিয়া সিন্দুক খুলিতে আজ্ঞা দিলেন এবং স্বয়ং সিন্দুকের নিকট গিয়া নানা প্রকার রত্ন বাহির করিয়া বণিকের বাটীতে পাঠাইয়া দিতে কহিলেন। সমসেন নেহার তাহার পুরস্কার করিয়াছেন একথা বলিয়া বণিক্ যদিও যুবরাজের প্রসাদ গ্রহণে বাহ্যিক অসম্মতি প্রকাশ করিল, তথাচ রাজপুত্র তাহা না শুনিয়া ঐ সকল দ্রব্য তাহার বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন। তাহাতে বণিক্ যুবরাজের নিকটে যথোচিত কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বিদায় হইতে চাহিল কিন্তু রাজনন্দন তাহাকে বাটী যাইতে না দিয়া সে স্থান সমীপে রাখিয়া অনেক রাজি পর্য্যন্ত তাহার সহিত বাক্যালাপ করিলেন। পরদিন প্রাতে বণিক্ দাসীর সহিত সাক্ষাৎ করণাভিলাষে স্বভবনে গমন করিল, তাহার কিয়ৎকাল পরে ঐ দাসীও রোদন করিতে২ তাহার নিকট আসিল। বণিক্ তাহাকে রোদনের হেতু জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল আর কি জিজ্ঞাসা কর সর্বনাশ উপস্থিত, আপনার বাটীতে সমসেন নেহারের সঙ্গে যে দুই জন বন্দিনী আসিয়াছিল কোন অপরাধ প্রযুক্ত তাহারদের এক জনকে প্রহার করাতে সে প্রতিহিংসার মনসে প্রহরী খোজার নিকট গিয়া সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া দিয়াছে, এবং অন্য দাসীও পলায়ন করিয়া রাজবাটীতে গিয়াছিল বোধ করি সেও তাবদ্যাপার রাজার নিকট প্রকাশ করিয়া বলিয়া থাকিবে, কেননা এখনি, বিংশতি জন রাজসেনা আসিয়া সমসেন নেহারকে রাজবাটীতে লইয়া গেল, আমি ব্যস্ত হইয়া আপনাকে এই সম্বাদ কহিতে আসিলাম আপনি ইহা প্রকাশ করিবেন না কিন্তু এখনি যুবরাজকে গিয়া এই সকল কথা বলুন, আর এই সম্বাদে তিনি আমারদের পরিজ্ঞানের যে উপায়

করিতে পারেন তাহা করুন নতুবা প্রাণ রক্ষা ভার । এই কথা বলিয়া দাসী তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল, উত্তরের অপেক্ষা করিল না । রত্নবণিক্ এই সংবাদে বজ্রাঘাতি ব্যক্তির ন্যায় স্তব্ধ হইয়া দাণ্ডাইয়া থাকিল, কিন্তু কাল বিলম্ব করিলে কাল হস্তে পড়িতে হইবে ইহা ভাবিয়া স্বরায় যুবরাজের নিকট গিয়া বলিল মহারাজ বিষম সঙ্কটে উপস্থিত, এসঙ্কটে সাহস ভিন্ন অন্য উপায় নাই । ইহা বলিয়া দাসী যাহা কহিয়াছিল তাহা নিবেদন করত যুবরাজকে বলিল আর গৌণ করিবেন না, সময় অতি দূর্লভ, শীঘ্র উঠিয়া পলায়ন দ্বারা প্রাণ রক্ষা করুন, নতুবা রাজার ক্রোধে পড়িলে অপর লোকের ন্যায় অপমানে প্রাণ নষ্ট হইবে ।

রাজকুমার এই সকল কথা শুনিয়া ভয়ে মৃতকল্প হইলেন পরে রত্নজীবিকে জিজ্ঞাসা করিলেন এই বিপদ কালে কি কর্তব্য । রত্নবণিক্ কহিল এক্ষণে উপায় এই যে অবিলম্বে অশ্বারোহণ করিয়া আপনার নগরে চলুন, আমিও সঙ্গে যাই, এতদ্ব্যতীত অন্যোপায় দেখি না । ইহা শুনিয়া যুবরাজ তৎক্ষণাৎ অশ্ব সজ্জা করিতে আজ্ঞা দিলেন এবং যাহা স্বচ্ছন্দে লইয়া যাওয়া যায় এমত দ্রব্য ও কতক বস্ত্র মূল্য বস্তুাদি লইয়া আপন মাতার নিকট বিদায় হইয়া রত্নবণিক্ ও কতিপয় অনুচর সমভিব্যাহারে অশ্বারোহণ পূর্বক প্রস্থান করিলেন । দুই দিন অবি-  
শ্রান্ত গমন করিয়া পরদিন সন্ধ্যার সময় অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া অশ্ব হইতে অবরোহণ পূর্বক শ্রান্তি নিবারণ জন্য এক বৃক্ষমূলে বসিলেন কিন্তু তিনি বসিয়াছেন কি না, এমত সময়ে এক দল দস্যু আসিয়া তাঁহারদিগকে আক্রমণ করিল । ইহাতে দুই দলে মহা যুদ্ধারম্ভ হইলে রাজপুত্রের তাবৎ সঙ্গী হত হইল । পরে যুব-  
রাজ ও রত্নবণিক্ অনেক বিবেচনা করিয়া দস্যুগণের বশীভূত হইলেন । কিন্তু তত্বরেরা তাঁহারদের জীবন মাত্র ত্যাগ করিয়া অশ্ব ও পাখ্যে এবং তাবৎ দ্রব্যাদি অপহরণ পূর্বক পরিধেয় বস্ত্র পর্যন্ত লইয়া তাহারদিগকে নগ্ন রাখিয়া গেল । দস্যুরা প্রস্থান করিলে পর যুবরাজ রত্নবণিক্কে কহিলেন হে বন্ধো

এখন কি কর্তব্য । বণিক্ কহিল এখানে থাকায় আর প্রয়োজন নাই, চলুন, অন্য কোন স্থানে গমন করি, সেখানে কোন প্রকারে সুপ ভাবে থাকিব । রাজকিশোর কহিলেন এখানে থাকিলেও মরিতে হইবেক অন্যত্র গমন করিলেও মৃত্যু হইতে পরিজ্ঞান পাইব না তবে স্থানান্তরে গমনে কি ফল, এই স্থানেই প্রাণত্যাগ ভাল, আর প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত যত্ন করিব না । কিন্তু বণিক্ তাঁহাকে নানা প্রকার প্রবোধ দিয়া তথা হইতে লইয়া চলিল এবং কতক দূর গিয়া একটা মসজিদের দ্বার মুক্ত দেখাতে, তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া তথায় নিশা যাপন করিল । অতি প্রত্যয়ে এক ব্যক্তি ঐ স্থানে ভজন করিতে গিয়াছিল ভজনান্তে প্রস্থান কালীন সে রত্নবণিক্ এবং যুবরাজকে ঘরের এক কোণে লুকাইত দেখিয়া তাহারদিগের নিকটে গিয়া নমস্কার পূর্বক বলিল যে আপনাদের লক্ষণে বোধ হইতেছে আপনারা বিদেশী হইবেন । ইহাতে রত্নবণিক্ উত্তর করিল মহাশয় যাহা অনুমান করিয়াছেন তাহা যথার্থ বটে, আমরা বোংদাদ নগর হইতে আসিতেছিলাম গত রাজি দস্যুর হস্তে পড়াতে আমারদের সর্বস্ব গিয়াছে তাহার পরে এই অবস্থায় এখানে আসিয়াছি এখানে আমারদের এমত পরিচিত কেহ নাই যে তাহার নিকটে গমন করিয়া যাচঞা করি যদি মহাশয় এ বিপদ কালে আমারদের প্রতি কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করেন তবে রক্ষা পাই । ঐ ব্যক্তি কহিল যদ্যপি তোমরা আমার বাটীতে আইস তবে আমার যথা সাধ্য করিতে পারি । রত্নব্যবসায়ী কহিল আপনি যেখানে বলিবেন আমরা সেইখানে যাইতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু এই বিবস্ত্র অবস্থায় কি রূপে বাহির হইব । ঐ ব্যক্তি কহিল তজ্জন্য চিন্তা নাই, আমার সঙ্গে আইস, আমি তোমারদিগকে পরিষ্কৃত বস্ত্র দিতেছি । তদনন্তর সে ব্যক্তি যুবরাজ ও রত্নবণিক্কে আপন বাটীতে লইয়া গেল, তথায় তাহারদিগকে বস্ত্রাদি দিয়া আহ্বারের উদ্যোগ করিয়া দিল । রত্নবণিক্ আহ্বার করিল, কিন্তু রাজকুমার ক্ষুধার্ত থাকিলেও কিছুই আহ্বার করিলেন না তাহাতে রত্নবণিকের মনে অতিশয় ভয়



জন্মিল যে শীঘ্রই তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইবে । সেই গৃহস্থ পত্রে তাহারদের শয়নের স্থান করিয়া দিয়া তথা হইতে গমন করিল । কিন্তু তাহার কিঞ্চিৎ কাল পরে রত্নবণিক যুবরাজের মৃত্যু লক্ষণ দেখিয়া গৃহস্থকে ডাকিতে লাগিল । ইহাতে রাজকুমার বণিককে কহিলেন হে বন্ধো আর কি দেখিতেছ আমি চলিলাম । মৃত্যু কালে তুমি আমার নিকটে আছ ইহা পরমাত্মাদের বিষয়, আমার মৃত্যুর কারণ তুমি উত্তম রূপ জ্ঞাত আছ, পুনশ্চ কহিবার প্রয়োজন নাই আমি সম্ভ্রাম পূর্বক আপন প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছি, কিন্তু আমার এই আক্ষেপ থাকিল যে জননীর ক্রোড়ে প্রাণ ত্যাগ করিতে পারিলাম না, তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং আমিও তাঁহাকে অতিশয় ভক্তি করিতাম, তাঁহার এই দুঃখ হইবে যে তিনি মৃত্যু কালে আমার চক্ষু রোধ করিতে ও আনাকে মৃত্তিকা দিতে পারিলেন না, আমার এই সকল অক্ষুণ্ণপোত্তি অবশ্যই তাঁহাকে জানাইবা আর কহিবা যেন আমার মৃত দেহ লইয়া বোগদাদ নগরে গোর দেন ও আমার তালু জীবের মুক্তার্থ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন । পরে গৃহস্থামিকে দেখিয়া তাহার উপকারস্বীকারার্থ নানা প্রকার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্বক রাজতনয় তনুত্যাগ করিলেন ।

যুবরাজের মরণের পর দিবস এক দল সওদাগর বোগদাদে যাইতে ছিল রত্নবণিক তাহারদের সঙ্গে যাত্রা করিয়া প্রথমতঃ আপন বাটীতে গেল তথায় বস্ত্র পরিবর্তন পূর্বক যুবরাজের বাটীতে গমন করিল । রাজবাটীর তাবৎ লোকেই জানিত যে রাজপুত্র তাহার সঙ্গে গিয়াছেন, অতএব তাঁহার অনাগমনে সকলেই উদ্বিগ্ন হইল । পরে রত্নব্যবসায়ী রাজমাতার নিকট সম্বাদ করিতে বলিল । সম্বাদ হইলে রাণী বন্দিগণ গণে বেষ্টতা হইয়া স্বীয় মন্দিরে রত্নবণিককে ডাকাইলেন । রত্নবণিক রাজীকে প্রণাম করিয়া অতি বিবিস্ত বদনে কহিল যে আপনি জানেন পরমেশ্বর সকলের জন্ম মৃত্যুর কৰ্ত্তা, তাঁহার ইচ্ছাদে সকলই হয়, তিনি আপনাকে রক্ষা ও আপনার মঙ্গল করুন । এই কথা



আবগমাজে রাণী আর কোন কথাই অপেক্ষা না করিয়া প্রিয়তম  
 তনয়ের মরণানুমাণে কহিলেন তুমি আমার পুত্রের সংঘাতিক  
 সম্বাদ আনিয়াছ ইহা বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং  
 তাঁহার সজ্জিনী সকলে হাহা শব্দে রোদন করিতে লাগিল তাহা  
 দেখিয়া রত্নবণিকেরও নয়নে জল ধারা বহিল। পরে শোকের  
 কিঞ্চিৎ শমতা হইলে রাজমাতা তাহাকে রাজপুত্রের সমুদয়  
 বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, জহরী তাবৎ বিবরণ বিস্তার পূর্বক  
 কহিল। তৎপরে রাজ্ঞী জিজ্ঞাসা করিলেন আমার পুত্র তোমা-  
 কে আর কোন বিশেষ কথা বলিয়াছেন কিনা। রত্নবণিক বলিল  
 অন্তিম কালে আমাকে এই কথা বলিলেন যে মাতার সহিত  
 আমার সাক্ষাৎ হইল না আমার এই মহা খেদ রহিল কিন্তু  
 তাঁহাকে আমার এই নিবেদন জানাইও যে আমার শব বোগ-  
 দাদে লইয়া গোর দেন। এই কথা শুনিয়া রাজমাতা পর দিন  
 প্রত্যুষে আপন দাস দাসী লইয়া পুত্রের শব আনয়নার্থ  
 গমন করিলেন। বণিক তাঁহার নিকটে বিদায় হইয়া যুবরাজের  
 জন্য শোক করিতে আপন বাটীর নিকটে গিয়া চক্ষু উত্তো-  
 লন করিয়া দেখিল যে সমসেন নেহারের দাসী বিষণ্ণ বদনে  
 দ্বারে দাড়াইয়া আছে, তাহাকে দেখিয়া রত্নবণিকের নয়নে  
 পুনরায় বারি ধারা বহিতে লাগিল। পরে বাটীর মধ্যে লইয়া  
 গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল তুমি রাজকন্যার মৃত্যু সম্বাদ  
 শুনিয়াছ কিনা। দাসী কহিল কি কি সেই নিরুপম পরম সুন্দর  
 রাজকিশোর মরিয়াছেন, পরে বিলাপ করিয়া কহিল আহা কি  
 কঠিন কাল! তাঁহার প্রিয়া সমসেন নেহারও লোকান্তর গত  
 হইয়াছেন। হে শুদ্ধাঙ্গারী, তোমরা যে অবস্থাতে থাক  
 তোমাদের প্রেমের যেন ব্যাঘাত না হয়, জীবদশায় মায়া-  
 ময় দেহতোমাদের প্রণয়ের প্রতি বাদী ছিল, এই কারণে সে  
 মায়া মুক্ত হইয়া ইচ্ছানুসারে সুখ ভোগ কর। রত্নবণিক পূর্বে  
 সমসেন নেহারের মরণ বার্তা শুনে নাই এবং যদিও দাসী  
 শোক বস্ত্র পরিধান করিয়াছিল তথাপি শোকাঙ্কতা প্রযুক্ত  
 তাহাতে মনোযোগ করেন নাই কিন্তু এখন দাসীর নিকটে

সকল কথা শুনি তখন আশ্চর্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল কি সময়ে নেহার পরলোক গমন করিয়াছেন ! দাসী কহিল হাঁ। তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন এবং সেই জন্য আমি শোক বস্ত্র পরিধান করিয়াছি, কিন্তু তাঁহার মরণ বৃত্তান্ত অতি চমৎকার তোমাকে বলিতেছি, তুমি প্রথমে সুকুমার রাজকুমারের মৃত্যুর বিবরণ আমাকে বল, আমি প্রিয়তমা ঠাকুরাণীর শোকের সহিত তন্মরণের শোক মিশ্রিত করিয়া মরণ পর্য্যন্ত ঐ শোকে আপন আত্মাকে সনর্পণ করিব। পরে রত্নবর্ণিক রাজকুমারের মৃত্যুর সমুদয় বিবরণ এবং তাঁহার মৃত দেহ বোগদাদ নগরে আনয়নার্থ তাঁহার মাতা গমন করিয়াছেন ইহাও কহিল।

অনন্তর দাসী রাজরমণীর বৃত্তান্ত এই রূপে বলিতে লাগিল। সে কহিল তোমার স্মরণ আছে আমি সে দিবস তোমাকে কহিয়া গিয়াছিলাম যে বোগদাদস্থিপিতি প্রেয়সীকে রাজবাটীতে লইয়া গেলেন। অপর সেই দুই বন্দিনী রাজার নিকটে গুপ্ত কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছে এই যে অনুমান করা গিয়াছিল তাহা যথার্থ। নৃপতি সেই দুই দাসীকে পৃথক রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ইহাতেই এমত আশঙ্কা করা গিয়াছিল যে তিনি সময়ে নেহারের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রাজকুমারের প্রতিও অত্যাচার ও দণ্ড করিবেন কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি সময়ে নেহারকে রক্তক সজ্জ ব্যতীত স্বচ্ছন্দে নগর ভ্রমণের অনুমতি দিলেন এবং তিঁজ্জনা স্বীয়াপরাধ মানিয়া নানা প্রকার খেদ করিতে লাগিলেন। আমি যৎকালীন আপনার নিকট আসি তৎকালে রাজা সময়ে নেহারকে রাজবাটীতে লইয়া গিয়াছিলেন। আমি পুনর্গমন করিয়া দেখিলাম যে সময়ে নেহার আপন ঘরেই আছেন, আমার শব্দ পাইয়া তিনি বাহিরে আসিয়া আমার গলদেশ ধারণ পূর্ব্বক মৃদু ভাবে আমাকে বলিলেন তোমার কন্ম তুমি উত্তম রূপে করিয়াছ কিন্তু তাহার এই শেষ হইল। পরে রজনী যোগে রাজা তথায় আগমন করিলে, নবীনা সহচরীগণ গান বাদ্য আরম্ভ

করিল এবং খাদ্য দ্রব্যাদি পরিবেশন হইলে রাজা স্বপ্নেয়-  
 সীকে হস্তে ধরিয়া নিকটে বসাইলেন। সমসেন নেহার পূর্বা-  
 বধি অত্যন্ত ক্ষুধা ও শোকাব্বিতা ছিলেন রাজার নিকট কিঞ্চিৎ  
 কাল বসিয়াই টলিয়া ভূমিতে পড়িলেন। রাজা প্রথমতঃ বোধ  
 করিলেন যে তাঁহার মূচ্ছা হইয়াছে এবং আমরাও তাহাই  
 অনুমান করিলাম কিন্তু পরে চৈতন্য করিতে গিয়া দেখিলাম  
 যে তিনি একেবারে জন্মের মত অচৈতন্য হইয়াছেন। ইহাতে  
 তৎকালে আমারদিগের যে রূপ আশ্চর্য্য বোধ ও শোকাব্বিতা  
 হইল তাহা অনুভব করুন। রাজা নানা প্রকার বিলাপ করিয়া  
 রোদন করিলেন এবং গমন কালে প্রিয়ার বাদ্য যন্ত্রাদি তাবৎ  
 ভগ্ন করাইলেন। আমি সমস্ত রাজি শবের নিকট প্রহরী দিয়া  
 থাকিলাম, প্রভাতে আপন চক্ষুর বারিতে ঐ শবকে ধৌত  
 করিয়া গোর দেওনের বস্ত্রাদি পরাইলাম। রাজরমণী জীব-  
 দশায় থাকিতে আপনার শব রক্ষার নিমিত্ত এক অপূর্ণ  
 অটালিকা নিৰ্ম্মাণ করাইয়াছিলেন রাজা সেই স্থলে তাঁহাকে  
 স্বহস্তে মৃত্তিকা দিলেন। পরন্তু তুমি এখনি বলিলে যে যুবরাজের  
 ও গোর বোগদাদ নগরে হইবে, আমি অনুমান করি যে  
 মৃত নায়ক নায়িকার এক স্থানে গোর হইলে তাঁহারদের মৃত্যু-  
 আর পরিতোষ হইতে পারে অতএব তদ্বিষয়ে কি কর্তব্য। রত্ন-  
 ব্যবসায়ী বলিল এই দুঃসাধ্য সাধন কিপ্রকারে হইবে, রাজা  
 ইহাতে কোন মতে সন্মত হইবেন না। দাসী কহিল তদ্বিষয়ে  
 কোন চিন্তা করিও না, ঠাকুরাণীর লোকান্তর গমনে রাজা  
 তাঁহার দাসীগণের দাসীস্ব বিমোচন পূর্ব্বক প্রত্যেকের ভরণ  
 পোষণার্থ হির বৃত্তি করিয়া দিয়াছেন, এবং আমাকেও হির  
 বৃত্তি দিয়া সমসেন নেহারের গোর স্থান রক্ষা করি নিযুক্ত  
 করিয়াছেন, অতএব আমি তাঁহাতে সহায়তা করিতে পারিব  
 এবং তোমাকে বলিতেছি যে রাজা যখন যুবরাজের সহিত  
 সমসেন নেহারের প্রেমের কথা শুনিয়া কিছু বলেন নাই তখন  
 মরণান্তে তাঁহারদের মৃত শরীর এক স্থানে থাকিলে এক  
 ভিজ ও দৃষ্ট হইবেন না।

রত্নবণিক এই কথার কোন উত্তর করিতে না পারিয়া দাসীর সঙ্গে সমসেন নেহারের মৃত দেহের ভজনার্থ গৌরস্থানে গেল, সেখানে দেখিল যে গৌরস্থানে মহা সমারোহ এবং বৌগদাদ ও চতুর্দিক বাসি আবাল বৃদ্ধ বনিতা নানা লোকেতে গৌরের চতুর্দিকে মহা জনতা করিয়া বসিয়া আছে, উদ্ভট আশ্চর্য্যাম্বিত হইল এবং জনতা নিমিত্ত গৌরের নিকট গমন করিতে না পারিয়া দূরে থাকিয়া শবের ভজনা করিয়া দাসীকে কহিল এখন আমার বোধ হইতেছে তুমি যে বিষয়ের প্রস্তাব করিয়াছিল তাহা অনায়াসে সম্মত হইতে পারিবে কেননা এই সকল লোক সমসেন নেহারের শুভাকাঙ্ক্ষী, ইহাদের নিকট রাজপুত্রের সহিত তাঁহার প্রেমের বিবরণ এবং তাঁহাদের উভয়ের এক সময়ে মৃত্যুর কথা প্রকাশ করিয়া কহিলে ইহারা উভয়ের এক স্থানে গৌর যাহাতে হয় তাহা করিবেন । রত্নজীবী দাসীকে ইহা কহিয়া উভয়ে চীৎকার করিয়া যুবরাজ এবং সমসেন নেহারের প্রেমের ও মরণের বিবরণ সকলের সাক্ষাতে প্রকাশ করিয়া কহিল । তাহা শুনিবামাত্র ঐ সমস্ত লোক যুবরাজের মাতাকে অগ্রসর হইয়া আনিবার জন্য নগর হইতে এক দিনের পথ পর্য্যন্ত গিয়া রাজপুত্রের শবের অগ্নে নগরের দ্বার পর্য্যন্ত শ্রেণী বদ্ধ হইয়া আসিল । রাজমাতা নগর দ্বারে আসিলে দাসী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নগর বাসি লোকেরদের অভিপ্রায় জ্ঞাপন পূর্ব্বক নিবেদন করিল যে নায়ক নায়িকার জীবদ্দশায় এক আত্মা ছিল মরণান্তে তাহাদের এক স্থানে গৌর হওয়া উচিত । অতএব যেখানে সমসেন নেহারের গৌর হইয়াছে সেই স্থানে যুবরাজের শব রক্ষার আজ্ঞা দেউন । রাজা তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইলেন । তাহাতে নগর বাসি উত্তম মধ্যম অধম তাবৎ লোক যুবরাজের শব আনয়ন করিয়া সমসেন নেহারের পাশে গৌর দিল । সেই সময়স্থি বৌগদাদ ঈশ্বর বাসি ও প্রবাসি ও নানা দেশীয় লোক যাহারা মহম্মদীয় ধর্ম্ম যাজন করে তাহারা ঐ গৌরের অতিশয় ভক্তি করে এবং সময়ে গিয়া তাহার পূজাও করে ।

এই গল্প সমাপনানন্তর শাহরজাদী কহিল হে মহারাজ কালেফ হারুনল রসিদের পরম প্রিয়তমা প্রেয়সী সমসেন নেহার এবং শ্রেষ্ঠ আলি এবনে বেকার পারস্য রাজকুমারের প্রেমের এই বিবরণ শুনাইলাম, আগামি রাত্রিতে অন্য এক আশ্চর্য উপন্যাস কহিব।

কামারল জমান রাজপুত্র এবং চীন দেশীয়  
রাজকন্যার প্রেমের কথা।

শাহরজাদী কহিতেছে, পারস্য দেশ হইতে বিংশতি দিবসের পথ ব্যবধানে মহা সমুদ্র মধ্য স্থিত খালেদান নামে কতকগুলি ক্ষুদ্র উপদ্বীপ আছে, তথায় শাহ জমান নামা এক রাজা ছিলেন। তিনি নিরুদ্ধেগে রাজ্য শাসন করিয়া পৃথিবীস্থ অন্য রাজগণাপেক্ষা অতিশয় বুদ্ধিযুক্ত ও বিখ্যাত হইলেন, কিন্তু যদিও তাঁহার চারি ধর্ম পত্নী এবং ষাট উপপত্নী ছিল তথাচ সমুদ্রান্তে স্বমরণানন্তর ইত্তরাধিকারি বিরহে রাজ্য উল্লিখ হইবার আশঙ্কায় সতত ভাবনাশ্রিত থাকিতেন। অনেক কাল পর্যন্ত তাঁহার এই ভাবনা মনেই ছিল। পরে এক দিবস প্রধান মন্ত্রিকে আজ্ঞা মনস্তাপের বিবরণ কহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে মন্ত্রিবর তুমি যদি ইহার কোন উপায় জ্ঞাত থাক তবে কহ। বিজ্ঞ মন্ত্রী সর্বিনয় বচনে নিবেদন করিল মহারাজ এই বিষয়ের উপায় মনুষ্যের জ্ঞান গম্য নহে, পরদৈত্যের আশঙ্কায় আমাদিগকে জ্ঞানাত্মক করিয়াছেন অর্থাৎ সকল বুদ্ধি দেন নাই, তাহার কারণ এই যে সৌভাগ্য অথবা শিবির মতে মন্তব্য প্রযুক্ত আমরা তাঁহাকে বিস্মৃত হইলেও বিপদ অথবা প্রয়োজন কালে তাঁহাকে স্মরণ করিব অর্থাৎ তাঁহাকেই স্মরণ করুন এবং মহারাজের এই বৃহৎ সাম্রাজ্য মধ্যে ঈশ্বরপরায়ণ ভূরি প্রজা আছে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ পরমেশ্বর প্রিয় থাকিতে পারেন, তাঁহারদিগের প্রার্থনায় অবশ্য মনস্কামনা সিদ্ধির সম্ভাবনা অর্থ দ্বারা তাঁহারদিগকে তুষ্ট করিয়া মহারাজের অধীক চিন্তায় অনন্তরূপ করা যাউক।

শাহ জমান ভূপতি মন্ত্রির এই পরামর্শ গ্রহণ করিয়া

তাহাকে সাধুবাদ করিলেন । পরে রাজ্যস্থ দেবালয় ও মন্দিরে প্রচুর ধন বিতরণ করিয়া তদধ্যক্ষগণকে আস্থান পূর্বক স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য স্বস্তায়ন করণে নিযুক্ত করিলেন । অনন্তর ঈশ্বরেচ্ছায় নয় মাসের মধ্যে রাজ্য মহিমোর গর্ভে এক পুত্র হইল । মহীপাল তাহাতে আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়া দেবালয় মন্দির ও ধর্ম শালায় পুনরায় বহুতর ধন বিতরণ করিয়া পরম সুন্দর পুত্রের নাম কামারল জমান ( অর্থাৎ তৎকালের চন্দ্র ) রাখিলেন ।

রাজকুমার চন্দ্রকলার নায় ক্রমে প্রবর্তমান হইলে রাজা তাহার বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত বিবিধ বিদ্যা বিশারদ বহু বহু-দর্শি শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন । ঐ সকল শিক্ষকেরা রাজকুমারকে নানা বিদ্যার উপদেশ দিতে লাগিলেন, এবং রাজপুত্র ও আপন স্বাভাবিক প্রথরতর বুদ্ধি যোগে তাহারদের উপদেশোপলক্ষে অল্পকালের মধ্যে নানা বিদ্যায় নিপুণ ও সম্রাতি এবং রাজনীতিতে বিশারদ হইলেন । পরে ক্রিষ্টি বয়ঃ বৃদ্ধি হইলে বুদ্ধ বিদ্যা ও অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাহাতেও অতিশয় পার্গ হইলেন । রাজপুত্রের এই সকল গুণ দেখিয়া রাজ্যস্থ তাবৎ প্রজা ও রাজা পরমানন্দিত হইলেন । পরে রাজতনয়ের বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বৎসর হইলে রাজা সেহ প্রযুক্ত তাহাকে যৌব-রাজ্যে অভিষিক্ত করণাভিলাষ করিয়া মন্ত্রিকে তদভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন মন্ত্রী সে অভিপ্রায় হইতে রাজাকে নিরস্ত না করিয়া বরং প্রকারান্তরে পোষকতা করিয়া কহিল হে রাজেন্দ্র অল্প বয়সে এতাদৃক রাজকুমারকে রাজ্য ভারার্পণ করা পরামর্শ সিদ্ধ হয় না । আপনি এই আশঙ্কা করিতেছেন যে যুবরাজ নিষ্কর্ম্য হইয়া থাকিলে কুনীতি হইবেন, কিন্তু আপনি রাজ-কুমারের বিবাহ দেউন, তাহা হইলে কুমার নিয়মের অতিক্রম করিতে পারিবেন না, এবং লাম্বট্য স্বভাব হইবারও আশঙ্কা থাকিবে না, অধিকন্তু তাহাকে রাজ সভায় থাকিতে আজ্ঞা হউক, তাহাতে রাজ্য শাসনের নীতি প্রকৃতি দেখিয়া সময়ে রাজ্য ভার গ্রহণে স্বয়ং যোগ্য হইবেন ।

রাজা মন্ত্রির পরামর্শানুসারে তৎক্ষণাৎ পুত্রকে স্বনিকটে আনয়নার্থ আজ্ঞা করিলেন । রাজকুমার নিয়মিত কালে পিতার নিকট গমন করিতেন অসময়ে হঠাৎ আহত হওয়াতে চমৎকৃত হইলেন । তৎপরে রাজ সভায় গিয়া পিতাকে প্রণাম করিয়া নম্র ভাবে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে ভূপতি জিজ্ঞাসা করিলেন হে পুত্র আমি তোমাকে কি জন্য এখন ডাকিয়াছি তাহা বুঝিয়াছ কি না । কুমার মৃদু ভাবে কহিলেন আমি অবগত হই নাই কি কারণ আহ্বান হইয়াছে আজ্ঞা করুন । রাজা কহিলেন আমি তোমার বিবাহ দিবার মনস্থ করিতেছি ইহাতে তোমার অভিপ্রায় কি । রাজকুমার পিতার এই বাক্যে স্তব্ধ হইয়া কিঞ্চিৎ কাল মৌনভাবে রহিলেন, পরে সুস্থির হইয়া কহিলেন হে জনক আমি যে আপনকার বাক্যে চমৎকৃত হইয়া উত্তর করিতে বিলম্ব করিলাম এজন্য অপরাধ মার্জনা করিতে আজ্ঞা হউক, কেননা আমি এমত বোধ করি নাই যে আমার তুল্য নবীন বালকের প্রতি এমত অসম্ভব প্রস্তাব সম্ভব বিশেষতঃ যদিও আমার বিবাহ হয় নাই তথাপি স্ত্রী লোক হইতে পুরুষ দিগের যে রূপ ক্লেশ হয় তাহা শ্রুত আছে এবং স্ত্রী জাতির চাতুরী ও দুষ্টতা এবং শঠতার বিবরণ নানা পুস্তকে পাঠ করিয়াছি, ইহাতেই দার পরিগ্রহ করিতে কোন মতে আমার বাসনা হয় না ।

রাজা পুত্রের এই কথা শুনিয়া তখন তাহাকে আর কোন কথা বলিলেন না, কিন্তু যাঁহাতে তাহার পরিণয়নে আঁধা জন্মে তাহার উপায় করিতে লাগিলেন । অনন্তর এক বৎসর অতীত হইলে, পুনর্বার পুত্রকে নিজ্জনে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে বৎস আমি গত বৎসর তোমার বিবাহের বিষয়ে প্রস্তাব করিয়া ছিলাম তাহার কি সন্নিবেচনা করিয়াছ, তুমি কি নিতান্তই বিবাহ করিবা না এবং তোমাকে অসংসারি দেখিয়াই কি আমাকে প্রাণ ত্যাগ করিতে হইবে । নৃপনন্দন উত্তর করিলেন হে পিতঃ তদ্বিষয়ে আমার সন্নিবেচনায় ক্রটি হয় নাই আমি অনেক বিবেচনা করিয়া শেষে এই প্রতিক্রিয়া করিয়াছি



পাণিগ্রহণ অকর্তব্য এই ক্ষণে যে অবস্থায় আছি এই অবস্থা-  
তেই জীবন যাপন করিব, স্ত্রী জাতি অতি অধম, তাহারদিগের  
হইতে পুরুষেরদের যে প্রকার অনিষ্ট ঘটে তাহা অনেক গ্রন্থে  
পাঠ করিয়াছি, এবং এই ক্ষণেও কত অঙ্গনার কুক্তিয়া করণে  
শুনিতেছি ও চক্ষে দেখিতেছি, তাহাতেই বিবাহে আমার অ-  
ভক্তি জন্মিয়াছে অতএব মহারাজ এবিষয়ের আর কোন প্রসঙ্গ  
করিবেন না । রাজপুত্র এই কথা বলিয়া ভক্তি পূর্বক পিতাকে  
প্রণাম করিয়া সভা হইতে প্রস্থান করিলেন ।

শাহজমান ভূপতি পুত্রের বিবাহ প্রতি এবস্ত্রকার উদাস্য  
বাণ্য অবশ্যে রাগান্বিত না হইয়া মস্ত্রিকে নির্জনে ডাকিয়া কহি-  
লেন হে মস্ত্রিন তুমি যে পরামর্শ কহিয়াছিলে তদনুরূপ করি-  
য়াছিলাম কিন্তু কামারুল জমান আমার ইচ্ছানুযায়ি কন্ম সম্মত  
হয় না বরঞ্চ এমত সাহস্কার বাণ্যে আপন প্রতিজ্ঞা প্রকাশ  
করিল যে তাহাতে আমি অত্যন্ত বিবেচনা করিয়া আত্ম ক্রোধ  
সম্বরণ করিয়াছি । পিতা মাতা সন্তান দিগকে সকল বিষয়ে  
আজ্ঞা করিতে পারেন তাহাতে কোন বিষয়ে যদি অপত্যের  
অঙ্গীকার করে তবে তাহারদিগের অতিশয় অপমান ও খেদের  
বিষয় হয় এই ক্ষণে এই দুর্মদ এবং মদভিপ্রায়ের প্রতি কলাচারী  
যুবরাজকে কি রূপে শুধরান যাইবেক বল দেখি । মস্ত্রী নিবেদন  
করিল মহারাজ অস্বা এক বৎসর যুবরাজকে এই বিষয় বিবে-  
চনা করিতে দেউন, যদিপি ঐ কাল গত হইলৈও আপনকার  
অভিমত কাঁথো অসম্মতি প্রকাশ করেন তবে সম্পূর্ণ রাজসভায়  
তাঁহাকে আস্থান করিয়া ঐ বিষয়ের প্রস্তাব করা যাইবেক  
তাহাতে বোধ হয় রাজকুমারের পূর্বে যে মন্ত্রীথাকুক পরিপূর্ণ  
সভায় মহারাজের অভিপ্রায়ের প্রতিকূল অন্য মত প্রকটন  
করিতে পারিবেন না ।

তদনন্তর শাহজমান মহীপাল মস্ত্রিকে বিদায় করিয়া যুব-  
রাজের, মাতা কতেমা রাণীর নিকট গমন করিলেন । রাজা  
রাণীর নিকট যুবরাজের বিবাহের কথা সর্বদা কহিতেন কিন্তু  
তদানীন্তন ব্যাপারে ক্ষুণ্ণ হইয়া সজল নয়নে মহিষীকে কহি-



লেন হে প্রিয়ে প্রধান মন্ত্রির পরামর্শানুসারে আমি এপর্যন্ত পুত্রের সম্মতি পাইবার অপেক্ষা করিয়া ছিলাম, কিন্তু তোমার তনয় আমার ইচ্ছিত বিষয়ে দ্বিতীয় বার অনঙ্গীকার করিল। আমি বোধ করি যুবরাজ আমা অপেক্ষা তোমার অধিক দাণ্ড্য অতএব কোন সময়ে তুমি তাহাকে এবিষয়ে প্রবৃত্তি প্রদান করিও তাহাতেও যদ্যপি বিবাহ করিতে সম্মত না হয় তবে আমাকে অন্যোপায় করিতে হইবে কিন্তু তাহাতে শেষে তাহার অশেষ মনস্তাপ জন্মিবে।

ফতেমা রাণী এক দিন যুবরাজের সাক্ষাৎ পাইয়া কহিলেন ওরে বাছা তুমি বিবাহ করিতে দ্বিতীয় বার অঙ্গীকার করিয়াছ তাহাতে রাজা অতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন। যুবরাজ কহিলেন জননি সে বিষয়ে আমাকে কোন কথা কহিবেন না, কেননা মনের দুঃখে আমার মুখ হইতে অমর্যাদার বাক্য নির্গত হইলে তাহাতে আবার আপনকার মনোদুঃখ হইবে। এই কথা শুনিয়া ফতেমা রাণী সে দিবস পুত্রকে আর কোন কথা বলিলেন না। কএক দিন পরে পুনর্বার তনয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইলে রাজমহিষী তাহাকে কহিলেন হে নন্দন দার পরিগ্রহের প্রতি তোমার এত ঘৃণ কেন, আমাকে বলিতে পার। কামারল জমান কহিলেন হে মাতঃ আপনি যে রূপ ধার্মিক ও বুদ্ধিমতী পরমেশ্বরেচ্ছায় এই পৃথিবী মণ্ডলে এমন অনেক নারী আছেন ইহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু লোকেরা কি বুদ্ধিতে ভাৰ্য্যা মনোনীত করে আমি তাহা বুঝিতে পারি নাই। অপর ভ্রাতৃত্ব বিবেচনা করা অতি কঠিন, সে জ্ঞান সকল লোকের থাকে না, পিতা আমার দার পরিগ্রহের নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যর্থ হইয়াছেন, যদি আমি বিবাহ করিতে সম্মত হই, তবে কোন নারী আমার ভাগ্যে পড়িবে তাহা আমি জ্ঞাত নহি, অনুমান হইতেছে নিকটস্থ কোন রাজাকে কন্যা দান করিতে কহিবেন, সে রাজা সম্ভ্রম বোধ করিয়া কন্যা প্রদান করিবেন। ঐ রাজকন্যা সুরূপা বা কুরূপা যাহা হউক তাহাকেই গ্রহণ করিতে হইবে ভাগ করিতে পারিব না

এবং যদিও নিরুপম সুন্দরী হয়, তথাপি তাহার কিং গণ অর্থাৎ সে প্রণয়িনী আমোদ নিপুণা সুখদা ইত্যাদি গুণবতী কিনা ও সদালাপ, শালিনী এবং নীচ ব্যক্তির মনোনিীত বস্ত্র ভূষণ বেশ' বিন্যাসাদি যে তুচ্ছ বিষয় তদালাপ বিরাগিণী কিনা এবং তাহার অহঙ্কার ও অভিমান ও অশিক্ষিতা প্রতি ঘৃণা আছে কিনা ও রুজ্বিন বস্ত্রে এবং অনাবশ্যক অলঙ্কারে ও অন্যান্য অনর্থক কস্মে পুরুষেরদিগের ধন অপব্যয় করিবে কিনা এসকল বলিতে কেহই পারিবেন না, অতএব বিবেচনা করিয়া দেখুন এসকল না জানিলে বিবাহে ঘৃণা হইতে পারে কিনা। এই কথা শুনিয়া রাণী তৎকালে আর কিছু বলিতে পারিলেন না, কিন্তু তাহার পর যখন সাক্ষাৎ হইত তখন তদ্বিষয় উত্থাপন করিয়া যাহাতে স্ত্রীলোকের প্রতি রাজপুত্রের শ্রদ্ধা জন্মে এমত অনেক প্রসঙ্গ কহিতেন পরন্তু যুবরাজের প্রতিজ্ঞা সেই রূপ স্থির রহিল, রাজরাণী যাহা বলিতেন রাজকুমার তাহার সদুত্তর করিয়া তাঁহাকে নিরুত্তর করিতেন।

এই প্রকারে সে বৎসর গত হইলে এক দিবস প্রধান মন্ত্রী ও অন্যান্য অমাত্য ও রাজসভা এবং রাজকর্মকারক ও সৈন্য-খক্গ গণ এবং কুলীন সকলে রাজসভাতে উপস্থিত আছেন এমত সময়ে রাজ্যু নিজ কুমারকে আহ্বান করিয়া কহিলেন হে বৎস অনেক দিবস হইতে আমি তোমার বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হইয়াছি, এত দিন পর্য্যন্ত আশা করিয়াছিলাম যে তুমি আমার বাসনা সফল করিবা, কিন্তু সে আশায় তুমি আমাকে নিরাস করিয়াছ, অতএব আর কালক্ষেপ করিতে না পারিয়া আমি তোমাকে সভাস্থ সকলের সমক্ষে সেই কথা পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিতেছি অধুনা তুমি বিবেচনা কর বিবাহ করিলে তুমি যে কেবল আমাকে তুষ্ট করিবে এমত নহে, দেশ হিতৈষি প্রজাগণ ও তাহাতে অহ্লাদিত হইবেন, অতএব বিবাহ করিবা কিনা, সভাস্থ সকলের সম্মুখে তাহা প্রকাশ করিয়া বল, তৎপরে আমার যাহা কর্তব্য তাহা করিব। এই কথায় রাজ-

কিশোর অতি কঠিন উত্তর করিলেন, তাহাতে ভূপতি পূর্ণ সভায় আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া বলিলেন কি রে কুসন্তান তোর এত অঙ্গর্হা আমাকে এ রূপ বাক্য কহিস্, এহরিরাকে আহিস্ রে, ইহাকে লইয়া যা। এই কথা বলিয়া মাজ খোজাগণ রাজনন্দনকে ধরিয়া তখনি এক অলোকালয় নির্জন পুরাতন শিবিরে লইয়া গেল, এবং তথায় এক শয্যা ও কএক খান পুস্তক ও তৈজস এবং সেবার জন্য এক জন দাস মাজ দিয়া যুবরাজকে বদ্ধ করিয়া রাখিল।

এই প্রকারে কামারল জমান যদিও স্বাধীনত্ব বর্জিত হইলেন তথাপি পুস্তকের সহিত আলাপ করিতে বাধা ছিল না একারণ একাকী থাকাতেও তাঁহার বড় ক্লেশ বোধ হইল না। তিনি রাজবাটীতে থাকিয়া সন্ধ্যাকালে যে রূপ স্নান ও ভজনা করিয়া কোরাণ পাঠ করিতেন কারা মধ্যেও তদ্রূপ নিয়ম পালন করিলেন। তদনন্তর বস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া নিদ্রা গেলেন, ঘরের মধ্যে প্রদীপ জ্বলিত লাগিল এবং দাস দ্বারে শয়ন করিয়া থাকিল।

ঐ শিবিরে এক কূপ ছিল, তন্মধ্যে দামরিয়াল নামক দৈত্য রাজের কন্যা মাইমোনি নামী এক পরী থাকিত। সেই পরী নিত্য দুই প্রহর রাজির সময় কূপ হইতে বাহির হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিতে যাইত। ঐ দিবস রাজপুত্রের ঘরে আলোক দেখিয়া বিস্ময়াবহিত চিত্তে দ্বারে নিদ্রিত দাসকে উল্লঙ্ঘন করিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। রাজকুমার অত্যন্তম শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু পরী শয্যার পারিপাট্যের প্রতি মনোযোগ না করিয়া তদুপরি সুপ রাজকিশোরকে দেখিয়া অতিশয় চমকিত হইল। রাজনন্দন অন্ধ্রক মুখ বসনে আচ্ছাদন করিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। পরন্তু ঐ পরী তাঁহার অর্দ্ধাচ্ছাদিত বদনাবলোকনেও বোধ করিল যে পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া কুজাপি তদ্রূপ রূপবান পুরুষ দেখে নাই। অতএব মনে কহিল হায় কি সুন্দর পুরুষ দেখিলাম, যখন এব্যক্তি চক্ষুরুন্মীলন করিবে তখন বিধাতার ক্ষেত্র মধ্যে ইহাকে কি আশ্চর্য্য রহস্য জ্ঞান হইবেক,

হায় ইহার এমত কি গুরুতর অপরাধ হইয়াছিল যে রাজা ইহাকে এমন নিজ্জন স্থানে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন ।

পরী সুকুমার রাজকুমারের কপের একপা প্রশংসা করিয়াই যে ক্রান্ত হইল এমত নহে, রাজপুত্রের বদনাচ্ছাদন খুলিয়া ধীরে তাহার সুকোমল বদন ও কপোল চুম্বন করিয়া পুনরায় তদ্বস্ত্রে মুখ আচ্ছাদিত করিয়া আকাশ পথে উড়িয়ায়মানা হইল । কতক দূরে গিয়া দেখিল যে ঈশ্বর বিদ্রোহী এক দৈত্য যাইতেছে, ঐ দৈত্য শিমহোরাসের পুত্র, তাহার নাম দানহাস, মাইমোনী পরী সোলমানের দল ভুক্তা ইহা সেই দৈত্য অবগত ছিল এবং ঈশরের প্রতি তাহার দৃঢ় ভক্তি জানিয়া তাহাকে ভয় করিত, অতএব তাহাকে দূর হইতে দেখিয়া ভয়ে পালাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু একেবারে মাইমোনীর সম্মুখে পড়াতে পলাইতে না পারিয়া অতিশয় নম্রভাবে কহিল হে বরগীয়া মাইমোনী তোমাকে অভিবাদন করি, তুমি পরমেশ্বরের শপথ পুরঃসর আমাকে বল যে আমার প্রতি কোন অহিতাচরণ করিব না, এবং আমিও অঙ্গীকার করিতেছি যে তোমার কোন অনিষ্টাচরণ করিব না । মাইমোনী কহিল অরে দৈত্যাধম তই আমার কি করিতে পারিস্ যে আমি তোকে ভয় করিব । কিন্তু তুই আমার নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা করিলি এজন্য আমি তোকে বলিতেছি আমি তোমার কোন মন্দ করিব না, ওরে ভ্রমণশীল প্রেত বল দেখি তুই কোথা হইতে আসিতেছিস্, ও কোথায় কি আশ্চর্য দেখিয়াছিস্, ও কাহার কি অনিষ্ট করিয়াছিস্ । দানহাস দানব কহিল হে সুন্দরি উপযুক্ত সময়ে তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইল অতএব এক অদ্ভুত ব্যাপার বলি শ্রবণ কর ।

চীন দেশের রাজকন্যার কথা ।

দানহাস কহিল, আমি এই ব্রহ্মাণ্ডের অর্দ্ধ খণ্ডের শেষ উপ-  
দ্বীপের নিকটস্থ চীন দেশ হইতে আগমন করিতেছি । দৈত্য  
এই কথা বলিতে বলিতেই কন্নাশিত কলেবর এবং ভয়ে বাক্য  
শূন্য হইতে লাগিল অতএব কষ্টসূচক কহিল হে সুন্দরি তোমার

দর্শনে এখনও আমার শঙ্কা দূর হয় নাই, তুমি পুনর্বার অঙ্গী-  
কার করিয়া বল যে আমাকে মার্জনা করিবে এবং আমার কথা  
শেষ হইলে আমাকে যথেষ্ট গমন করিতে দিবে এই অভয়  
দান করিলে আমি তোমার শুভ্রাষা তৃপ্তি করিতে সাহস পাই।  
মাইমোনি পরী বলিল ওরে পাপিষ্ঠ দানব বল, কিছু ভয় নাই,  
কিন্তু মিথ্যা বলিস্ না তাহা হইলে তোমার ডানা পাখা ছিঁড়িয়া  
একাকার করিব। দানহাস এই কথায় কিঞ্চিৎ সাহস পাইয়া  
বলিল হে ঠাকুরাণি আমি সত্য ভিন্ন অসত্য কিছুই বলিব না,  
তুমি মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ কর। আমি চীন দেশ হইতে  
আসিতেছি, তুমি অবশ্যই জান ঐ রাজ্য পৃথিবী মধ্যে অতি  
প্রকাণ্ড ও পরাক্রান্ত। ঐ রাজ্যের বর্তমান গায়র নামক রাজার  
বেদোয়া নামী এক কন্যা আছে, তাহার এমত অপকৃপ কৃপ যে  
বুঝি দিবাকরও তদ্রূপ কৃপ ধরণী মণ্ডলে আর দেখেন নাই।  
রাজা কন্যার বাস স্থানের নিমিত্ত সাত মহল এক অট্টালিকা  
নিৰ্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন তাহা অতি আশ্চর্য্য ও অদ্বিতীয়,  
প্রথম বাটী স্ফটিকের দ্বারা নিৰ্ম্মিত, দ্বিতীয় পিতলের, তৃতীয়  
উত্তম পোলাদা লোহার, চতুর্থ পূর্বাপেক্ষা বহু মূল্য পিতলের,  
পঞ্চম পরস মণির, ষষ্ঠ রূপার, সপ্তম স্বর্ণের।

অপর ঐ রাজকুমারীর সৌন্দর্য্য সৌরভে চীন রাজ্যের  
নিকটস্থ ভূপতিগণ তাহাকে বিবাহ করিবার আনন্দে দূত  
প্রেরণ করিতেছেন, কিন্তু চীনাধিপতি এই প্রতিজ্ঞা করিয়া-  
ছেন যে তনয়ার অনভিমতে কাহার সহিত তাহার বিবাহ  
দিবেন না, এবং কন্যাও বিবাহে অসম্মতা আছেন সুতরাং  
রাজদূত গণ নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যায়। ইতি মধ্যে এক জন  
মহা ঐশ্বর্য্য শালী পরাক্রান্ত রাজনন্দনের দূত সমাগত হইয়া-  
ছিল, চীনাধিপতি ঐ দূতের যথেষ্ট সমাদর করিয়া ছিলেন,  
এবং ঐ রাজপুত্রের সহিত বিবাহার্থে স্বীয় নন্দিনীকে নানা  
প্রকার অনুরোধ করিয়া ছিলেন, কিন্তু রাজবালা তাহাতে সম্মতা  
না হইয়া পিতাকে কহেন যে এবিষয়ে আপনি ক্ষান্ত থাকুন। এই  
কথা শুনিয়াও রাজা কন্যাকে পুনঃ অনুরোধ করিয়াছেন কিন্তু

কন্যা তাহা স্বীকার করা দূরে থাকুক পিতাকে যে রূপ মান্য করিতে হয় ক্রোধ বশতঃ তাহাও বিস্মরণ হইয়া বলিয়াছেন যে পিতঃ বিবাহের কথা বলিয়া আপনি অমাকে আর বিরক্ত করি বেন না, যদিও পুনর্বার বলেন তবে আত্মহত্যা দ্বারা আপনীর বাক্য যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইব। চীনেস্বর দূহিতার এই প্রকার বাক্যে উন্মাদিত হইয়া বলিয়াছেন কন্যা তুমি উন্মত্তা হইয়াছ অতএব অদ্যাবধি তোমার প্রতি উন্মাদের ন্যায় ব্যবহার করিতে হইল। রাজা ইহা বলিয়া তৎক্ষণাৎ কন্যাকে উক্ত সাত মহল বাটীর মধ্যে এক মহলে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, এবং তাঁহার সেবার্থ দশ জন প্রাচীনা পরিচারিণী মাত্র দিয়াছেন তন্মধ্যে রাজকন্যার খাদীও আছে।

তদনন্তর যে সকল রাজারা রাজকন্যাকে বিবাহ করণাভিলাষে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন তাঁহারা ক্ষুণ্ণ না হয়েন এজন্য চীনাধিপতি দূত দ্বারা সর্বত্র এই কথা প্রচার করিলেন যে আমার কন্যা ক্ষিপ্তা হইয়াছে, এবং নগরে এই ঘোষণা করাইলেন যে ব্যক্তি কন্যার রোগ মুক্ত করিবে তাহাকে শ্রমের পুরস্কার স্বরূপ ঐ কন্যাই প্রদান করা যাইবেক।

দানহাস এই কথা সমাপন করিয়া কহিল যে অপরাধী মাইমোনী আমি ঐ রাজকন্যাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি এবং যাহা কহিলাম সমুদায় সত্য, তুমি যদি ঐ রাজকন্যাকে দেখ তবে আমার কথায় প্রত্যয় করিবে বরঞ্চ আমার সঙ্গে আইস আমি তোমাকে লইয়া তাহাকে দেখাইতেছি, ঐ রাজকন্যাকে দেখিলে তোমার মনের সন্দেহ দূর হইবেক। মাইমোনী দানহাসের কথায় কোন উত্তর না করিয়া কিয়ৎ কাল হাস্য করিতে লাগিল। দানহাস তদ্ব্যবহার করিতে না পারিয়া মহা চমৎকৃত হইল। মাইমোনী অনেক ক্ষণ হাস্য করিয়া কহিল ভাল ভাল ওরে দৈত্য বড় ভাল, তুই বোধ করিয়াছিস যে তুই যাহা কহিলি তাহা দিখাস করিব, আমি অনুমান করিয়াছিলাম তুই কোন এক আশ্চর্য্য কথা বলিবি, কিন্তু কেবল একটা উন্মত্তা বালিকার বিবরণ বলিলি, হি হি, ওরে হতভাগা

দৈত্য, আমি যে এক পরম সুন্দর সুকুমার রাজকুমারকে দেখিয়া আসিলাম তাহাকে আমি অত্যন্ত সুহ করি তুই যদি তাহাকে দেখিস্ তবে কি বলিবি আমি তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না । আমার দৃঢ় প্রত্যয় আছে যে ঐ রাজকুমারের সহিত তোমার রাজকন্যার তুলনা করিলে তুই এই ক্ষণেই পরাভব মানিবি । দানহাস জিজ্ঞাসা করিল হে মনোলোভা মাইমোনী তুমি কোন রাজপুত্রের কথা বলিতেছ । মাইমোনী উত্তর করিল শুন, তোমার রাজকন্যার যে রূপ ঘটিয়াছে এই রাজকুমারেরও তদ্রূপ ঘটনা হইয়াছে, এ রাজপুত্রও বিবাহ করিতে চাহেন নাই তাহাতে তাঁহার পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া আমি যে পুরাতন দুর্গে বাস করি তথায় তাঁহাকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, আমি এই মুহূর্ত্তে তাঁহার রূপ লাভ্য দেখিয়া মোহিত হইয়া তথা হইতে আসিতেছি । ভাল তুই তোমার রাজনন্দিনীকে আনিয়া আমার রাজনন্দনের নিকট শয্যাতে রাখ দেখি, তাহা হইলে উভয়কে প্রত্যক্ষ দেখিলে আমারদের বিবাদ ভঞ্জন হইবে ।

দানহাস দানব পরীর এই বাক্যে তৎক্ষণাৎ চীন দেশে গমন করিল, এবং মুহূর্ত্তেকের মধ্যে অতিশয় দ্রুত বেগে সুন্দরী রাজকুমারীকে নিদ্রিতাবস্থায় আনিয়া উপস্থিত করিল । পরী রাজকন্যাকে যুবরাজ কামারল জামানের শয়নাগারে লইয়া গিয়া তাহাকে রাজকুমারের নিকট শয়ন করাইল । তদনন্তর কুমার অধিক সুন্দর কি কুমারী অধিক সুন্দরী এই কথা লইয়া ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল । পরী বলিল রাজপুত্র অধিক সুন্দর, দৈত্য কহিল তাহা নহে রাজকন্যা অধিক সুন্দরী । এই বিবাদের মোমাংসা না হওয়াতে মধ্যস্থের দ্বারা বিবাদ ভঞ্জে উভয়ে সন্তুষ্ট হইল । পরে মাইমোনী ধরণীতে পদাঘাত করিল, তাহাতে মৃত্তিকা বিদীর্ণ করিয়া খণ্ড খণ্ড টেরা মস্তকে ছয় শৃঙ্গ ও হস্ত পদে দীর্ঘ নখ বিশিষ্ট প্রকাণ্ড শরীর এক দৈত্য নির্গত হইল, সেই দৈত্য নির্গত হইবা মাত্র মৃত্তিকা পূর্ববৎ সমান হইয়া গেল । দৈত্য পরীকে দেখিয়া সর্কাজ প্রণিপাত



পূর্বক গাত্রোথানানন্তর পাতিত জানু হইয়া করপুটে জিজ্ঞাসা করিল ঠাকুরাণি আমাকে কি জন্য স্মরণ করিলেন আজ্ঞা করুন। মাইমোনী বলিল ওরে কাশকাশ, দানহাসের সঙ্গে আমার একটা বিবাদ, উপস্থিত হইয়াছে, তন্নিষ্পত্তির নিমিত্ত আমি তোকে ডাকিয়াছি, তুই এই শয্যাস্থিত যুবক যুবতীকে দৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে কে অধিক সুন্দর ইহা অপক্লপাতে বল্ দেখি। কাশকাশ যুবরাজ ও রাজকুমারীর রূপ দর্শনে অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া অনেক ক্লণ পর্যন্ত মনোযোগ পূর্বক দেখিল, কিন্তু উভয়ের তুল্য আকার ও রূপ দেখিয়া কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া মাইমোনীকে বলিল, হে ঠাকুরাণি এই দুই ব্যক্তির তুল্য রূপ কিছু প্রভেদ বোধ হয় না, অতএব ইহারদিগের এক জনকে এক তিল অধিক সুন্দর বলিলে আপনাকে প্রতারণা করা হইবে এবং আমি আপনকার নিকট বিশ্বাস যাতক হইব একারণ যদি ইহারদিগের রূপের ন্যূনাধিক্য জানা আবশ্যক হয় তবে এক গরা মর্শ বলি, একেই ইহারদের উভয়ের নিদ্রা ভঙ্গ করুন, নিদ্রা ভঙ্গ হইলে এক জন আর এক জনকে দেখিবে তাহাতে যে জন অন্য জনকে দেখিয়া অধিক উৎসুক ও ব্যগ্রতা ও রিপূর প্রাবল্য প্রকাশ করিবে তাহাকেই কোন অংশে কিঞ্চিৎ নূন সুন্দর বলা যাইবে। কাশকাশের এই পরামর্শে মাইমোনী ও দানহাস উভয়ে সম্মত হইল। পরে মাইমোনী এক মক্ষিকা রূপ ধারণ করিয়া যুবরাজের ক্ষুদ্রে একপেছল ফুটাইল যে তাহাতে যুবরাজ চমকিয়া উঠিয়া নিদ্রাবেশে দংশিত স্থানে হাত বুলাইতে লাগিলেন। মাইমোনী সেই সময়ে স্বাভাবিক রূপ ধারণ করিয়া ঐ দুই দৈত্যের ন্যায় অদৃষ্ট হইয়া সুপ্তোস্থিত রাজকুমার কিকরেন দেখিতে লাগিল। পরে রাজপুত্র যেমন হস্ত টানিয়া লইবেন তেমনি রাজকন্যার হস্তের উপর তাঁহার হস্ত পড়িতে চক্করঝলন করিয়া দেখিলেন যে অত্যন্ত মনোহরা নিরুপমা পরম সুন্দরী ষোড়শী এক যুবতী তাঁহার পাশ্বে শয়ন করিয়া আছে। ইহাতে কামারুল জমান যে কামায়ির মর্ম্ম তৎকাল পর্য্যন্ত জ্ঞাত ছিলেন না এবং যাহার পরাক্রম ইহাতে আপ-



না কে তাদৃক যত্ন পূর্বক রক্ষা করিয়া ছিলেন সেই কামাগ্নি একে-  
বারে তাঁহার হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল । যুবরাজ অনঙ্গ  
উন্মত্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন আহা কি সুন্দরী ! কি অপ-  
কপ কপ লাভন্য ! উঃ প্রাণ ! হাঃ মন ! এবল্লকার প্রেমোক্তি পূর্বক  
রাজ কন্যার গণ্ড দেশে ও কপোলে এবং মুখে অতি দৃঢ়তর  
চুষন করিলেন । রাজ কন্যা দানহাসের মোহেতে অসাধারণ  
সুসুপ্তি অবস্থাপন্ন হইয়াছিলেন এজন্য তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল  
না । সেই প্রকার নিদ্রাবস্থাতেই রহিলেন । রাজনন্দন তাহা  
দেখিয়া কহিলেন হে ললনে কামারল জমান তোমার প্রেমদাস,  
প্রেমের এত চিহ্ন দেখাইতেছে তথাপি তোমার চৈতন্য কেন  
হইতেছে না । তুমি যে হও কোন মতে আমি তোমার প্রেমের  
অযোগ্য পাত্র নহি । তদনন্তর পুনর্বার রাজকন্যার নিদ্রাভঙ্গ  
করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু জাগ্রত করিতে অক্ষম হইয়া  
বলিলেন পিতা কি এই রাজকন্যার সহিত আমার বিবাহ  
দিতে চাহিয়াছিলেন, হায় হায় তবে তিনি আনাকে পূর্বে কেন  
ইহাকে দেখান নাই, তাহা না করিয়া বড়ই কুকর্ম করিয়াছেন ।  
এই কপ বিলাপ করিয়া যুবরাজ পুনরায় মহীপাল বালার চৈ-  
তন্য করিতে উদ্যত হইলেন এবং মনে ভাবিলেন যে বিবাহে  
আমার যথার্থ ঘৃণা আছে কি না তাহা পরীক্ষার নিমিত্ত বুলি  
পিতা এই সুন্দরীকে আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, যাহাই  
হউক, এই কামিনীর স্মরণার্থ আমি ইহার অঙ্গুরী লইয়া  
রাখি । এই কথা বলিয়া ধীরে কামিনীর অঙ্গুরী হইতে অঙ্গু-  
রিকা মোচন করিয়া লইয়া স্বীয় অঙ্গুরীয়ক তাহার হস্তে  
দিলেন, তৎপরে দৈত্যদিগের মায়াতে নিদ্রায় অভিভূত  
হইলেন ।

রাজপুত্রের নিদ্রা হইবা 'মাত্র দানহাস মক্ষিকাকপ'ধারণ  
করিয়া রাজকন্যার ওষ্ঠে দংশন করিল, তাহাতে রাজবালার  
নিদ্রা ভঙ্গ হইলে তিনি একেবারে উঠিয়া বসিয়া দেখিলেন যে  
ঐশ্য্যায় তাঁহার নিকটে এক পুরুষ শয়ন করিয়া আছে, ইহাতে  
প্রথমত অর্ভাক্ষ বিস্ময়াপন্ন হইলেন, পরে যুবরাজের অপকপ

রূপ দর্শনে প্রকল চিত্তে বলিতে লাগিলেন যে ইহার সঙ্গেই কি পিতা আমার বিবাহের সম্বন্ধ করিয়াছিলেন, হায়! আমি কি দুর্ভাগা, ইহা পূর্বে জানিতে পারি নাই, তাহা হইলে তাঁহার বাক্য কদাচঁ হুলন করিতাম না। এবং এমত স্বামির আনিজনে কখনও বঞ্চিত থাকিতাম না। পরে রাজকুমারের অঙ্গে হস্ত দিয়া কহিলেন হে কান্ত উঠে বিবাহের শুভ রাজিতে এত নিদ্রা কেন। তৎপরে যুবরাজের নিদ্রা ভঙ্গ নিমিত্ত অত্যন্ত বলে হস্ত চালন করিতে লাগিলেন কিন্তু তিনি মায়া নিদ্রায় মোহিত এ-জন্য নিদ্রা ভঙ্গ করিতে পারিলেন না। তদনন্তর রাজনন্দনের হস্ত ধরিয়া চুম্বন কালে দেখিলেন যে তাঁহার হস্তে আপনার অঙ্গুরী তুল্য এক অঙ্গুরী রহিয়াছে তাহাতে আপন হস্তের প্রতি দৃষ্টি করিয়া অন্য অঙ্গুরিকা দেখিয়া অনুমান করিলেন যে এই ব্যক্তির হস্তে যে অঙ্গুরী তাহা আমারই হইবেক। অনন্তর রাজপুত্রকে ইচ্ছানুসারে চুম্বন করিতে তঁহারও নিদ্রাকর্ষণ হইল।

যখন মাইমোনি দেখিল যে রাজকন্যা রাজপুত্রকে জাগাই-বার জন্য এত যত্ন করিল তখন সাহস্কার বাক্যে দানহাসকে বলিল দেখ রে পাপিষ্ঠ দেখ, তুই কি বলিয়া ছিলি, তোর রাজ-নন্দিনী আমার রাজকুমারের অপেক্ষা অধম, এখন ইহা প্রত্যয় হইল কি না। ইহা বলিয়া কাশকাশকে বলিল যে তোমার পরি-শ্রমে আমি যথেষ্ট বাঞ্ছিত হইলাম এবং দানহাসকে বলিল যে রাজকুমারীকে যেখান হইতে আনিয়াছিলি সেই খানে লইয়া যাঁ। এই কথায় দৈত্যদ্বয় রাজনন্দিনীকে লইয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল এবং মাইমোনি ঐ বাটীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

কামারল জমান পর দিন প্রত্যয়ে নিদ্রা ভঙ্গের পর যখন দেখিলেন যে সেই কামিনী তাঁহার নিকটে নাই তখন ভাবি-লেন যে পিতা আমার সঁহিত চাতুরী করিয়াছেন। পরে যে দাস দ্বারে শয়ন করিয়াছিল তাহাকে ডাকাতে সে জল এবং মুখ প্রক্ষালনের এক পাত্র আনিয়া দিল। রাজপুত্র মুখ প্রক্ষা-

মনানন্তর ভজনাদি করিয়া কিঞ্চিৎকাল পুস্তক পাঠ করিলেন, তৎপরে আরও নিত্য কর্ম সমাপন করিয়া দাসকে বলিলেন আমি তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি তুই সত্য কহিস্ গত রাত্রি যে নারী আমার শয্যাতে শয়ন করিয়াছিল বল দেখি সে কি প্রকারে এখানে আইল, ও তাহাকে কে আনিয়াছিল। ভৃত্য এই বাক্যে বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিল আপনি কোন জ্ঞীর কথা বলিতেছেন? যুবরাজ বলিলেন যে জ্ঞী গত রাত্রিতে আগতা অথবা আনীতা হইয়া আমার পাশে শয়ন করিয়াছিল। দাস কহিল ধর্ম্যবতার, আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি আমি তাহার প্রসঙ্গ কিছুই জানি না, আর আমি দ্বারে শয়ন করিয়াছিলাম আমার অজ্ঞাতসারে এখানে কে আসিতে পারিবে। তখন ভূপালতনয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন ওরে মিথ্যাবাদী তুই বেটাও ঐ কুমন্ত্রণায় সংশ্লিষ্ট হইয়াছিস্, ইহা বলিয়া এক চপেটাঘাত করিলেন তাহাতে কিস্কর ধরাবলুণ্ঠিত হইলে সেই অবস্থাতেই যুবরাজ তাহার উপর পদাঘাত করিলেন, তৎপরে কূপের রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া কূপে ডুবাইতে লাগিলেন, আর কহিলেন অরে বেটা সেই রূপবতী কোথায় ও কোন ব্যক্তি তাহাকে আনিয়াছিল শীঘ্র বল নতুবা তোকে ডুবাইয়া মারিব। ইহাতে ভৃত্য হত জ্ঞান ও মৃত প্রায় হইয়া বিবেচনা করিল 'রাজকুমার প্রবল দুঃখের আবেশে হতবুদ্ধি হইয়াছেন, অতএব ইহার মিটক মিথ্যা না বলিলে কোন মতে পনিজ্ঞানের পন্থা নাই। মনে ইহা স্থির করিয়া মৃদুস্বরে বলিল হে প্রভু আমাকে নষ্ট করিবেন না, আমাকে কূপ হইতে তুলুন, আমি সত্যই বলিতেছি। এই কথায় রাজপুত্র তাহাকে কূপ হইতে উঠাইলেন। ভৃত্য কাঁপিতে বিনয়ান্বিত বচনে বলিল ধর্ম্যবতার আমি শীতে ক্লান্ত কলেবর হইয়াছি অবস্থায় সে সমস্ত কথা কি রূপে বলিব, আমাকে আজ বস্ত্র ত্যাগ করিতে দেউন তাহার পর সকল বৃত্তান্ত বলিতেছি। রাজনন্দন কহিলেধ তবে যা, কিন্তু শীঘ্র আসিয়া আমাকে তাবৎ বিবরণ বল। পরিচারক এই ছলে রাজপুত্রের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ বাটীর বাহি-

রে যাইয়া দ্বারে শিকল লাগাইয়া তদবস্থায় উর্দ্ধ্বাঙ্গে রাজ-সদনে গমন করিল । রাজা তৎকালে প্রধান মন্ত্রির সহিত একত্র বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন । দাস রোদন করিতে২ তাঁহার পদানন্ত হইল, তৎপরে গাত্রোথান করিয়া করপটে কহিল মহারাজ আমি বড় কুসম্বাদ লইয়া আসিয়াছি, রাজকিশোর উন্নত হইয়াছেন আর বলিতেছেন যে কোন্নারী গত রাত্রে তাঁহার নিকটে গিয়া শয়ন করিয়াছিল । অপর তিনি আমার যে দুর্দশা করিয়াছেন তাহা স্বচক্ষে দেখিতেছেন । পরে যুব-রাজ যাহা২ বলিয়াছিলেন ও যে২ রূপে তাহার পূর্ণগতি করিয়াছিলেন তাহা সমস্ত বলিল ।

রাজা একপ বিবাদ জনক ঘটনার আশঙ্কা করেন নাই, অতএব দাসের প্রমুখ্যে এই বৃত্তান্ত শুনিয়া মন্ত্রিকে কহিলেন এ আবার কি বিপদ উপস্থিত হইল, তুমি শীঘ্র গিয়া এবিষয়ের তথ্য জানিয়া আইস দেখি । মন্ত্রী আচ্ছামাত্র তৎক্ষণাৎ রাজপুত্রের বন্ধনশালায় গিয়া দেখিল যে যুবরাজ শয়ান বসিয়া শান্ত স্বভাবে পুস্তক পাঠ করিতেছেন । পরে নমস্কাতির পর মন্ত্রী রাজপুত্রের নিকটে বসিয়া কহিল, হে ভূপালতনয় আপনকার এক কিস্কর রাজ সমীপে গিয়া এমন এক কুসংবাদ কহিল যে রাজা তাহা শুনিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন ঐ কিস্করের অবশ্য দণ্ড করা কর্তব্য । রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন সে কি কুসম্বাদ ও তাহাতে এমন ভয়ের বিষয় কি ছিল যে পিতা তাহা শুনিয়া ভীত হইয়াছেন, আমি ঐ দাসের আচরণে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছি । মন্ত্রী কহিল সে আপনার যে২ কথা কহিল পরমেশ্বর করুন তাহা যেন সত্য না হয়, আপনাকে আমি স্বচক্ষে সুস্থ দেখিতেছি তাহাতে সর্ব্বৈব মিথ্যা বোধ হইতেছে, পরমেশ্বর আপনাকে এই ভাকেই রাখুন । রাজপুত্র কহিলেন অনুমান করি কিস্কর সকল কথা উত্তম রূপে বুঝাইয়া কহিতে পারে নাই । কিন্তু এইরূপে তুমি আসিয়াছ, ভাল হইল, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি, গত রাত্রে আমার নিকটে কোন্ সুন্দরী আসিয়া শয়ন করিয়াছিল । মন্ত্রী এই প্রশ্ন শুনিয়া

জগৎকাল অবাক হইয়া পরে কহিল আপনকার এই কথায় আমি  
 যে চমৎকৃত হইলাম ইহাতে আশ্চর্য্য বোধ করিবেন না, এই  
 দুর্গের দ্বার বদ্ধ থাকে এবং আপনকার শয়নাগারের দ্বারে  
 দাঁস শয়ন করিয়াছিল, অতএব বদ্ধ দ্বার ও শয়িত দাঁসকে  
 উল্লঙ্ঘন করিয়া কোন স্ত্রী অথবা কোন মনুষ্য এখানে আসিবে,  
 ইহা কি প্রকারেই বা সম্ভব। যুবরাজ কহিলেন আমি সে  
 কথা শুনি না, তুমি আমাকে বল, সে স্ত্রী কোথায়, যদি সহ-  
 মান্য না বল তবে অপমান করিয়া বলাইব। এই কটু কথায়  
 মন্ত্রী অত্যন্ত ভীত হইল, এবং আপনাকে কি রূপে পরিজ্ঞান  
 করিবে ও রাজকুমারের কিসে সান্ত্বনা হইবে তাহা মনে  
 চিন্তা করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল আপনি ঐ নারীকে  
 স্বচক্ষে দেখিয়াছেন কি না। রাজকিশোর বলিলেন হাঁ আমি  
 তাহাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি, এবং নিশ্চয়ই বোধ করিয়াছি যে  
 তুমি আমাকে প্রলোভ দেখাইবার নিমিত্ত তাহাকে প্রেরণ  
 করিয়াছিল। সে আপন কর্ম উত্তম রূপে সম্বাহন করিয়াছে,  
 কিন্তু আমি তাহার একটি কথাও শ্রবণ করিতে পাই নাই। মন্ত্রী  
 বলিল ধর্ম্মাবতার আমাকে যাহা বলুন কিন্তু আমার দ্বারা  
 এমন কর্ম হয় নাই, এবং রাজা অথবা আমি ঐ সুন্দরীর  
 বিষয় কিছুই জ্ঞাত নহি, অতএব বোধ হইতেছে আপনি স্বপ্ন  
 দেখিয়া থাকিবেন। এই কথায় যুবরাজ একেবারে রাগান্বিত  
 হইয়া কহিলেন, কি তুমি আমার সহিত কৌতুক করিতে আসি-  
 য়াছিস, ইহা বলিয়া তাহার দাড়ি ধরিয়া বিলক্ষণ মুষ্টি  
 প্রহার করিতে লাগিলেন। মন্ত্রী ধৈর্য্য পূর্ব্বক প্রহার সহ্য করিল  
 এবং প্রহার কালে মনে ভাবিল যে দাসের যে রূপ হইয়াছে  
 আমারও সেই রূপ হইল, কিন্তু অধিক অপমান প্রাপ্ত না হইয়া  
 যদি কোন রূপে পরিজ্ঞান পাই তাহা হইলেই পরম সৌভাগ্য,  
 অতএব মনোঃ অবসর চাহিল, পরে রাজপুত্র ক্রান্ত হইয়া  
 প্রহারে ক্রান্ত হইলেই কহিল আপনি যাহা সম্মেহ করিতেছেন  
 ইহাতে কোন গুঢ় তত্ত্ব আছে বটে আমি স্বীকার করি, কিন্তু  
 আপনি বিস্ময় জানেন যে রাজাজ্ঞা পালন করা মন্ত্রির

কর্তব্য কর্ম, অতএব আমাকে ছাড়িয়া দেউন, রাজাকে যে কথা বলিতে হয় আজ্ঞা করুন আমি গিয়া তাহা বলিতেছি । রাজকুমার বলিলেন তবে যা, তাহাকে গিয়া বল যে গত রাজে আমার নিকটে তিনি যে রমণীকে প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহাকে আমি বিবাহ করিব, আর তিনি যাহা বলেন তাহা আসিয়া আমাকে শীঘ্র বলুন মন্ত্রী অত্যন্ত ভক্তি পূর্বক যুবরাজকে প্রণাম করিয়া দুর্গের দ্বার রুদ্ধ করত বিরস বদনে রাজ সদনে গেল ।

মন্ত্রী উপস্থিত হইবা মাত্র ভূপাল জিজ্ঞাসা করিলেন কহ মন্ত্রী আমার পুত্রকে কি অবস্থায় দেখিয়া আসিলেন । মন্ত্রী বলিল মহারাজ আমার অবস্থা দেখিয়াই বিবেচনা করুন, দ্রাম আসিয়া যাহা বলিয়াছে তাহা সম্ভব হয়ই সম্ভব । পরে কামারল জমানের সহিত তাহার যে কথা বার্তা হইয়াছিল ও তিনি তাহাকে যে রূপ প্রহার করিয়াছিলেন ও যে কৌশলে তাহার নিকট হইতে পলাইয়া আইল তাহাও কহিল । শাহ জমান রাজা পুত্রকে অতিশয় স্নেহ করিতেন একারণ এই সকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ মন্ত্রিকে সঙ্গে লইয়া পুত্রের নিকটে গমন করিলেন । কামারল জমান পিতাকে দেখিয়া যথোচিত সম্মান করিলেন । রাজা পুত্রকে নিকটে বসাইয়া নানা প্রকার কথোপকথন করিতে লাগিলেন এবং তাহার কথা বার্তার দ্বারা কোন প্রকারে খুদ্বির বৈলক্ষ্য বোধ না হওয়াতে পুনঃ মন্ত্রির প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে রাজপুত্র হতজ্ঞান নহেন মন্ত্রির আশ্রয় নারি বুদ্ধিবার ভ্রান্তি হইয়াছিল । তদনন্তর ভূপাল নিজ তনয়কে ঐ রমণীর বিষয় এই রূপে জিজ্ঞাসা করিলেন । রাজা বলিলেন হে বৎস আমি শুনিতেছি গত রাজিতে কোন নারী না কি আসিয়া তোমার শয়নাতে শয়ন করিয়াছিল, বল দেখি সে কে । কামারল জমান কহিল মংশায় সে কথা বলিয়া আর কেন খেদ বৃদ্ধি করেন, যদ্যপি অনুগ্রহ করিয়া সেই মনোহরা রূপবতীর সহিত আমার বিবাহ দেন তবে সজীব হই, এই পর্য্যন্ত জী-

জাতির প্রতি আমার যে বৃথা ঘেঁষ ছিল তাহা সেই ললনা দর্শনে দূর হইয়াছে, এবং তাহার রূপে আমি একপ মোহিত হইয়াছি যে অবশেষে আমাকে আপনার হীনতা স্বীকার করিতে হইল। রাজা এই কথা শুনিয়া একেবারে চমৎকৃত হইলেন কুমারের কথা বার্তা দ্বারা পূর্বে যে প্রকার সুবুদ্ধিতা প্রকাশ হইত ঐ কথায় সমুদায় বিপরীত বোধ হইল। পরে রাজা কহিলেন হে পুত্র তোমার এ কথা আমাকে কেমন লাগিতেছে, যাহা হউক, এই যে রাজমুকুট আমার অবশুত্বমানে তোমার শিরু শোভা করিবে তাহা ঘৃণ করিয়া আমি কহিতেছি প্রস্তাবিত কামিনীর কোন প্রসঙ্গ আমি জানি না, যদি কোন রমণী তোমার নিকট আসিয়া থাকে তবে সে আমার অজ্ঞাত সারে আসিয়া থাকিবে। রাজপুত্র বলিলেন হে পিতা? আপনি যাহা বলিতেছেন যদি তাহাতে অবিশ্বাস করি তবে চির কাল আপনার অনুগ্রহের অপাত্র হইব, কিন্তু আমি যাহা নিবেদন করি তাহাতে প্রতিধান আজ্ঞা হউক।

তদনন্তর পূর্ব রাজিতে নিদ্রাভঙ্গের পরে যে সুন্দরীকে শয়নাবস্থায় দেখিয়া ছিলেন তাহার রূপ লাভণোর সবিশেষ বর্ণনা করিয়া তাহার প্রতি প্রেমাভিলাষে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ করিবার বিফল চেষ্টা ও তদনন্তর তাহার অঙ্গুরী পরিবর্তন তৎপরে পুনর্বার নিদ্রাভিত্ত হওন পর্যন্ত সমুদায় ব্যাপার পিতাকে কহিলেন, এবং তাহার অঙ্গুরী দেখাইয়া বলিলেন আপনি আমার হস্তাঙ্গুরী সর্বদা দেখিয়াছেন, অতএব এই অঙ্গুরী দেখিয়া আমার অজ্ঞানতা বা সজ্ঞানতা বিবেচনা করুন। শাহজহান রাজা ঐ অঙ্গুরী দর্শনে নিরুত্তর হইলেন। পরে যুবরাজ কহিলেন হে পিতা ঐ মনোহরা কামিনীকে দর্শন করিয়া আমার মন তাহার প্রতিই ধাবমান হইয়াছে, অতএব আপনি আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া তাহার সহিত আমার বিবাহ দেউন। রাজা কহিলেন হে নন্দন তোমার ঐ কথা শুনিয়া ও হস্তে অঙ্গুরী দেখিয়া আমি তোমার প্রেম যথার্থ জানিলাম, এবং তুমি ঐ মোহিনীকে দেখিয়াছ তাহাও বিশ্বাস



হইল অধিকন্তু তাহার সহিত মুহূর্ত্তকের জন্যও তোমার বিবাহ দিয়া আমি সুখী হই ইহাও আমার নিতান্ত বাসনা, কিন্তু তাহার নাম নিবাস কিছুই জানি না এবং সে কোথায় হইতে আইল এবং কোথায় গেল তাহাও অবগত নহি, অতএব কি প্রকারে ও কোথায় তাহার অন্বেষণ করিব ও কোথায় তাহাকে পাইব যদি পরমেশ্বর অনুকূল হয়েন তবেই ইহার উপায় হইতে পারে নতুবা এ আশীষ নিরাস হইয়া নৈরাশ্যে প্রাণ সমর্পণ করিতে হইবে ।

শাহজমান রাজা ইহা বলিয়া দর্গ হইতে পুত্রকে রাজবাটীতে লইয়া গেলেন । রাজপুত্র অজ্ঞাতা রমণীকে পাইবার নৈরাশ্যে পীড়িত হইয়া শয্যাগত হইলেন এবং রাজাও পুত্রের এই দুরবস্থা দেখিয়া সকল রাজ কর্ম পরিভাগ পূর্বক অহরহ তাহার নিকট বসিয়া রোদন করিতে লাগিলেন । ঐ স্থানে প্রধান মন্ত্রী ব্যতীত অন্য কাহার বাইবার অনুমতি ছিল না ।

কিয়ৎ কাল এই রূপে গত হইলে মন্ত্রী এক দিন রাজার নিকট আসিয়া নিবেদন করিল যে সভাস্থ পাত্র মিত্র অমাত্য গণ বহু দিবসাবধি মহারাজের অদর্শনে দুঃখিত আছেন, এবং বিচারের নিয়ম ভঙ্গ হেতু প্রজাগণও অসন্তুষ্ট হইতেছে ইহাতে অমঙ্গল ঘটনার অসম্ভব নহে অতএব মহারাজকে এক সম্ম-পরামর্শ কহি, মহারাজ সমস্ত তীরস্থ দুর্গে রাজকুমারকে লইয়া থাকুন এবং প্রতি সপ্তাহে দুই দিন মাত্র প্রজাগণকে দর্শন দেউন, তাহা হইলে উভয় পক্ষে মঙ্গল সম্ভাবনা, বিশেষতঃ ঐ স্থানের শোভা ও উত্তম বায়ুতে যুবরাজের পীড়া উপশম হইলেও হইতে পারিবেক । শাহজমান মন্ত্রির পরামর্শানুসারে উক্ত দুর্গ সুসজ্জিত করাইয়া যুবরাজকে লইয়া তথায় রাহিলেন এবং সপ্তাহে দিন ছয় ভিন্ন অহরহ তঁহার নিকট বসিয়া তদুপস্থিত হওত তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন ।

শাহজমান রাজার রাজধানীতে এই সকল ঘটনা হইতে লাগিল । এদিকে দানহাস দৈত্য চীন রাজার কন্যাকে লইয়া তাহার স্বীয় শয্যাতে শয়ন করাইয়া প্রস্থান করিলে নৃপতি সুতা



সমস্ত রাজি নিদ্রাবস্থাতে থাকিলেন । প্রভাতে গাজোখানান-  
নস্তর নিকটে কামারুল জমানকে না দেখিয়া উচ্চস্বরে পরিচারি-  
ণীগণকে ডাকিতে লাগিলেন । পরিচারিণীর তাহাতে ব্যস্তসমস্ত  
হইয়া তাহার নিকটে আসিল । রাজকন্যা কহিলেন, গত রজনীতে  
আমার পাশ্বে যে এক যুবক শয়ন করিয়াছিলেন তিনি কোথায়?  
রাজকন্যার খাজী বলিল ঠাকুরাণী কি কহিতেছেন বুঝিতে পারি  
না । রাজনন্দিনী বলিলেন মনোহর পরম সুন্দর এক যুবক পুরুষ  
গত যামিনীতে আমার নিকট শয়ন করিয়াছিল আমি অনেক  
যত্ন করিয়াও তাহার নিদ্রা ভঙ্গ করিতে পারি নাই, সেই সু-  
পুরুষ কোথায় বল । খাজী কহিল হে রাজকুমারি, এই সকল প্রশ্ন  
ছলে আপনি কি আমাদিগের সঙ্গে পরিহাস করিতেছেন । এই  
কথা শ্রবণ মাত্রে রাজকন্যা খাজীর কেশাকর্ষণ পূর্বক দুই তিন  
মুষ্টিকাঘাত করিয়া বলিল ও লো বড়া কুহকিনী, তামাশা পাই-  
য়াছিস্, সে যুবা কোথায় বল, নতুবা তোর মাথার খুলি ভাঙ্গি-  
য়া মজ্জা বাহির করিব । খাজী বহু প্রয়াস করিয়া কোন ক্রমে  
রাজকন্যার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া সজল নয়নে আরক্ত বদনে  
রোদন করিতে২ রাণীর সদনে দৌড়িয়া গেল । রাণী তাহার  
দুর্গতি দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন একি একি  
তোমার এ দরবস্থা কে করিল । খাজী বলিল ঠাকুরাণী আর  
কি জিজ্ঞাসা করেন ঠাকুর কন্যা আমার এই দুর্গতি করিয়াছেন  
ভাগ্যে আমি পলাইয়া আসিলাম, নতুবা আমার প্রাণ থাকিত  
না । তদনন্তর রাজকন্যার ঐচণ্ড রাগের সমুদায় কারণ কহিলে  
নৃপজায়া তাহা শুনিয়া আরো চমৎকৃত হইলেন, আর ভাবি-  
লেন যে কন্যা স্বপুকে যথার্থ জান করিয়া একপ উন্নতা  
ইয়া থাকিবেন ।

অনন্তর কন্যার প্রতি সেই বাহুল্য প্রযুক্ত সেই খাজীকেই  
সঙ্গে করিয়া তাহার নিকটে গেলেন এবং কন্যার শয্যাতে  
উপবেশন করিয়া তাহার শারীরিক কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া  
বলিলেন, হে তনয়ে তুমি খাজীর প্রতি কুপিতা হইয়া শাস্তি  
দিয়াছ কারণ কি, ওরে বাছা যাঁহার মহারাজের কন্যা হয়

তাহারদিগের কি এত রাগ করা উচিত। বেদৌরা বলিল ওগো মাতা ঠাকুরাণী আমি দেখিতেছি যে আপনিও আমার সহিত পরিহাস করিতে আসিয়াছেন, যাহা হউক, গত রাজ্যে আমার পর্য্যাপ্ত যে যুবক নায়ক শয়ন করিয়াছিল তাহাকে আনিয়া আমার সহিত বিবাহ দেউন। রাণী বলিলেন ও মা তুমি কোন্ যুবকের কথা বলিতেছ তাহা বুঝিতে পারি না। ভূপতিবাল্য ক্রোধাভাসে বলিলেন এখন বুঝিবেন কেন, যখন বিবাহ করিতে আমার ইচ্ছা ছিল না তখন আপনি ও পিতা পুনঃ পুনঃ বিবাহের কথা বলিতেন, এই ক্ষণে আমার বিবাহে স্মৃতি হইয়াছে এখন আপনারদের মনোযোগ কেন হইবে, পরন্তু ঐ যুবা ব্যক্তির সহিত আমার বিবাহ দিতেই হইবে, নতুবা আমি প্রাণ ত্যাগ করিব। রাজমহিষী দুহিতাকে বিধিমন্তে বুঝাইলেন এবং বলিলেন তুমি এবাটীতে একাকিনী আছ, কোন দিগে বায়ু নিঃসরণেরও পথ নাই, অতএব এখানে মনুষ্য কি প্রকারে আসিবে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি। রাজতনয়া জননী প্রবোধ বাক্য না শুনিয়া ক্রমে আরো উন্মাদিত হইতে লাগিল তাহাতে রাণী ভীত হইয়া রাজার নিকটে গিয়া সকল সম্বাদ কহিলেন। মহীপাল মহিষীর প্রমুখাৎ কন্যার বৃত্তান্ত শুনিয়া মহা বিস্ময় যুক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ কন্যার অন্তঃপুরে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন রাণী যাহা কহিলেন তাহা সত্য কি না। বেদৌরা কহিল হে পিতঃ সে কথায় প্রয়োজন নাই, যে যুবক গত নিশায় আমার শয্যাতে শয়ন করিয়াছিল আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে আনিয়া দেউন। চীনেশ্বর কহিলেন কেন্যে এ কিকথা বলিতেছ, তোমার নিকট গত রাজ্যে কোন্ পুরুষ শয়ন করিয়াছিল। রাজকন্যা বলিল তাহা কি আপনি জানেন না, ঐ পুরুষ অতি সুপুরুষ এবং এমত রূপবান যে সূর্য্যও বুঝি তদ্রূপ রূপ কখন দৃষ্টি করেন নাই, সেই নবীন নাগরকে আনিয়া আমার সঙ্গে বিবাহ দেউন, আমি তাহাকে দেখিয়াছি কি না তাহার প্রমাণ এই অঙ্গুরী আছে, দৃষ্টি করুন ইহা বলিয়া হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক করশাখায় রাজপুত্রের অঙ্গুরী

দেখাইলেন । রাজা তাহা দৃষ্টি করিয়া অধিক বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং মনে বিবেচনা করিলেন যে দুহিতাকে যাদৃশ উন্নাদাবস্থায় বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম তদপেক্ষা অধিক উন্নত্তা হইয়াছে, অতএব এখন ইহাকে কোন কথা কহিলে হিতে বিপরীত অর্থাৎ যদি আশ্রয়ান্তিনী হয় অথবা নিকটস্থ লোকের প্রতি অত্যাচার করে এই ভয়ে আর কিছু না কহিয়া তাহাকে শৃঙ্খলে বন্ধন করিয়া রাখিলেন এবং তাহার রক্ষণাবেক্ষণ নিমিত্ত বলবন্ত প্রহরী নিযুক্ত করিলেন, আর সেবার জন্য কেবল খাদ্য নিকটে রহিল । কিন্তু রাজকুমারীর রোগ তাহাতে শমতাপন্ন না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ইহাতে রাজা কোন উপায় না দেখিয়া সভাসদগণকে দুহিতার অবস্থা জানাইয়া বলিলেন যদি তাহারদিগের মধ্যে কেহ রাজকন্যার রোগোপশম ক্রম হয় তবে তাহাকে ঐ কন্যা সম্প্রদান করিবেন এবং আপন অবর্ত্তমানে তাহাকেই রাজ্যাধিকার দিবেন । এই কথা শুনিয়া কুহক বিদ্যায় নিপুণ এক বৃদ্ধ সভাসদ পরম সুন্দরী রাজকন্যার ও রাজ্যের লোভে লোলূপ হইয়া রাজকন্যাকে আরোগ্য করিব বলিয়া রাজ সমীপে নিবেদন করিল । রাজা তাহাতে মহা সন্তুষ্ট হইলেন কিন্তু শেষে কহিলেন যদি রোগ দূর না হয় তবে তোমার প্রাণ দণ্ড হইবে । ঐ প্রাচীন পারিষদ তাহাতেও স্বীকৃত হইল । পরে চীনেশ্বর তাহাকে কন্যার নিকট লইয়া গেলে বেদৌরা রাজসভাকে দেখিবা মাত্র বস্ত্রে মুখাচ্ছাদন করিয়া রাজাকে বলিল, হে জনক আপনি কোন অপরিচিত পুরুষকে এখানে আনিয়াছেন, ইহার মুখাবলোকন আমার ধর্ম্ম সম্মত নহে । ভূপতি কহিলেন, ইহাতে লজ্জা কি, ইনি আমার সভাস্থ, এবং ইনি তোমাকে বিবাহ করিবেন । নরেন্দ্রবালী কহিল, হে পিতঃ আপনি যাহাকে সমর্পণ করিয়াছেন ও যে ব্যক্তির অঙ্গুরী আমার হস্তে আছে এ ব্যক্তি সে নয় । হে জনক পুনর্বার অন্য পুরুষের সঙ্গে আমার বিবাহ দিবেন না ।

রাজসভা অনুমান করিয়াছিল রাজনন্দিনী কোন অদ্ভুত বিষয় বলিবেন, কিন্তু তাহার কথোপকথন দ্বারা দেখিল যে

প্রচণ্ড প্রেম পীড়া ব্যতীত তাহার অন্য কোন পীড়া নহে, ইহাতে অপ্রতিভ হইয়া রাজার চরণ ধারণ করিয়া বলিল, হে নরেন্দ্র রাজকুমারীর যে পীড়া দেখিতেছি ইহার ঔষধ আমার নিকট নাই, অতএব আমার জীবন আপনার ইচ্ছাধীন যেমন অভি-প্রায় হয় করুন। ভূপাল দেখিলেন যে সে ব্যক্তি নিতান্ত মূঢ় এবং তাঁহাকে নিরর্থক, ক্রেশ দিল, অতএব কুপিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার শিরশ্ছেদ করিতে আজ্ঞা দিলেন।

পরে রাজা দুহিতার আরোগ্য নিমিত্ত মহা উদ্বিগ্ন হইয়া নগর মধ্যে এই ঘোষণা দিলেন যদি কোন চিকিৎসক অথবা জ্যোতিষী কিম্বা মায়াবী রাজকুমারীর পীড়া দূর করিতে পারে তবে আসিয়া চিকিৎসা করুক তাহার যথোচিত পুরস্কার করিব, কিন্তু যদ্যপি শ্লোগ শান্তি করিতে না পারে তবে তাহার মস্তক ছেদ হইবে। এই কথা রাষ্ট্র মধ্যে প্রচার হইলে মায়া ও জ্যোতিষ বিদ্যায় নিপুণ এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল আমি রাজকন্যাকে আরোগ্য করিব, ইহাতে ভূপাল অন্তঃপুর রক্ষকদিগকে সঙ্গে দিয়া তাহাকে রাজকন্যার কারাগারে প্রেরণ করিলেন। দৈবজ্ঞ ঐ স্থানে গিয়া ক্ষুদ্র হইতে ঝুলি নামাইয়া তাহার ভিতর হইতে এহাদি দর্শনের এক যন্ত্র ও এক ক্ষুদ্র চক্র এবং অগ্নি জ্বালিবার একটা আঙ্গুঠা ও আর ২ নানা প্রকার দ্রব্য এবং পিত্তলের একটা পাত্র বাহির করিয়া অগ্নি জ্বালিতে কহিল। বেদোরা জিজ্ঞাসা করিল এই সকল আড়ম্বরী কি জন্য হইতেছে। খোজা কহিল ঠাকুরাণি আপনাকে যে প্রেতে পাইয়াছে তাহাকে ঝাড়িয়া এই পাত্রে পুরিয়া সমুদ্রে ফেলণ করা যাইবে তাহার নিমিত্ত এই আয়োজন হইতেছে। রাজকন্যা কহিল ওরে নির্দোষ দৈবজ্ঞ, আমার জ্ঞানের ব্যতিক্রম হয় নাই, তুই পীগল হইয়াছিস্, আমি যাহার প্রমোদিত করিলাম তাহাকে কোর বিদ্যার দ্বারা আনিতে পারিস্ তবে যাহা ইচ্ছা কর, নতুবা চলিয়া যা, তোর মন্ত্র-তন্ত্রে আবশ্যক নাই। দৈবজ্ঞ কহিল হে নৃপনন্দিনী যদি এপ্রকার ব্যাপার হইয়া থাকে তবে আপনার পিতা রাজা, তিনিই তাহার প্রতীকার করিবেন,

আমি ক্লান্ত হইলাম। ইহা বলিয়া সমুদয় পাঁজাদি পুনর্বার ঝুলিতে পুরিয়া সহসা অনুমান চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবায় খেদ করিতে ভূপতি সন্নিধানে গিয়া কহিল হেনরনাথ আপনি যে প্রকার ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহাতে অনুমান হইয়াছিল যে আপনকার কন্যাকে প্রেতে পাইয়াছে, অতএব মন্ত্র তন্ত্র দ্বারা তাহা দূর করিব এই সাহস করিয়া আসিয়াছিলাম, অধুনা দেখিলাম রাজকন্যা প্রেম জ্বরে পীড়িতা, অতএব তাহাতে আমার কোন গুণ জ্ঞান খাটিবে না। রাজা দৈবজ্ঞের মিথ্যা দস্তে অতিশয় ক্রুদ্ধ ছিলেন একারণ ঐ স্থানেই তাহার মস্তক ছেদাজ্ঞা করিলেন। এই প্রকারে দেড় শত বৈদ্য ও গুণজ্ঞ আসিয়া রাজকন্যার রোগ মোচনে পরাভূমুখ হওয়াতে ভূপাল ক্রমে সকলেরি মস্তক ছেদন করিয়া নগরের দ্বারে সেই সকল ছিন্ন মুণ্ড লট্কাইয়া দিলেন।

মারজমানের কথা এবং কামারল জমানের

কথার পরিশেষ।

শাহর জাদী বলিল মহারাজ, চীন রাজকন্যার খাজীর মারজমান নামে এক পুত্র ছিল। সে বাল্যকালাবধি রাজকন্যার সহিত একত্র বাস করিত, তাহাতে পরস্পরের অত্যন্ত প্রণয় হইয়াছিল এবং উভয়ের সহোদরবৎ ব্যবহার ছিল, ক্রমে তাহাদের বয়স বৃদ্ধি প্রযুক্ত পার্থক্য হইলেও সেই স্নেহের ন্যূনতা হয় নাই।

মারজমান বাল্যকালাবধি জ্যোতিষ ও গণনাবিদ্যার আলোচনা করিত, কিন্তু স্বদেশে ঐ বিদ্যার উত্তম রূপ শিক্ষা নাই হওয়াতে অধিক ব্যাপ্তির প্রত্যাশায় দেশান্তরে গমন করিয়াছিল। অনেক দিবস পর্য্যন্ত নানা দেশ পর্য্যটন পূর্বক প্রচুর জ্ঞানোপার্জন করিয়া স্রীয জন্ম স্থান চীনদেশে প্রত্যাগমন করিল কিন্তু নগর প্রবেশ কালেই অনেক মনুষ্যের ছিন্ন মস্তক পুরদ্বারে দোলায়মান দেখিয়া অতিশয় বিস্ময় চিত্তে স্বাবাস আসিয়া আপন জননীকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তাহার মাতা সজল নয়নে চীনেশ্বর দুহিতা বেদোয়ার দুরবস্থার কথা বলিল।

তেছি তাহার কারণ এই যে ঐ রাজকন্যার যে রূপ বিবরণ শুনিয়াছি আপনারও সেই প্রকার বৃত্তান্ত শুনিলাম এবং আপনাদের উভয়ের অভেদাকার। তদনন্তর চীনেশ্বরকন্যার তাব-  
দ্বৃত্তান্ত এবং তাহার রোগ মোচন করণাভিলাষে আগন্ত  
চিকিৎসক গণের নিখন ইত্যাদি সমস্ত বিবরণ कहিয়া ঐষদ্ধাস্য  
পূর্বক বলিল যে আপনি চীন দেশে গমন করুন তাহাতে  
উভয়ত মঙ্গল কেননা আপনার দর্শনে নৃপনন্দিনী নিঃসন্দেহ  
আরোগ্য হইবেন, এবং আপনারও ক্লেশের শেষ হইবে, কিন্তু  
গমনের পূর্বে আপনি সুস্থ হইবার চেষ্টা করুন, পরে প্রস্থানের  
উপায় করা যাইবে। মারজমানের এই কথা রাজপুত্রের পক্ষে  
মহোষধির ন্যায় হইল। মনস্কামনার অবিলম্বিত সিদ্ধির আশায়  
বিশ্বাস প্রযুক্ত তাঁহার শরীরে তৎক্ষণাৎ প্রচুর বলোদয় হইল  
তিনি তখনি স্বয়ং উঠিয়া বস্ত্র পরিবর্তন করিলেন। কিঞ্চিৎ কাল  
পরে রাজা আসিয়া পুত্রকে বলবান ও সুস্থ দেখিলেন তাহাতে  
অত্যন্তানন্দে নগর বাসি গণকে আনন্দোৎসব করিতে আজ্ঞা  
দিলেন ও দীন দরিদ্র খণ্ড কুন্ড অন্ধ ব্যক্তি দিগকে অনেক ধন  
বিতরণ করিলেন।

অনন্তর রাজনন্দন উত্তম রূপে আরোগ্য হইয়া চীন দেশ  
গমন নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যগ্র হইলেন, কিন্তু পিতার নিকট কি  
প্রকারে বিদায় লইলেন এই চিন্তা দারুণ হইল। মারজমান জানি-  
ত যে তদ্বিষয়ে নৃপতির অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হওন দুঃসাধ্য হইবে, এ-  
জন্য নৃগয়া স্ট্রীলে দুই তিন দিবসের বিদায় লইতে পরামর্শ দিল।  
রাজকুমার মারজমানের পরামর্শ ক্রমে রাজসাক্ষাতে মৃগয়ায়  
যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। ভূপতি তাহাতে আপত্তি  
করিলেন না, কিন্তু শীঘ্র ফিরিয়া আসিতে বলিলেন যে হেতু  
অধিক শ্রমে পুনরায় পীড়ার বৃদ্ধি সম্ভাবনা, এবং তাহাতে  
তাঁহাকে ভাবিত হইতে হইবেক। তৎপরে রাজা অশ্বশালা  
হইতে উত্তম ঘোঁটক এবং মৃগয়া খাজার আর সমস্ত আয়োজন  
করিয়া দিয়া এবং পুত্রের তত্ত্ব লইতে মারজমানকে নানা উপ-  
দেশ দিয়া কুমারকে আলিঙ্গন পূর্বক মৃগয়ায় বিদায় দিলেন।

চীনেশ্বরের কন্যার কথা আর শুনিতে পাইল না, কিন্তু দেখিল যে কামারুল জমান রাজপুত্রের নাম সকলেই কহে এবং তাহার যে পীড়ার কথা শুনিল তাহা অবিকল রাজকন্যার পীড়ার বিবরণের ন্যায়, ইহাতে অত্যন্ত আশ্চর্য্যভিষিক্ত হইল। পরে ঐ রাজকুমারের বাসস্থান ও যে স্থানে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে তাহার সন্ধান লইয়া সমুদ্র পথে গমন সহজ বিবেচনা করিয়া এক মহাজনের জাহাজারোহণ পূর্ব্বক দুই মাস মধ্যে শাহজমান রাজার রাজধানীতে গিয়া পৌছিল, কিন্তু জাহাজ লাগাইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে জাহাজ জলমধ্যস্থ এক পর্ব্বতে সংলগ্ন হইয়া জলমগ্ন হইয়াছিল তাহাতে মারজমান সম্ভরণ পারগ প্রযুক্ত বাহুতরুণ দ্বারা জলরাশি পার হইয়া যুবরাজ কামারুল জমানের দুর্গ সম্মুখে গিয়া উঠিলেন। তৎকালে শাহজমান ভূপতি ও তনয়ত্রী তথায় ছিলেন। মন্ত্রী দূর হইতে তাহার দূরবস্থা দেখিয়া দাস গণকে ইঙ্গিত করাতে তাহার তাহার আদ্র বস্ত্র ভ্যাগ ও উত্তম বসন পরিধান করাইয়া তাহাকে মন্ত্রির নিকটে লইয়া গেল। মন্ত্রী মারজমানের সুন্দর রূপ দর্শনে যথোচিত সমাদর করিল, এবং তাহাকে ঘেঁষে প্রশ্ন করিল তাহার সদন্তর পাওয়াতে তাহার প্রতি মন্ত্রির অতিশয় আশ্চর্য্য জন্মিল। পরে বিবিধ বিষয়ের আলাপ হইতে মন্ত্রী তাহাকে কামারুল জমানের পীড়ার কথা বলিলে মারজমান রাজকিশোরের সহিত সাক্ষাতের প্রার্থনা করিল। মন্ত্রী রাজপুত্রের লিখিত তাহার সাক্ষাৎ করিয়া দিল। মারজমান রাজনন্দনের আকৃতি চীন রাজকন্যার অবয়বের অনুরূপ দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যদিত হইয়া মনে করিল যে এই যুবক নায়কের প্রতিই বেদৌরা প্রেমাত্মী হইয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই।

অনন্তর মারজমান রাজনন্দনের সম্মুখে পাতিতজানু হইয়া কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক অতি মৃদুস্বরে বলিল হে রাজনন্দন আপনি পরিতাপ পরিত্যাগ করুন, যে কামিনীর কামিনায় দুঃখ লাগরে মগ্ন হইয়াছেন তাহার নাম বেদৌরা, তিনি চীনাধিপতি গায়ুব মহারাজের দুহিতা, আমি যে সহসা এমত কথা বলি-



তেছি তাহার কারণ এই যে ঐ রাজকন্যার যে রূপ বিবরণ শুনিয়াছি আপনারও সেই প্রকার বৃত্তান্ত শুনিলাম এবং আপনাদের উভয়ের অভেদাকার । তদনন্তর চীনেশ্বরকন্যার তাবদ্বৃত্তান্ত এবং তাহার রোগ মোচন করণাভিলাষে আগত চিকিৎসক গণের নিধন ইত্যাদি সমস্ত বিবরণ कहিয়া ঐষদ্ধাস্য পূর্বক বলিল যে আপনি চীন দেশে গমন করুন তাহাতে উভয়ত মঙ্গল কেননা আপনার দর্শনে নৃপনন্দিনী নিঃসন্দেহ আরোগ্য হইবেন, এবং আপনারও ক্লেশের শেষ হইবে, কিন্তু গমনের পূর্বে আপনি সুস্থ হইবার চেষ্টা করুন, পরে প্রস্থানের উপায় করা যাইবে । মারজমানের এই কথা রাজপুত্রের পক্ষে মহোষধির ন্যায় হইল । মনস্কামনার অবিলম্বিত সিদ্ধির আশায় বিশ্বাস প্রযুক্ত তাঁহার শরীরে তৎক্ষণাৎ প্রচুর বলোদয় হইল তিনি তখনই স্বয়ং উঠিয়া বস্ত্র পরিবর্তন করিলেন । কিঞ্চিৎ কাল পরে রাজা আসিয়া পুত্রকে বলবান ও সুস্থ দেখিলেন তাহাতে অত্যন্তানন্দে নগর বাসি গণকে আনন্দোৎসব করিতে আজ্ঞা দিলেন ও দীন দরিদ্র খণ্ড কুজ্জ অন্ধ ব্যক্তি দিগকে অনেক ধন বিতরণ করিলেন ।

অনন্তর রাজনন্দন উত্তম রূপে আরোগ্য হইয়া চীন দেশ গমন নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যগ্র হইলেন, কিন্তু পিতার নিকট কি প্রকারে বিদায় লইলেন এই চিন্তা দাক্ষণ হইল । মারজমান জানিত যে তদ্বিষয়ে নৃপতির অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হওন দুঃসাধ্য হইবে, এজন্য নৃগয়া স্ট্রীলে দুই তিন দিবসের বিদায় লইতে পরামর্শ দিল । রাজকুমার মারজমানের পরামর্শ ক্রমে রাজসাক্ষাতে মৃগয়ায় যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন । ভূপতি তাহাতে আপত্তি করিলেন না, কিন্তু শীঘ্র ফিরিয়া আসিতে বলিলেন যে হেতু অধিক শ্রমে পুনরায় পীড়ার বৃদ্ধি সম্ভাবনা, এবং তাহাতে তাঁহাকে ভাবিত হইতে হইবেক । তৎপরে রাজা অশ্বশালা হইতে উত্তম খোটক এবং মৃগয়া যাত্রার আরও সমস্ত আয়োজন করিয়া দিয়া এবং পুত্রের তত্ত্ব লইতে মারজমানকে নানা উপদেশ দিয়া কুমারকে আলিঙ্গন পূর্বক মৃগয়ার্থ বিদায় দিলেন ।

কামারল জমান এবং মারজমান অস্বারোহণ করিয়া সজ্জি-  
 গণের প্রত্যার্থ প্রথমত এই ভাবে চলিলেন যেন মৃগয়াতেই  
 যাইতেছেন, কিন্তু নগর ত্যাগ করিয়া রাজপথে গমন না  
 করিয়া অন্য পথে চলিতে লাগিলেন এবং সমস্ত দিবসের মধ্যে  
 এক বারও বিশ্রাম করিলেন না, দিবাবসানে এক সরাইতে  
 উত্তরিয়া ভোজনাদি করিয়া নিদ্রা গেছেন। অর্দ্ধরাত্রির সময়ে  
 যখন সজ্জিগণ নিদ্রায় অচেতন তখন মারজমান ধীরে ধীরে  
 রাজকুমারকে জাগাইয়া তাঁহাকে তাঁহার নিজ পরিধেয় বস্ত্র  
 ত্যাগ করাইয়া অন্য বস্ত্র পরিধান করাইল এবং ছাড়া বস্ত্র  
 পুটলি করিয়া সঙ্গে লইল, তৎপরে উভয়ে এক অশ্বে আরোহণ  
 করিয়া সমস্ত রাত্রি দ্রুত বেগে গমন করিল। প্রভাতে এক বনের  
 মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মারজমান ঘোটককে সংহার করিল এবং  
 তৎপরে শোণিতে রাজপুত্রের বস্ত্র আরক্ত করিয়া তাহা পশ্চি মধ্যে  
 ফেলাইয়া দিল তদভিপ্রায় এই যে যখন রাজা তাহারদিগের  
 অন্বেষণে লোক প্রেরণ করিবেন তখন রাজপ্রেরিতেরা ঐ বস্ত্র  
 দৃষ্টে রাজাকে সংবাদ কহিলে সে রাজকিশোর বন্য পশু দ্বারা  
 নষ্ট হইয়াছেন, সুতরাং রাজা আর তাহার তত্ত্ব করিবেন না  
 এবং তাহার স্বচ্ছন্দে যথা বাঞ্ছা তথা গমন করিতে পারিবেন।  
 এই কাণ্ডের পর তাহার পদ ব্রজে কখন জল কখন স্থল পথ  
 দিয়া ভ্রমণ করিতে অনেক দিবসের পর চীন রাজ্যের রাজধানীতে  
 গিয়া উপস্থিত হইল। মারজমান হঠাৎ আপন আবাসে  
 না গিয়া যুবরাজকে লইয়া তিন দিবস শূণ্য ভাবে এক দোকানে  
 থাকিয়া রাজপুত্রের নিমিত্ত এক প্রস্থ দৈবজ্ঞের পরিচ্ছদ প্রস্তুত  
 করাইল। তৎপরে আপন বাটীতে গেল এবং যাইবার কালে  
 রাজপুত্রকে বলিয়া গেল যে তিনি তৎপর দিবস দৈবজ্ঞ বেশে  
 রাজবাটীর সম্মুখে যান এবং আর যাহা বলিতে ও করিতে  
 হইবে তাহাও বলিয়া গেল।

পর দিবস প্রাতে রাজকুমার মারজমানের উপদেশানু-  
 সারে দৈবজ্ঞের বেশে রাজবাটীর দ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারী  
 প্রহরী গণের সম্মুখে অত্যুচ্চস্বরে বলিলেন যে আমি জ্যোতি-

বিদ্যাজ্ঞ, মহারাজাধিরাজ এবং প্রতাপাধিত গায়ুব চীনাধিপতির পরম সুন্দরী কন্যার পীড়ার সম্বাদ শুনিয়া চিকিৎসা করিতে অসিয়াছি, যদ্যপি তাঁহার রোগ শান্তি করিতে পারি তবে তাঁহাকে বিবাহ করিব, নতুবা অনর্থক ও সাহস্কার বাগাড়ম্বরীর নিমিত্ত প্রাণ দণ্ড দিব। কামারল জমানের পরম সুন্দর রূপ ও গঠন এবং নবীন-রূপ দেখিয়া প্রহরি গণের অন্তঃকরণে দয়া জন্মিল অতএব সকলেই তাঁহাকে ঐ দুষ্টেষ্ঠা হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিল, কিন্তু নৃপসুত তাহারদের বাক্য না শুনিয়া ঐ কথা বারংবার বলিলেন তাহাতে প্রধান মন্ত্রী আসিয়া তাঁহাকে রাজার নিকট লইয়া গেল।

যুবরাজ ভূপালের সম্মুখে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া মৃত্তিকা চুষন করিলেন। চীনেস্বরূপ কহিলেন ওহে বিদেশী তোমাকে নব কিশোর দেখিতেছি তুমি এই নবীন বয়সে আমার কন্যার রোগ মৃত্যু করণ ক্রম হইবা ইহা আমার মনে লয় না, অথচ তুমি কৃতকার্য হও ইহা আমার প্রার্থনা বটে কিন্তু তুমি ইহাও জানিও যে যদ্যপিও তুমি সুন্দর সুপুরুষ তথাপি রোগ মোচনে অক্ষম হইলে তোমার মস্তক ছেদন হইবে। রাজপুত্র কহিলেন যদি স্যাৎ রাজনন্দিনীকে আরোগ্য করিতে না পারি তবে আমার মরণই মঙ্গল। এই কথা শ্রবণে চীনাধিপতি খোজাকে ডাকিয়া কামারল জমানকে রাজকন্যার নিকটে লইয়া যাইতে আজ্ঞা দিলেন। রাজপুত্র দাস সমভিব্যাহারে রাজকন্যার সমীপে গেলেন। কিন্তু দ্বারে থাকিয়া দাসকে বলিলেন যদি নৃপতি বালাকে না দেখিয়াই, মন্ত্র বলে সুস্থ করিতে পারি তবে বিদ্যার অধিক গৌরব, অতএব যদিও নিক্রপমা সুন্দরীর অপৰূপ রূপ দর্শনে আমার মন ধাবমান হইতেছে তথাপি কিয়ৎ কাল তাঁহার দর্শন মুখে-বঞ্চিত থাকিলাম। ইহা বলিয়া ঝুলি হইতে দোয়াত কলম কাগজ বাহির করিয়া রাজপুত্র রাজনন্দিনীকে এক পত্র লিখিলেন তাহা এই রূপ।

হে পূজনীয় রাজকন্যে, যুবরাজ কামারল জমান তোমার অপৰূপ রূপ দর্শন করিয়া সেই রাজ্য হইতে একেবারে

তোমার বশীভূত এবং জন্মের মত আত্ম স্বাধীনতা তোমা-  
তেই সমর্পণ করিয়াছেন, ঐ রাজপুত্র তোমার জন্য আপনাকে  
যে২ ক্লেশ দিয়াছেন এই ক্ষণে তাঁহা বর্ণন নিরর্থক, সম্প্রতি  
তিনি তোমাকে এই মাত্র জানাইতেছেন যে তোমার নির্দ্বার-  
স্থায় তিনি তোমাকে আত্ম মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন এবং  
তদবস্থায় তোমার চক্ষুরুন্মীলনের জন্ম বিবিধ চেষ্টা পাইয়া-  
ছিলেন, কিন্তু প্রতিকূল নিদ্রাতে তজ্জ্যোতি দর্শনের সুখে বঞ্চিত  
করিয়াছিল তাহাতে তিনি স্বীয় প্রেম জ্ঞাপনার্থ তোমার  
অঙ্গুলী হইতে যে অঙ্গুরী লইয়াছিলেন তাহা এই পত্র মধ্যে  
প্রেরণ করিলেন, যদি তুমি সম্মত হইয়া পরস্পর প্রেম প্রবা-  
হের প্রতিভূ স্বরূপ এই অঙ্গুরী পুনঃ প্রেরণ কর তবে তিনি  
আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিবেন, নতুবা প্রাণ দণ্ডের নির্দো-  
ষিত যে আজ্ঞা আছে তাহাই স্বীকার করিবেন, যেহেতু  
তোমার প্রেম বিনা তাঁহার তনু ধারণ বৃথা। তিনি এই পত্রের  
প্রত্যুত্তর প্রাপ্তির অপেক্ষায় সাপেক্ষ থাকিলেন ইতি।

লিপি সমাপন হইলে যুবরাজ তন্মধ্যে রাজকন্যার অঙ্গুরী  
দিয়া পত্র বন্ধ করত খোজার হস্তে দিয়া বলিলেন তুমি এই  
পত্র লইয়া রাজকন্যাকে দেও, ইহাতে যদ্যপি তাঁহার পীড়া  
শান্তি না হয় তবে সকল লোককে কঁহিও যে আমার তুল্য মূখ  
ও নির্দোষ ও অবিবেচক দৈবজ্ঞ পৃথিবীতে আর নাই।  
খোজা চমৎকৃত হইয়া পত্র গ্রহণ করত দ্বরায় গিয়া রাজ-  
কন্যাকে দিল। বেদৌরা প্রথমত হতশ্রদ্ধা হইয়া তাহা খুলিল,  
কিন্তু তন্মধ্যে আপনার অঙ্গুরী দেখিবা মাত্র পত্র না পড়িয়াই  
প্রেম পুলকে পুলকিতা হইয়া ভড়িতের ন্যায় উঠিয়া বন্ধনের  
শৃঙ্খল ছিন্ন ভিন্ন করত যুবরাজকে দেখিবার জন্য দ্বারে আই-  
ল এবং তাঁহাকে দর্শন করিয়া জানিল যে তিনিই 'তাঁহার  
শয্যাতে শয়ন করিয়াছিলেন এবং রাজনন্দনও তাঁহাকে দেখি-  
য়া চিনিলেন তাহাতে উভয়ে একেবারে আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া  
আলিঙ্গন করিলেন এবং আত্মাদে কথন শক্তি রহিত হইয়া  
কেবল পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। খাজী রাজ-

কন্যার সঙ্গে আসিয়াছিল, সে যখন উভয়কে আনন্দে অত্যন্ত উন্নত দেখিল তখন তাহারদিগকে গৃহ মধ্যে লইয়া গিয়া উত্তম পর্যাঙ্কে বসাইল। রাজকুমরী অঙ্গুরী দিয়া রাজকুমারকে বলিলেন তুমি ইহা ফিরিয়া লও কেননা তোমার অঙ্গুরী ভিন্ন অন্য-  
 অঙ্গুরী আমার করের শোভাকর হইবে না এবং আমারও অঙ্গুরী তোমার হস্তেই উত্তম শোভা পাইবে। রাজপুত্র এবং রাজ-  
 কন্যার এই রূপ কথোপকথন শ্রবণে খোজা চীনাধিপতির  
 নিকট গমন করিয়া তাবদ্ভূতান্ত নিবেদন করিল। তাহাতে  
 রাজা তনয়ার রোগ মুক্তির সম্বাদে আনন্দিত হইয়া তৎক্ষণাৎ  
 কারাগারে আসিলেন, এবং আনন্দাশ্রু পূর্ণ নয়নে দুহিতাকে  
 আলিঙ্গন করিয়া তাহার হস্তে কুমারের হস্ত সমর্পণ করত  
 রাজপুত্রকে বলিলেন হে বেদেশীয় তুমি ধন্য, তুমি যে হও  
 আমি প্রতিজ্ঞা পালনার্থ তোমাকে কন্যা সম্প্রদান করিলাম,  
 কিন্তু তোমার মনোহর রূপ সন্দর্শনে তোমার বর্তমান বেশকে  
 ছদ্ম বেশ অনুভব হইতেছে অতএব তুমি কে আমাকে যথার্থ  
 করিয়া বল। যুবরাজ রাজাকে প্রণাম করিয়া বিনীত বচনে কহি-  
 লেন, হে ধরণীধর আপনি যাহা অনুভব করিতেছেন তাহা  
 সত্য, আমি দৈবজ্ঞ নহি, কেবল মহারাজের কৃপাকাঙ্ক্ষায় এই  
 বেশ ধারণ করিয়াছি, রাজার ঔরসে ও রাজমহিষীর গর্ভে  
 আমার জন্ম, আমার পিতার নাম শাহ জমান, তিনি খাজেন্দান  
 উপদ্বীপাধিপতি, আমার নাম কামারল জমান। এবম্প্রকারে  
 রাজকুমার আশ্চর্য পরিচয় দিয়া রাজকন্যার প্রেমে যে প্রকারে  
 আকৃষ্ট হইয়াছিলেন তাহার অদ্বিত্য বৃত্তান্ত কহিলে ভূপতি  
 অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া যুবরাজকে কহিলেন. এমত অদ্ভুত  
 উপাখ্যান চির স্মরণের যোগ্য, অতএব আমি ইহা স্বর্ণাকারে  
 লেখাইয়া মূলগ্রন্থ আপন রাজ্যের পুস্তকাগারে রাখিব এবং  
 ইহার প্রতি লিপি আপন রাজ্যের ও চতুর্দিকস্থ অন্য রাজ্যের  
 লোকদিগকে বিতরণ করিলাম অনন্তর ঐ দিবসেই বিবাহ নিৰ্বাহ  
 হইল এবং তদুপলক্ষে চীন রাজ্যস্থ তাবৎ প্রজার গৃহে আন-  
 ন্দোৎসব হইল। আর চীনাধিপতির রাজমহাশয়ের পুরস্কারার্থ

তাহাকে সম্ভ্রান্ত কয়ে নিযুক্ত করিয়া ভবিষ্যতে তাহার পদ বৃদ্ধির আশ্বাস দিলেন।

তদনন্তর যুবরাজ কামারল জমান অসীম আনন্দে কাল ক্ষেপণ করত এক দিবস রাতে স্বপ্ন দেখিলেন যে তাঁহার পিতা শাহজমান যেন অত্যন্ত মরণসংশয় পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া মরণ কালে অমাত্য গণকে কহিতেছেন হায় আমি যে পুত্রকে জন্ম দিয়াছিলাম ও যাহাকে এত স্নেহ করিতাম ও যাহাকে এত যত্নে সুশিক্ষিত করিলাম সেই তনয়ই আমার মৃত্যুর হেতু হইল। রাজপুত্র সুপ্তোখিত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন তাহাতে নরেন্দ্রসুতারও নিদ্রা ভঙ্গ হওয়াতে তিনি স্বামিকে চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ভূপতি নন্দন কহিলেন হে প্রিয়ে আমি বোধ করি এক্ষণে আমার পিতা জীবদর্শীয় নাই, তদনন্তর দৃশ্যপের বিবরণ তাহাকে জানাইলেন। রাজবালা তাঁহার চিন্তা দূর করণার্থ নানা প্রকার প্রবোধ বাক্য কহিলেন, কিন্তু কোন প্রকারে চিন্তা দূর না হওয়াতে স্বামির নিকট স্বীয়াভিপ্রায় ব্যক্তনা করিয়া পরদিন পিতার সমীপে গিয়া তাঁহার হস্ত চুষন পূর্বক পতির সহিত স্বস্তুরালয় যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। ভূপতি দুহিতার এবস্থিধ প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন কন্যা তোমার এত দূর গমনে যদিও তোমাকে না দেখিয়া আমি অতিশয় দুঃখিত থাকিব তথাচ ইহাতে কোন মতে অন্য মত করিতে পারি না, তুমি পতি সম্ভবিবাহারে স্বস্তুরালয়ে যাও, কিন্তু এক বৎসর তথায় থাকিয়া পুনর্ব্বার এখানে আসিও, ইহাতে উভয়েরই সন্তোষ হইবে, শাহজমান ভূপতি আপন পুত্র ও পুত্রবধূকে দেখিবেন এবং আমিও কন্যা জামাতাকে দেখিব। রাজকন্যা পিতার এই সকল কথা স্বামিকে জ্ঞাপন করিলে যুবরাজ পত্রীর আচরণে অতিশয় তুষ্ট হইলেন। পরে চীনাধিপতি তাহারদিগের গমনের সজ্জা করাইতে লাগিলেন এবং সমুদয় আয়োজন হইলে রাত্রি স্বয়ং কিয়দূর পর্য্যন্ত তাহারদের সঙ্গে গিয়া কন্যা জামাতাকে আনিজন পূর্বক বিদায় করিয়া আসিলেন।

কামারল জমান জায়া সমভিব্যাহারে অতি আনন্দে গমন করিতে লাগিলেন। প্রায় এক মাসের পর এক দিবস এক প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া তথায় শাখা পল্লবযুক্ত বৃহৎ বৃক্ষের মনোহর ছায়া দেখিয়া প্রীতি বোধে বিশ্রামেচ্ছা করিলেন, রাজকন্যাও সেই মানসে বৃক্ষ মূলে বসিলেন। তৎপরে বস্ত্র গৃহ নির্মাণ হইলে রাজকন্যা তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যুবরাজ অমাত্যভৃত্যগণের অবস্থিতির নিমিত্ত স্বয়ং দাঁড়াইয়া শিবির নির্মাণ করাইতে লাগিলেন। রাজকুমারী তাহুর মধ্যে গিয়া পরিচারিণীগণকে তাঁহার কটি বন্ধ খুলিতে বলিলেন, দাসীগণ তাহা খুলিয়া শয্যার উপর রাখিল, পরে রাজকন্যার নিদ্রাকর্ষণ হওয়াতে তাহার তথা হইতে স্থানান্তরে গেল। কয়েক কাল পরে যুবরাজ শয়ন ইচ্ছায় তাহুর মধ্যে গিয়া পর্য্যাক্ষেপরি নৃপনন্দিনীর কটি বন্ধ দেখিয়া তৎসংলগ্ন হীরা ও মাণিক্য সকল মনোযোগ পূর্বক অবলোকন করিতে তন্মধ্যে উত্তম রূপ শিলাই করা ও ফিতায় মুখবান্ধা এক ক্ষুদ্র থলিয়া দেখিয়া টিপিলেন এবং তাহা দৃঢ় বোধ হইবাতে তন্মধ্যস্থিত বস্তু দর্শনে অতিশয় ইচ্ছা হইল অতএব থলিয়া খুলিয়া দেখিলেন যে মণির উপর অঙ্কেয় অক্ষর ও অঙ্ক লিখিত আছে, তাহাতে বিবেচনা করিলেন যে এই মণি বহু মূল্য হইবে নতুবা প্রিয়া এত যত্ন পূর্বক সংগোপনে কেন আনিকেন ফলতঃ তাহা বেদৌরার কবচ, চীন রাণী কন্যাকে তাহা এই থলিয়া দিয়াছিলেন যে যত দিন তাহা তাঁহার নিকটে থাকিবে তত দিন তাঁহার কোন বিপদ ঘটিবে না। রাজপুত্র শিবির মধ্যে তাহা উত্তম রূপে দেখিতে না পাইয়া বাহিরে লইয়া আলোকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। ইতি মধ্যে হঠাৎ একটা পক্ষী আসিয়া তাঁহার হস্ত হইতে ঐ মণি লইয়া কতক দূরে গিয়া বসিল। যুবরাজ তখন বিহঙ্গমের পশ্চাৎ দৌড়িলেন, কিন্তু নিকটে যাইবামাত্র পক্ষী পুনরায় উড়িয়া আরো দূরে গেল, তাহাতে কামারল জমানও তাহার পশ্চাৎ চলিলেন। এই রূপে পীড়াপীড়ি করাতে পক্ষী কবচ গিলিয়া অনেক দূরে উড়িয়া গেল, রাজনন্দন মহা



ক্রোধে প্রসূরাযাতে তাহাকে নষ্ট করিয়া কবচ লইবেন এই প্রতিজ্ঞায় তদনুসরণ ক্রমে যত যাইতে লাগিলেন পক্ষীও পলায়ন ইচ্ছায় ততোধিক বেগগামী হইতে লাগিল। এই রূপে রাজকুমার কএক দিনের পথ এ বিহঙ্গমের পশ্চাৎস্থান হইয়া এক নগরের নিকট উপনীত হইলে পক্ষী নগরের প্রাচীরের উপর দিয়া কোথায় উড়িয়া গেল রাজহুম্মন তাহাকে আর দেখিতে পাইলেন না, সুতরাং বেদোরার কবচ পুনঃ প্রাপ্তির আশা পরিত্যাগ করিয়া অতিশয় শোকাবুলমনে নগরে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু কোথায় আসিলেন এবং কোথায় থাকিবেন তদ্বাবনায় ব্যাকুল হইয়া ইতস্ততো ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

এই রূপ ভ্রমণ করিতে একটা নদী ভীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে এক উদ্যানের দ্বার মুক্ত রহিয়াছে তন্মধ্যে এক জন বৃদ্ধ মালী কৰ্ম করিতেছে। সেই উদ্যানপাল রাজপুত্রকে বিশিষ্ট মুসলমানের ন্যায় দেখিয়া উদ্যান মধ্যে ডাকিয়া শীঘ্র দ্বার রুদ্ধ করিতে কহিল। কামারুল জমান বাগানে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন, কিন্তু সাবধানতার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে উদ্যানপাল কহিল এই নগর বার্ষিক প্রায় তবৎ লোকই পৌত্তুলিক, মুসলমানের প্রতি ইহাৱদের আত্যন্তিক ঘেৰ এবং আমরা যে কএক জন মুসলমান এখানে বাস করি আমরাদিগের প্রতি তাহারা অত্যন্ত উপদ্রব ও অত্যাচার করিয়া থাকে, সুতরাং সাবধানে থাকিতে হয় এই জন্য দ্বার রুদ্ধ করিতে বলিলাম।

কামারুল জমান উদ্যান প্রাঙ্গণের স্তব স্তুতি করিতে লাগিলেন। উদ্যানপাল কহিল শিফালারূপে প্রয়োজন নাই, তুমি পথ ভ্রমে ক্লান্ত হইয়াছ বিশ্রাম কর। ইহা বলিয়া তাহাকে আপন কুঠরীতে লইয়া গেল, এবং সেখানে আপনার যে খাদ্য দ্রব্যাদি ছিল তাহা আহাৱ করিতে দিল। খুবরাজ তাহার সৌজন্যে অতি আনন্দ যুক্ত হইয়া আহাৱ করিলেন। আহাৱান্তে উদ্যানপাল জিজ্ঞাসা করিল তুমি কি রূপে এখানে আসিলে আমাকে বল দেখি। কামারুল জমান অকপটে সকল

বিবরণ করিলেন, পরে তথা হইতে স্বদেশ গমনের কোন সুগম পথ আছে কি না তাহাও জিজ্ঞাসা করিলেন। উদ্যানপাল কহিল যে, স্থল পথ অতি দুর্গম এবং তাহাতে দীর্ঘ কালের অপেক্ষা, বিশেষতঃ তাহাতে অর্থের প্রয়োজন করে এবং অনেক অসভ্য লোকের দেশ দিয়া যাইতে হয় সুতরাং বিপদের আশঙ্কা আছে এবং ন্যূন সংখ্যায় এক বৎসর গমন করিলে মসলমানের রাজ্য পাওয়া যায়, কিন্তু যদি এই স্থান হইতে নৌকা যোগে এবলি উপদ্বীপে গিয়া তথা হইতে খালেদান উপদ্বীপে গমন কর তবে শীঘ্র যাওয়া সম্ভব। উদ্যানপাল আরো কহিল যে এই স্থান হইতে প্রতি বৎসর একই জাহাজ এই উপদ্বীপে গিয়া থাকে, সম্প্রতিও এক খানা জাহাজ তথায় গমন করিয়াছে, যদিও তুমি কিছু দিন পূর্বে আসিতে ভনে তাহাতেই যাইতে পারিতে, কিন্তু যদি আর এক বৎসর অপেক্ষা করিতে পার তবে আগামী বৎসরে সেই জাহাজ ফিরিয়া আসিলে তাহাতে গমন করিতে পারিবা, সেই কাল পর্যন্ত আমার এই স্থানে বাস কর আমি যেমন এক মুষ্টি . আহা করিব তোমাকেও সেই মত দিব।

যুবরাজ অজ্ঞাত অপরিচিত স্থানে অন্য উপায় না দেখিয়া জাহাজ আগমনের অপেক্ষায় উদ্যানপালের বাটীতেই থাকিলেন, দিবসে উদ্যান পালের বাগানের কৰ্ম করিতেন, রাত্রিতে প্রিয়তমা বেদৌরার বিরহে রোদন ও দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ পূর্বক নিশা যাপন করিতেন। শাহরজাদী বলিল মহারাজ ইহার বিবরণ এই স্থানে এই পর্যন্ত থাকুক, রাজকুমারী নিজা ভয়ের পর যাহা করিলেন তাহা শ্রবণ করুন।

কামারল জমানের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর

বেদৌরা রাজকুমারীর বিবরণ।

নরেশ্বরবাল্য অনেক ক্ষণ নিদ্রান্তে জাগ্রৎ হইয়া কামারল জমানকে নিকটে না দেখিয়া অভ্যস্ত ব্যাকুল হইয়া পরিচারিণী গণকে জিজ্ঞাসা করিল যে যুবরাজ কোথায়, কিন্তু তাহারা কোন তত্ত্ব বলিতে পারিল না কহিল যে আমরা তাঁহাকে

তায় প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিলাম মাত্র, কিন্তু কখন বা কোথায় বহির্গমন করিয়াছেন তাহা কিছুই জানি না। তদনন্তর রাজকন্যা কটী বন্ধ উত্তোলন করিয়া দেখিল যে তৎসংলগ্ন ক্ষুদ্র থলিয়ার মুখ খোলা ও তন্মধ্যে তাহার যে কবচ ছিল তাহা নাই, তাহাতে এই অনুমান করিল যে কামারল জমান তাহা লইয়া গিয়া থাকিবেন, তিনি আসিলেই প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, কিন্তু রাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া দেখিল তিনি আসিলেন না, এবং তাহার অনাগমনের হেতুও কিছু স্থির করিতে পারিল না। তখন এই বৃত্তান্ত কেবল রাজনন্দিনী ও তাহার পরিচারিণী গণ জানিত, সঙ্গী পুরুষেরা কেহ কিছু জানিত না, অতএব তাহার। এতদ্বিষয় শুনিলে কি অচিন্তনীয় ব্যাপার উপস্থিত হইবে এই ভয়ে ভূপতি তনয়া তাহা কাহার সাক্ষাতে প্রকাশ না করিয়া মনোদুঃখ মনেতেই রাখিল, এবং পরিচারিণীগণকে নিষেধ করিল যে রাজপুত্রের অনুদ্দেশ বিষয়ক কোন কথা কাহার সাক্ষাতে না কহে। তৎপরে আপনি স্রীদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কামারল জমানের বেশ ধারণ করিল এবং ঐ বেশে তায় হইতে পর দিন প্রাতে বাহিরে আসিল। রাজকন্যা ও রাজপুত্র উভয়ের অভেদাকার ছিল এ প্রযুক্ত আমাত্য ভৃত্য কেহ তাহাকে চাহরাইতে না পারিয়া রাজপুত্রই দ্বন্দ্ব করিল। তৎপরে বেদোরা তাহারদিগকে তায় ভাঙ্গিয়া গমন করিতে আজ্ঞা দিল, এবং আপনার এক জন পরিচারিণীকে আপন শিবিকাতে আরোহণ করাইয়া স্বয়ং অশ্বারোহণ পূর্ব্বক যেমত যুবরাজ তাহার শিবিকার পাশ্বে গমন করিতেন সেই রূপে পালকির পাশ্বে চলিল। এই প্রকারে কএক মাস জল ও স্থল পথে গমন করিয়া এবলি উপদ্বীপের রাজধানীতে গিয়া উপস্থিত হইল। ঐ স্থানে আন্মানোস নামা রাজা রাজ্য করিতেন। সমভিব্যাহারী লোক ঐ রাজ্যে এই কথা প্রচার করিল যে যুবরাজ কামারল জমান অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়া স্বদেশ গমন করিতেছিলেন অকস্মাৎ প্রবল বায়ু প্রযুক্ত তথায় জাহাজ লাগান হইল। এই কথা ক্রমে আন্মানোস রাজার কর্ণ গোচর

হওয়াতে রাজা সভাসদগণ সমভিব্যাহারে ছদ্মবেশি যুবরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। নরেন্দ্রসুতা তৎকালে নৌকা হইতে অবরোহণ করিয়া বাসের নিমিত্ত অবধারিত স্থানে গমন করিতে ছিলেন পথি মধ্যে আশ্চর্য্যবশত রাজার সহিত সাক্ষাৎ হইলে সেই রাজা কোন আশ্চর্য্যবশত রাজার প্রতি যে ক্রূপ সন্মান ও সম্মান করিতে হয় ছদ্মবেশি রাজকন্যাকে সেই ক্রূপে অভ্যর্থনা করিয়া আপন বাটীতে লইয়া গেলেন, এবং তাহার অবস্থিতির জন্য স্বতন্ত্র অট্টালিকা দিয়া নানা প্রকার যত্ন করিলেন, আর তিন দিবস অতিশয় আমোদ প্রমোদ পূর্ব্বক আহার করাইলেন। তদনন্তর কামারুল জমান ক্রূপে বিখ্যাত রাজকন্যা স্বরাজ্যে গমনোদ্যোগ করিতেছেন ইহা শুনিয়া সেই রাজা তাহার ক্রূপ লক্ষণ ও গুণে অত্যন্ত মোহিত প্রযুক্ত ঐক সময়ে তাহাকে নির্জনে পাইয়া কহিলেন হে রাজকুমার তুমি দেখ আমি প্রাচীন হইয়াছি, অধিক দিন আমার জীবন আশা নাই, এবং আরও খেদের বিষয় এই যে আমার পুত্র নাই যে তাহাকে এই রাজ্য সমর্পণ করিয়া দেহ ত্যাগ করিব। পরমেশ্বর আমাকে এক কন্যা দিয়াছেন ঐস ক্রূপে তোমার ন্যায় ক্রূপবান সুকুমার রাজকুমারের অযোগ্য। নহে, অতএব কেন আর দেশে গমন করিবা, আমি তোমাকে কন্যা ও রাজ্য সমর্পণ করিতেছি, তুমি তাহা গ্রহণ করিয়া স্বচ্ছন্দে এই স্থানেই বাস কর।

এবলী উপদ্বীপাধিপতির এই কথায় নৃপনন্দিনী মহা ভাবনায় পড়িলেন, যেহেতু আপনি নারী, কিরূপে অন্য নারী বিবাহ করিবেন, এবং পুরুষ বলিয়া অথৈ পরিচয় দিয়াছেন এই ক্রূপেই বা তাহার অন্যথা কি ক্রূপে কহিবেন। পক্ষান্তরে বিবেচনা করিলেন যে স্বশুরালয়ে গমন করিলেই যে পতির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে তাহাও সম্ভব স্থল, যদিহে তাহার সঙ্গে কখন পুনর্দর্শন হয়, তিনিই এই রাজ্য পালক হইবেন, এই বিবেচনায় রাজ্য আশা পরিত্যাগ নী করিয়া আশ্চর্য্যবশত ভূপের কন্যাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন, কিন্তু হঠাৎ সম্মতি প্রকাশ না

করিয়া কিয়ৎ কাল মৌনা থাকিলেন, পরে রাজাকে কহিলেন মহারাজ আমাকে যে রূপ মর্যাদা প্রদানোদ্যত হইয়াছেন আমি তাহাতে কৃতার্থ জ্ঞান করিলাম, কিন্তু আমি ঐ মর্যাদার যোগ্য এমন বলিতে পারি না, তবে আপনকার আজ্ঞা পালন করা মাত্র অতএব এই নিয়মে আপনার সম্বন্ধ গ্রহণে সম্মত হইলাম যে আপনি আমাকে সদুপদেশ প্রদান করিবেন । একথায় রাজা অত্যন্তাশ্লাদিত হইলেন, তৎপরে সম্বন্ধ স্থির হইলে আগামি দিবস পর্য্যন্ত বিবাহ নির্বাহ স্থগিত থাকিল । ইতি মধ্যে রাজকন্যা বেদৌরা আপন কর্মচারিগণকে উপস্থিত দিয়৷ জানাইয়া তাহাতে সঙ্কুচিত হইতে নিষেধ করিলেন এবং পরিচারিণী গণকেও ঐ সম্বাদ জ্ঞাপন করিয়া শুষ্ক কথা গোপনে রাখিতে বলিলেন ।

পর দিবস এবলী উপদ্বীপাধিপতি ছদ্মবেশি জামাতাকে সিংহাসনে আপন পার্শ্বে বসাইয়া সভাস্থগণের সাক্ষাতে তাহার সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দেওনের মানস ব্যক্ত করিয়া তাহারদিগকে তাঁহার পরিচয় দিলেন ! পরে রাজ মুকুট তাঁহার মস্তকে দিয়া তাঁহাকে রাজা বলিয়া মান্যতা ও তন্নিকটে অধীনতা স্বীকার করণার্থ সভাস্থগণকে আদেশ করিয়া আপনি সিংহাসন হইতে অবরোহণ করিলেন এবং রাজকুমারী বেদৌরা তদনুজানুসারে সিংহাসনাৰূঢ়া হইলেন । তৎপরে নূতন রাজার রাজ্যাভিষেকের সম্বাদ নগরে প্রচার হইল, এবং তদুপলক্ষে কিয়ৎ দিবসাবধি রাজ্য মধ্যে সর্বত্র নৃত্য গীত ও উৎসবের আজ্ঞা হইল, ও সকলে আনন্দাৎসবে মগ্ন কি না তদনুসন্ধানার্থ স্থানে দূত প্রেরিত হইল । আর রাজ্যে রাজবাটীতে মহা ভোজের মহা সমারোহ হইল । অপর রাজকুমারী বেদৌরা বধের বেশ ধারণ করিলেন এবং রাজনন্দিনী হরাতল নিকাস তন্নিকটে আনীত হইলে শুভ বিবাহ নির্বাহ হইল । তৎপরে বর কন্যা একত্র শয়ন করিলেন ।

রাজি প্রভাত হইলে রাজা আশ্বিনোদ স্বীয় তনয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া তাহাকে বিম্ব যুক্তা দৃষ্টে অত্যন্ত ক্রুণা

হইলেন, কিন্তু বিবেচনা করিলেন যে যুবরাজ কামারল জমান পিতৃ গৃহ ছাড়িয়া বহু দিবস বিদেশে থাকায় নিরানন্দে আছেন কিছুকাল পরেই যুবরাজ যুবতী ভাৰ্য্যাকে সম্ভোষ দিবেন, ইহা ভাবিয়া কিছু না বলিয়া রাজসভায় জামাতার নিকটে গেলেন, তথায় সভাসদ এবং রাজ্যস্থ সম্ভ্রান্ত লোকদিগের সহিত আলাপাদিতে দিবাবসান হইল। সন্ধ্যাকালে বেদৌরা অন্তঃপুরে গিয়া ভাৰ্য্যার সহিত শয়ন করিল, কিন্তু হায়তল নিকাশের নিদ্রা ভঙ্গ না হইতেই অতি প্রত্যবে উঠিয়া রাজসভায় আসিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রাজকীয় কর্মে নিযুক্ত থাকিল, পরে রজনী যোগে অন্তঃপুরে যাইয়া রাজনন্দিনীকে অতিশয় খিদামানা দেখিল তাহাতে তাহার অন্তঃকরণেও অতিশয় দুঃখোদয় হইল, যাহা হউক, সে রাত্রিও উভয়ে একত্র শয়ন করিল, এবং পূৰ্ব্ব রীত্যানুসারে প্রত্যবে শয্যা হইতে উঠিয়া রাজসভায় গমন করিল। তাহার গমনান্তে রাজা আন্মানোস স্বীয় দুহিতাকে দেখিতে আসিলেন, কিন্তু তাহাকে পূৰ্ব্বাপেক্ষা আরো খিদামানা দেখিয়া রাজকুমার কামারল জমান তাহার নন্দিনীর অপমান করিয়াছেন এই বোধে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার প্রতিহিংসার প্রতিজ্ঞা করিলেন। বেদৌরা এই সম্বাদ প্রাপ্তে বিবেচনা করিলেন যে এতলী অধিপতির দুহিতার নিকট স্তম্ভ কথা ব্যক্ত না করিলে প্রাণ রক্ষার অন্যোপায় নাই, এ নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট গিয়া তাহার পদানত হইয়া সমুদয় বিবরণ কহিলেন, এবং তৎ প্রমাণার্থ বক্ষৌদেশ খুলিয়া দেখাইলেন। রাজকন্যা হায়তল নিকাস তদীকে চমৎকৃত হইলেন, এবং তদবধি তাহার মনের সকল সন্দেহ দূর হইয়া বেদৌরার প্রতি দয়া জন্মিল। বেদৌরা এই প্রার্থনা করিল যে পর্য্যন্ত কামারল জমানের কোন সম্বাদ না পাওয়া যায় সে পর্য্যন্ত এই কাণ্ড সংগোপনে থাকে। হায়তল নিকাস তাহাতে সন্মত হইল, এবং যথা সাধ্য তাহার উপকার করিতে অঙ্গীকার করিল। এই প্রকারে দুই রাজকন্যা এক বাক্য হইয়া পরস্পর আলিঙ্গন করিল এবং দেশের রীত্যানুসারে বিবাহান্তে বর কন্যার সহবাসের যে চিহ্ন প্রকাশ্য

রূপে সকলকে দেখাইতে হয় তাহাতেও এমন কৌশলে উত্তীর্ণ হইল যে রাজা ও রাণী ও পরিচারিণী ও সভাস্থ সকলেই প্রতারিত হইল, কেহ কিছু জানিতে পারিল না । তদবধি বেদৌরা রাজা আন্নানোসের প্রিয় পাত্র হইয়া নিরুদ্বেগে রাজ্য শাসন করিতে লাগিল ।

যৎকালে এবলী উপদ্বীপে এই ব্যাপার হইতে লাগিল তৎকালে যুবরাজ কামারুল জমান পৌত্তুলিকদিগের দেশে উদ্যানপালের নিকট জাহাজ আগমনের প্রতীক্ষায় বাস করিতে ছিলেন । এক দিবস যুবরাজ প্রত্যুষে উঠিয়া নিত্য যে রূপ উদ্যানের কন্ঠে যাইতেন সেই রূপ যাইবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময়ে উদ্যানপাল তাঁহাকে বলিল যে অদ্য পৌত্তুলিকদিগের মহা পর্বে দিবস, এই দিনে তাহারা কোন কন্ঠ করে না, কেবল আমোদ আশ্লাদ করিয়া থাকে এবং মুসলমানদিগকেও কোন কন্ঠ করিতে দেয় না, সুতরাং আমরা তাহারদের আমোদে আশ্লাদ করিয়া থাকি । অতএব আমি এ তাশাসা দেখিতে চলিলাম, তুমি এখানে কোন কন্ঠ করিও না । এই কথা বলিয়া উদ্যানপাল উত্তম বস্ত্রাদি পরিধান পূর্বক প্রস্থান করিল ।

কামারুল জমান একাকী কালক্ষেপণোপায় রহিত হইয়া ভাষ্যাদি বিরহে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ ও পরিতাপ করত উদ্যানের ইতস্তত ভ্রমণ করিতেছেন ইতি মধ্যে উদ্যানের এক বৃক্ষোপরি দুইটা পক্ষিতে মহা কলরব আরম্ভ করিল তাহাতে রাজনন্দন তথায় দণ্ডায়মান হইয়া ভাহারদিগের প্রতি দৃষ্টি করিয়া থাকিলেন । ঐ পক্ষিহয় চঞ্চুর ও পঙ্কুর দ্বারা যোরতর যুদ্ধ করিল এবং ক্রণকাল পরে একটা পক্ষী মরিয়া মহীকুহ মূলে পতিত হইল, ইহাভে অর্ঘ্য যুক্ত সংহার কারী পক্ষী বৃক্ষ হইতে উড়িয়া গেল, কিঞ্চিৎ কাল পরে আর দুইটা বৃহৎ পক্ষী ঐ উদ্যানে আসিয়া একটা ঐ মৃত বিহঙ্গমের মস্তকের দিগে ও আর একটা তাহার পুচ্ছের দিগে বসিয়া কতক ক্রণ পর্যন্ত তাহাকে অবলোকন করত মস্তক নাড়িয়া শোক প্রকাশ করিল,



তৎপরে পদ ও নখ দ্বারা গোর খনন করিয়া তাহাতে মৃত পক্ষিকে পুঁতিয়া রাখিয়া তথা হইতে উড়িয়া গেল । কিয়ৎকাল পরে ঐ পক্ষি দ্বয়ের মধ্যে একটা ঐ অপঘাতক পক্ষির পাখা ও আর একটা তাহার পা চৌটে ধরিয়া তাহাকে লইয়া আসিল । ঐ অপরাধী পক্ষী পলাইবার জন্য নানা চেষ্টা ও বিকট চীৎকার করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে দয়া না করিয়া তাহাকে গোরের উপর আনিয়া মৃত পক্ষির যথার্থ প্রতিহিংসায় তাহাকে বধ করিল, এবং তাহার পেট ফাড়িয়া নাড়ী ভুঁড়ি বাহির করিয়া তদেহ মৃতিকায় ফেলিয়া দিয়া উড়িয়া গেল ।

যুবরাজ এতাবৎ চমৎকার ব্যাপার অবলোকনে বিস্ময় চিত্ত হইয়া মৃত পক্ষির নিকটে গিয়া তাহার নাড়ী ভুঁড়ী নিরীক্ষণ করিতে দেখিলেন যে তন্মধ্যে লাল রক্তের এক বস্তু রহিয়াছে, অতএব তাহা হস্তে করিয়া দেখিলেন যে তাহার প্রিয়া বেদো-রার যে পরশ মণি তাহার হস্ত হইতে পক্ষী লইয়া আস করি-য়াছিল ও যাহার অন্বেষণে তিনি অশেষ ক্লেশ পাইয়াছেন তাহা সেই প্রসূর । তৎপ্রাপ্তে যুবরাজ যে প্রকার আনন্দিত হইলেন তাহা বর্ণনাভীত । নৃপনন্দন ঐ প্রসূর পুনঃ চূষন করিয়া অতিশয় যত্ন পূর্বক ফিতায় জড়াইয়া স্বীয় ভুজে বন্ধন করিয়া রাখিলেন, এবং এ পর্যন্ত দুর্ভাবনা বশতঃ নিদ্রাতে বঞ্চিত থাকিয়া ঐ স্বাত্রি উত্তমরূপে নিদ্রা গেলেন ।

পর দিবস প্রাতঃকালে উদ্যানে গমন করিলে উদ্যানপাল তাহাকে একটা পুরাতন নিষ্ফল বৃক্ষ সমলোন্মূলন করিতে বলি-য়া স্থানান্তরে গমন করিল । কামারুল জমান কুঠার লইয়া বৃক্ষ ছেদন আরম্ভ করিলেন, কিন্তু বৃক্ষ মূল কাটিতে কুঠার খান কোন শক্ত বস্তুতে লাগিয়া ঠিকরিয়া পড়িল, তাহাতে রাজ-কুমারি মৃত্তিকা তুলিয়া দেখিলেন যে এক খান পিত্তলের পাত্র আছে তাহা উত্তোলন করাতে তন্নিম্নে দশটা স্বর্ণ যুক্ত এক-সোপান দৃষ্ট হইল, যুবরাজ ঐ সোপান দ্বারা এক সুড়ঙ্গ মধ্যে প্রবেশ করিলেন তাহা দীর্ঘ প্রস্থে দ্বাদশ হস্ত এবং তন্মধ্যে পঞ্চাশটা পিত্তলের কলস দৃষ্ট হইল তাহা স্বর্ণ মুদ্রায় পরি-

পূর্ণ। রাজতনয় এতদবলোকনে অতিশয় হর্ষযুক্ত হইয়া বাহিরে আসিয়া শিঁড়ির দ্বার সেই রূপ আচ্ছাদিত করিয়া উদ্যানপাল আসিবার পূর্বে বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া রাখিলেন।

উদ্যানপাল পূর্ক দিবস শুনিয়াছিল যে এর্বলী উপদ্বীপে স্বরায় এক জাহাজ গমন করিবে এবং তাহার কোন আত্মীয় ব্যক্তি তাহাকে কহিয়াছিল যে জাহাজ গমনের দিবস খার্যা হইলে তাহাকে সমাচার দিবে এ নিমিত্ত সে তদ্বিবস প্রাতে যুবরাজকে বৃক্ষ উৎপাটন করিতে বলিয়া জাহাজ গমনের সম্বাদ জানিতে গিয়াছিল। যখন গৃহে প্রত্যাগমন করিল তখন কামারুল জমান তাহার প্রফুল্ল বদন দেখিলেন। উদ্যানপাল কহিল বাপু হে অদ্য বড় সুসম্বাদ আনিয়াছি তিন দিবসের মধ্যে এখান হইতে এক খান জাহাজ খুলিয়া গিয়াইবে, আমি ঐ জাহাজাধ্যক্ষের সহিত তোমার গমনের কথা স্থির করিয়া আসিলাম। যুবরাজ কহিলেন আমার এ অবস্থায় ইহা অপেক্ষা অধিক সুখ জনক সংবাদ আর কি হইতে পারে কিন্তু আমিও তোমাকে কোন সুসংবাদ কহিতেছি তুমি আমার সঙ্গে আইস, ইহা বলিয়া উদ্যানের যে স্থানে বৃক্ষ উৎপাটন করিয়াছিলেন তথায় উদ্যানপালকে লইয়া গিয়া সোপান দিয়া নামিয়া শুভঙ্গ মধ্যে যে প্রচুর ধন পাইয়াছিলেন তাহা দেখাইয়া বলিলেন এত দিন পরমেশ্বর তোমার পরিশ্রমের ফল ও সততার পুরস্কার করিলেন। উদ্যানপাল কহিল তুমি কি কথা বলিতেছ, তুমি কি এমন বোধ করিয়াছ আমি এই ধন গ্রহণ করিব, কদাচ নহে, এখন তুমি পাইয়াছ, তোমারি, ইহাতে আমার কোন অধিকার নাই, তোমার স্বদেশ গমন কালে পরমেশ্বর তোমাকে এই ধন দিয়াছেন, তুমি ইহা দেশে লইয়া গিয়া সहाয় কর। কামারুল জমান উদ্যানপালের সততায় পরাভূত না হইয়া অনেক রূপ পর্যন্ত তাহার সঙ্গে এই বিষয়ে বাদানুবাদ করিলেন কিন্তু উদ্যানপাল কোন মতে গ্রহণে সম্মত না হইবার রাজপুত্র শপথ পূর্বক কহিলেন তুমি ইহার অন্যান্য অর্দ্ধাংশ গ্রহণ না করিলে আমি কিছুই লইব না, কি করে উদ্যানপাল রাজপুত্রের

তুর্কির নিমিত্ত অর্দ্ধেক গ্রহণ করিল ইহাতে প্রত্যেকে পঞ্চ বিংশতি কলস করিয়া পাইলেন ।

এই ক্রম স্বর্ণ কলস বণ্টিত হইলে পর উদ্যানপাল যুব-  
রাজকে কহিল যে তুমি যে ধন পাইয়াছ তাহা সাবধান পূর্বক  
সংগোপনে জাহাজে লইয়া যাইতে হইবে কেহ যেন কিছু  
সন্ধান না পায়, নতুবা সমূলে বিনাশ সম্ভব, কিন্তু আমি ইহার  
এক উপায় বলিতেছি, এতলী উপদ্বীপে জলপাই জন্মে না,  
এজন্য ব্যবসায়ী লোকেরা এখান হইতে ঐ ফল লইয়া গিয়া  
কথায় অধিক মূল্যে বিক্রয় করে । আমার উদ্যানে ঐ ফল  
যথেষ্ট আছে, অতএব তুমি পঞ্চাশটা কলস আনিয়া প্রত্যেক  
কলসের প্রথম অর্দ্ধ ভাগে স্বর্ণ পরিপূর্ণ কর ও অবশিষ্ট অর্দ্ধ  
ভাগে অর্থাৎ উপরে জলপাই সাজাইয়া রাখ, পরে যখন তুমি  
জাহাজ আরোহণ করিবা তখন জলপাইর কলস বলিয়া আমি  
ঐ সকল কলস জাহাজে উঠাইয়া দিব, তাহাতে নাবিক  
ইত্যাদি লোকে কেহ কিছু জানিতে পারিবে না এবং তোমার  
ধন তোমার সঙ্গে যাইবে । কামারল জমান ঐ সদুপদেশানু-  
সারে ৫০ টা কলস আনিয়া তাহাতে কথিত প্রকারে স্বর্ণ ও জল-  
পাই পূর্ণ করিলেন, আর তাহার ভূজ বন্ধ করচ পুনর্বার না  
হারায়ে এজন্য তাহা একটা কলসের মধ্যে রাখিয়া ঐ কলস  
অনায়ত্নে চিনিবার নিমিত্ত তাহাতে একটা বিশেষ চিহ্ন দিয়া  
রাখিলেন ।

পরন্তু বয়ঃক্রমের স্বয়ংক্রিয় হউক কিয়া ঐ দিন অধিক পরি-  
শ্রম করিয়াছিলেন তজ্জন্যই হউক, সেই দিবস রাজিতে উদ্যান-  
পাল পীড়িত হইল, এবং পরদিন অবধি তাহার পীড়া ক্রমশ  
বৃদ্ধি হইতে লাগিল তৃতীয় দিবস অর্থাৎ যে দিবসে যুবরাজ  
যাত্রা করিবেন সে দিবস সে এমনতরাকার হইল যে সেই রাজি  
রক্ষা পাওয়া কঠিন বোধ হইল । এ দিকে রজনী প্রভাত হইলে  
জাহাজাধ্যক্ষ কএক জন নাবিক সমভিষাহারে উদ্যানপালের  
বহির্দ্বারে আসিয়া দ্বার ঠেলিতে লাগিল, যুবরাজ দ্বার মুক্ত  
করিয়া দিলে জাহাজাধ্যক্ষ জিজ্ঞাসা করিল আমার জাহাজে

এই বাটীর কোন্ ব্যক্তি গমন করিবে তাহাকে আসিতে বল ।  
 কামারল জমান বলিলেন আমিই তোমার সঙ্গে যাইব,  
 তোমার লোকদিগকে আমার দ্রব্যাদি ও জলপাইর কলস  
 সকল জাহাজে লইয়া যাইতে বল পরে আমি উদ্যানপালের  
 নিকট বিদায় হইয়া জাহাজে আসিতেছি । এই কথায় দাঁড়িয়া  
 তাহার দ্রব্যাদি জাহাজে লইয়া যাইতে আরম্ভ করিল, এবং  
 নাবিক যুবরাজকে এই কথা বলিয়া গেল তুমি শীঘ্র আইস,  
 সুবাস্তাস উঠিয়াছে, আমরা এখনি জাহাজ খুলিয়া দিব,  
 কেবল তোমার নিমিত্ত বিলম্ব করিতেছি । পরে কামারল জমান  
 উদ্যানপালের নিকট বিদায় হইতে গিয়া দেখিলেন যে  
 তাহার মৃত্যু যজ্ঞগা আরম্ভ হইয়াছে এবং ধর্ম্ম নিষ্ঠ মুসলমা-  
 নেরা মরশের প্রাক্কালে ধর্ম্ম বিষয়ে যাহা বলে তখন তাহার  
 তাহাও বলিবার ক্ষমতা নাই, তথাচ কষ্ট সৃষ্টে তাহা কহিয়া  
 তখনি প্রাণত্যাগ করিল । যুবরাজের শীঘ্র জাহাজ আরোহণ  
 করিবার আবশ্যক ছিল, কিন্তু ঐ বৃদ্ধের আত্মীয় কুটুম্ব তথায়  
 ছিল না তাহাতে তাহাকে ফেলিয়া যাইতে না পারিয়া সম্ভ-  
 রতা পূর্ব্বক তাহার মৃত দেহ ধৌত করিয়া ঐ উদ্যানে গোর  
 দিলেন, কিন্তু একাকী সকল আনা লেওয়া করাতে প্রায় দিবা-  
 বসান হইল, তখন নদী তটে গিয়া শুনিলেন যে জাহাজ  
 তাহার নিমিত্ত তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া অনেক ক্লণ  
 হইল খুলিয়া গিয়াছে, সুবাস্তাস পাওয়াতে অধিক বিলম্ব  
 করিতে পারে নাই ।

রাজকুমার কামারল জমান এই অবকাশে গমন করিতে না  
 পারিয়া সেই বন্ধু হীন স্থানে আর এক বৎসর থাকিতে হইবে  
 এই দৃষ্টে যে রূপ ব্যাকুল হইলেন তাহা সহজেই অনুভব হই-  
 তে পারে । অধিকন্তু রাজকুমারী বেদোরার কবচ জল পাইর  
 কলসের সঙ্গে জাহাজে চলিয়া গেল তজ্জন্য আরও শোক-  
 কুল হইলেন, সেই কবচ পুনঃ প্রাপ্তির আশায় এই বার এক  
 কালীন নিরাশ হইলেন । কি করেন অন্যোপায় অভাবে উদ্যানে  
 ফিরিয়া গেলেন, এবং ভূম্যধিকারির নিকট স্বনামে পাট্টা

লইয়া একটী বালক চাকর রাখিয়া কৰ্ম্ম কাৰ্য্য করিতে লাগিলেন । পরন্তু প্রাচীন উদ্যানপাল নিঃসন্তান হইয়া লোকান্তর গমন করাত্তে, তিনিই তাহার পঞ্চ বিংশতি স্বর্ণ কলসের অধিকাৰী হইলেন, এবং তাহাতে বঞ্চিত না হন ও সময়ান্তরে তাহা সৃজে লইয়া যাইতে পারেন এজন্য পঞ্চাশ কলসে ঐ স্বর্ণ বিভাগ করিয়া রাখিয়া তদুপরি জলপাই সাজাইয়া রাখিলেন ।

যুবরাজ কামারজ জমানের যখন এইরূপ অশেষ ক্লেশ ও শ্রম এবং অসহিষ্ণুতার আর এক বৎসরারম্ভ হইল তখন ঐ জাহাজ সুবাস্তাস পাইয়া নিখিঁয়ে এবলী উপদ্বীপের রাজধানীতে গিয়া উপস্থিত হইল, ঐ দ্বীপের নূতন রাজা অর্থাৎ রাজকিশোরী বেদৌরা তখন অটালিকার উপরে ছিলেন, জাহাজ আগমন দৃষ্টে ভৃত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ জাহাজ কোথা হইতে আইল । ভৃত্যগণ কহিল এ জাহাজ প্রতি বৎসর পৌতুলিকদিগের নগরে গিয়া তথাকার উত্তমঃ দ্রব্যাদি আনিয়া থাকে ।

রাজকন্যা নানা সুখে সুখী হইলেও তাঁহার মনে যুবরাজের বিরহ দুঃখ দেদীপ্যমান ছিল, ইহাতে জাহাজ দর্শন মাত্রে মন করিলেন এই তরুণীতে যদি যুবরাজ থাকেন এবং এই আশ্বাসে তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহণ পূর্বক জাহাজস্থ দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার ছলে স্বামির অনুসন্ধানার্থ মদী তটে গিয়া নাবিককে ডাকিয়া, কোথা হইতে ও কত দিনে জাহাজ আইল এবং পথে কি মঙ্গল অমঙ্গল ঘটনা হইয়াছিল ও জাহাজে কোন্ লোক এবং কিঃ দ্রব্য আছে এই সমস্ত বিষয়ের বিবিধ কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । নাবিক তাঁহার সমুদায় প্রশ্নের উত্তর দিল এবং জাহাজে যেঃ দ্রব্যাদি ছিল তাহারও বিবরণ কহিল । রাজকন্যা স্বভাবতঃ জলপাইতে অতিশয় প্রিয় ছিলেন, ঐ ফলের কথা শুনিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ সকল জলপাই রাজবাটীতে লইয়া যাইতে আজ্ঞা করিলেন । পরে বাটীতে আসিয়া তাহার মূর্খের কথা জিজ্ঞাসা করিলে নাবিক কহিল এ দ্রব্য এক ব্যাপারির, তাহার এই জাহাজে আসিবার কথা ছিল, কিন্তু তাহার লহ বশতঃ আমরা তাহাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, সে ব্যক্তি অতি

দুঃখী, যদি আপনি কৃপাবলোকন পূর্বক ইহার মূল্য সহস্র মুদ্রা প্রদান করেন তবে তাহার যথেষ্ট লভ্য দ্বারা মনঃক্লোভ ও দুঃখ দূর হইবে । রাজকিশোরী তৎক্ষণাৎ নাবিককে সহস্র মুদ্রা দিয়া বিদায় করিলেন । পরে কলস হইতে জলপাই বাহির করিতে আজ্ঞা দিয়া স্বয়ং তাহা দেখিতে লাগিলেন । জলপাই বাহির কালে কলসের প্রথমার্দ্ধে জলপাই পরার্দ্ধে স্বর্ণ পরিপূর্ণ দেখাতে তাহার অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হইল তাহাতে ক্রমে সকল কলস শূন্য করিতে কহিলেন তাহার মধ্যে একটা কলস হইতে হঠাৎ কবচ খানা বাহির হইয়া পড়িল, রাজকুমারী ঐ কবচ লইয়া দৃষ্টি করা মাত্র একেবারে মুচ্ছিতা হইলেন । অমাত্য ও ভৃত্যবর্গ তাহার বদনে বারি প্রদান করাতে যখন তাহার চৈতন্য হইল তখন নৃপভিনুতা পুনঃ ঐ কবচ চূষন করিতে লাগিলেন এবং প্রিয় স্বামী কামারল জমানকে শীঘ্রই পাইবেন এমনত আশ্বাস পাইয়া রাজনন্দিনী হায়তল নিকাসকে তাহা দেখাইলেন, তিনিও ঐ অমূল্য নিধি দেখিয়া রাজপুত্রের শীঘ্র আসার আশাতে পরমাক্সাদিতা হইলেন ।

বেদোরা পর দিন প্রত্যুষে নাবিককে ডাকাইয়া আজ্ঞা করিলেন যে সে সেই দণ্ডেই জাহাজ খুলিয়া গিয়া যে ব্যক্তির জলপাই, তাহাকে লইয়া আইসে, নতুবা তাহার সকল দ্রব্যাদি ও জাহাজ ক্রোক হইবে । নাবিক রাজাজ্ঞা অবহেলন করিতে অক্ষম হইয়া পুনর্বার পৌত্তুলিকদের সেশে যাত্রা করিল এবং রাত্রি কালে যেমন তথায় পৌঁছিল তেমনি ছয় জন লোক সম-ভিব্যাহারে কামারল জমানের উদ্যানে গিয়া দ্বারে করাঘাত করিতে লাগিল । কামারল জমান তখন পর্য্যন্ত জাগ্রত ছিলেন তাহাতে তৎক্ষণাৎ গিয়া দ্বার মুক্ত করিয়া দলেন । কাণ্ডারি-গণ তাহারে দেখিকামাত্র বঁল পূর্বক ধরিয়া ডিঙ্গিতে তুলিয়া জাহাজে লইয়া গেল, কোন কথা বলিল না, তাহার পর পাইল উড়াইয়া জাহাজ খুলিয়া দিল । কামারল জমান তাহারদের অভিপ্রায় বঝিতে অশক্ত হইয়া মহা উদ্বেগে থাকিলেন । গমন কালে পথে আশ্চর্য্য ঘটনা কিছুই হইল না । কিয়দিবস পরে

এবলী উপদ্বীপে জাহাজ উপনীত হইলে ছদ্মবেশী রাজকন্যা বেদৌরা তৎসংবাদ প্রাপ্তে কামারুল জমানকে সম্মুখে আনয়ন করিতে আজ্ঞা করিলেন । ভূপতি তনয় যদিও উদ্যানপালের বেশে ছিলেন, তথাচ বেদৌরা দর্শনমাত্র তাঁহাকে চিনিলেন, এবং যদিও প্রকাশ হইয়া তাঁহার সহিত তখনি আলিঙ্গন করেন এমন ইচ্ছা হইল তথাপি ধৈর্য্য বারি দ্বারা সে প্রবল ইচ্ছা রূপ অনলকে নির্ঝাণ করিয়া আরো কিছুকাল আপনার ভূপতি বেশে থাকা কর্তব্য এমত বিবেচনা করত তাঁহাকে স্বচ্ছন্দে রাখিতে আজ্ঞা দিলেন । তদনন্তর নাবিকের অমের পুরস্কারার্থ তাঁহাকে ভাণ্ডারে লইয়া গিয়া যথেষ্ট খন দিলেন তাহাতে সে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া প্রস্থান করিল ।

তৎপরে বেদৌরা এবলী উপদ্বীপাধিপতির কন্যা হায়তল নিকাসের নিকট আস্ত্র আনন্দের বিষয় জ্ঞাপন করিয়া কহিলেন যে রাজকিশোরকে এই ক্ষণেই রাজসিংহাসনে আরোপিত করা বিচার সম্ভব কিন্তু তাঁহার ঐদৃশ দরবস্থা হইতে একেকালে এমত অত্যাচর পদাভিষেক দুর্ঘট অর্থাৎ উদ্যানপালকে রাজ্য করিলে লোকে যুক্তি সিদ্ধ বোধ করিবে না, পরন্তু আপনি আর ছদ্মবেশে না থাকিয়া শীঘ্র তাঁহার নিকট প্রকাশ হইবেন তাহাও বলিলেন । অতএব পর দিন প্রত্যুষে রাজকুমারী দাসগণকে আজ্ঞা করিলেন যে উদ্যানপালকে অঙ্গ মাজ্জনা দি-পূর্ব্বক স্নান করাইয়া এবং বস্ত্র ভূষণ পরিধান করাইয়া রাজসভাতে উপস্থিত কর । দাসগণ আজ্ঞানুসারে যখন তাঁহাকে উত্তম বস্ত্রাদি পরিধান করাইয়া রাজ সভায় আনয়ন করিল তখন সভাসদ সকলে তাঁহাকে পরম সুন্দর ও রাজলক্ষণাক্রান্ত দেখিয়া তৎপ্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিল । পরে তাঁহার বাসার নিমিত্ত যে অট্টালিকা সুসজ্জিত হইয়াছিল তথায় তাঁহাকে লইয়া গেলে রাজকুমার দেখিলেন সেখানে বিবিধ প্রকার কর্মকারী ও দাস দাসী তদাক্রান্ত পালনার্থ উপস্থিত আছে এবং উত্তম অশ্ব পূর্ণ অশ্বশালা এবং সম্ভ্রান্ত সভ্য লোকের উপযুক্ত আবাস প্রভৃতি রহিয়াছে, তিনি তথায় আগমন করিলে



পরেই সেই বাটীর দেওয়ান তাঁহার ব্যায়ার্থ স্বর্ণমুদ্রা পরিপূর্ণ এক বাক্স আনিয়া দিল । রাজপুত্র এই সকল ব্যাপার দৃষ্টে অতিশয় চমৎকৃত হইলেন, কিন্তু একবারও তাঁহার মনে এমত উদয় হইল না যে এ সমুদয় ব্যাপার তাঁহার প্রিয়া বেদৌরা কর্তৃক কৃত হইতেছে ।

বেদৌরার নিতান্ত বাসনা ছিল যে তাঁহাকে কোন উচ্চ কর্ম দিয়া সর্বদা আপন নিকট রাখেন, অতএব দৈবাৎ রাজকোষাধ্যক্ষের পদ শূন্য হওয়াতে তাঁহাকে ঐ পদে নিযুক্ত করিলেন । রাজকুমার তৎ পদাভিষিক্ত হইয়া সদিবেচনা ও বিচক্ষণতা পূর্ব্বক কর্ম করাতে প্রধান পদস্থ সফল ব্যক্তি ও তাবৎ প্রজা তাঁহার বশীভূত হইল, ইহাতে কামারল জমান আপনাকে অত্যন্ত সুখী জ্ঞান করিলেন, কিন্তু এমত ঐশ্বর্য্য পাইয়াও তাঁহার প্রিয়াকে বিস্মৃত হইতে পারিলেন না, বরঞ্চ সর্বদা তাঁহার নিমিত্ত খেদ করিতেন এবং মনে ভাবিতেন বুঝি প্রিয়া এই পথ দিয়া পিতৃদেশে গিয়া থাকিবেন, পরন্তু তাঁহার কিছু সন্ধান পাইলেন না । ছদ্মবেশী রাজকন্যা যখন তাঁহাকে কর্ম কাষা বিষয়ে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেন তখন রাজপুত্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক উত্তর করিতেন, সে দীর্ঘ নিশ্বাস তাঁহার ইজেন্য, এবং রাজকন্যাও আপনার মনের যজ্ঞগা আপনি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়া বিবেচনা করিতেন যে শীঘ্র তাঁহার নিকট প্রকাশ হওয়া উচিত, তাহা হইলে উভয়ের বিরহ যজ্ঞগার শেষ হইবে । অনন্তর বেদৌরা হায়তল নিকাসের সহিত পরামর্শ করিয়া এক দিবস কামারল জমানকে নির্জনে বলিলেন তোমার সহিত আমার কোন পরামর্শ আছে, অতএব অদ্য সন্ধ্যার সময় তুমি আমার নিকটে আসিও, এবং বাসায় বলিয়া আসিও যে রাত্রিতে আসিতে পারিব না, আমি তোমার শয়নার্থ এই স্থানে শয্যা দেওয়াইব ।

কামারল জমান নিকপিত সময়ে রাজবাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলে ছদ্মবেশী বেদৌরা তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন । তাহাতে প্রহরী খোজাও তাঁহার সঙ্গে যাইতে

উদাত্ত হইল কিন্তু রাজকন্যা তাহাকে দ্বারে থাকিতে কহিয়া রাজপুত্রকেই অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। পরে যে গৃহে আপনি শয়ন করিতেন সেই গৃহে তাঁহাকে বসাইয়া ঘরের দ্বার রুদ্ধ করত সিন্দূরহাতে সেই পরসমগি বাহির করিয়া তাঁহার হস্তে দিয়া বলিলেন যে কিছু কাল হইল এক দৈবজ্ঞ আমাকে এই প্রস্তর দিয়াছে, তুমি সর্ব বিষয়ে বিচক্ষণ, ইহার কি গুণ বলিতে পার।

কামারল জমান ঐ প্রস্তর দীপের আলোকে দৃষ্টি করিয়া একেবারে চমৎকৃত হইলেন, রাজকিশোরী বেদোরা তাহাতে মনে মহাজ্ঞানাদিতা হইলেন। পরে কামারল জমান বলিলেন মহারাজ আপনি আমাকে ইহার গুণ জিজ্ঞাসা করিলেন কিন্তু হায় ইহার গুণ কি কহিব, জগন্মোহিনী রাজনন্দিনী এই মণি, যদি আমি তাঁহার অবেষণ শীঘ্র না পাই তবে তাঁহার শোক ও বিরহে আমার প্রাণ বিয়োগ হইবে এই ইহার গুণ। আমি ঐ প্রাণাধিকাকে হারাইয়া যে দুঃখ ভোগ করিয়াছি ও করিতেছি যদি তাহা অনুগ্রহ পূর্বক আকর্ষণ করেন তবে অশ্রু আমার প্রতি আপনার দয়া হইবে। নরেন্দ্রসুতা উত্তর করিলেন আমি তাহা কিছু জ্ঞাত আছি, কিন্তু তুমি এই স্থানে কিঞ্চিৎ কাল থাক, আমি আসিয়া তাহার বিস্তারিত শুনিতেছি। বেদোরা ইহা বলিয়া আর এক কুঠরীতে গেলেন, সেখানে রাজ বেশ ভ্যাগ পূর্বক রমণীর রমণীয় বস্ত্র ভূষণ পরিধান করিয়া এবং পরস্পর পৃথক হওনের দিকসে যে কটি বন্ধন কটিতে ছিল তাহা কটিব বন্ধন করিয়া কামারল জমানের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কামারল জমান দৃষ্টি মাত্র সম্মুখাচারিণী স্বরূপে চিনিয়া হর্ষ প্রফুল্ল নয়নে স্বপ্নেয়সীকে বাহু মধ্যে ধারণ পূর্বক অকূল কাণ্ডারি পরমেশ্বরের শ্রাদ্ধ করত বলিলেন, হে প্রিয়ে আমি রাজার গুণে কি পর্যন্ত বাধিত তাহা বলিতে আমার জিহ্বা অশক্তি। রাজকন্যা তাঁহাকে আনিজন পূর্বক আনন্দাশ্রুপূরিত নয়নে কহিলেন আর সে রাজাকে দেখিবেন এমন আশা করিবেন না, আমি সেই রাজা, বৈস, আমি তো

মাকে সমুদয় বৃত্তান্ত বলিতেছি । পরে তাঁহাকে নিকটে বসাইয়া রাজকন্যা শেষে যেখানে ছাউনি করিয়াছিলেন অর্থাৎ যে স্থান হইতে যুবরাজ গিয়াছিলেন তথায় নিজে ভ্রম হইলে তাঁহাকে না দেখিয়া অনেক ক্রণ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিয়া যখন ফিরিয়া আইলেন না তখন তাঁহার আসার আশায় নিরাশ হইয়া ছদ্মবেশে সেই স্থান হইতে যে রূপে এবলী উপদ্বীপে আসিয়াছিলেন, ও যে অভিপ্রায়ে আন্মানোস রাজার কন্যা হায়তল নিকাসকে বিবাহ করিয়া রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছিলেন, এবং রাজকন্যার নিকট আপনি স্ত্রীজাতি ইহা প্রকাশ করিলে তিনি যে প্রকার দয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং পরে জলপাই ক্রয় করিয়া কলস মধ্যে স্বর্ণ মুদ্রা ও পরশ মণি পাইয়া তাঁহাকে ফেরাশলে আনয়ন করান তাহা তাবৎ একে বিস্তার পূর্বক कहিলেন, এবং হায়তল নিকাশের রূপ শ্রবণের নানা প্রকার প্রশংসা করিলেন । তৎপরে কামারল জমানকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে নাথ তুমি তদবধি কোন আপদে পড়িয়াছিলে তাহা আমাকে বল । যুবরাজও আদ্যোপান্ত সমুদয় বৃত্তান্ত প্রিয়াকে कहিলেন আর বলিলেন হে প্রাণাধিকে এত দিন তুমি আমার নিকট এখানে অপ্রকাশ থাকিয়া কেন অনর্থক ক্লেশ দিয়াছ । এই কথায় রাজকুমারী লজ্জিতা হইয়া তাঁহার অনেক কারণ দর্শাইলেন । এই সকল কথোপকথনে অনেক রাত্রি হইল, তৎপরে উভয়ে উত্তম পর্যাঙ্কে শয়ন করিয়া পরম সুখে রজনী যাপন করিলেন ।

পরদিন গাজোখানানস্তর বেদৌরা রাজার রেশ ভূষা না পরিয়া স্ত্রী বেশে থাকিয়া প্রধান খোজা দ্বারা আন্মানোস রাজাকে সংবাদ পাঠাইলেন । রাজা অস্তঃপুরে আসিয়া তথায় অজ্ঞাত কুমারীলা অপরিচিতা পরমা সন্দরী এক যুবতী ও রাজকোষাধ্যক্ষকে একত্র দেখিয়া অস্তঃক্রুদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে রাজা কোথায় । রাজকন্যা উত্তর করিলেন মহারাজ কল্যা আমি রাজা হিলাম, কিন্তু অদ্য চীনাধিপতির কন্যা বেদৌরা ও শাহজমান রাজার পুত্র প্রকৃত কামারল জমানের

বনিতা হইয়াছি। আমি আপনাকে পূর্বে প্রতারণা করিয়াছিলাম কিন্তু আমারদিগের বিবরণ শ্রবণ করিলে আপনি আমার প্রতি দোষারোপ করিবেন না। তৎপরে ঐ কাহিনী সমুদায় রাজাকে কহিলেন, রাজা তাহা শুনিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইলেন। পরে বেদোরা কহিলেন মহারাজ যদিও আমারদের ধর্ম্মানুসারে পুরুষে এক স্ত্রী সম্বন্ধে ভার্য্যার অনুমতি বিনা অন্য দার পরিগ্রহ করিতে পারেন না কিন্তু আমি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক কহিতেছি যে আপনি কামারল জমানের সহিত আপনকার কন্যার বিবাহ দেউন তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই বরং তাহাতে আমি অত্যন্ত আনন্দিতা হইব, এবং তিনিই রাণী হইবেন, আমি তাঁহার অধীনা হইয়া থাকিব। আমি তাঁহার সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিয়াছি ইহাতে তিনিও সন্মত আছেন মহারাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন। রাজা আশ্বিনোস এই কথা শুনিয়া কামারল জমানের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলেন। যুবরাজ কহিলেন যদিও আমি আমার পিতাকে বহু দিন না দেখিয়া অতিশয় ব্যাকুল আছি কিন্তু আপনি ও আপনার কন্যা আমার যে উপকার করিয়াছেন তাহাতে কোন মতে আপনার মতের বিপরীত করণেচ্ছু নহি। রাজা রাজপুত্রের এই অভিপ্রায় পাইয়া সেই দিবসেই তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন এবং বহু সমারোহ পূর্ব্বক তাঁহার সহিত স্বীয় দুহিতার বিবাহ দিলেন, ঐ যুবতীর মৌন্দর্য্য ও বিচক্কণতা এবং প্রেমতে রাজকুমার অতিশয় মোহিত হইলেন। অপর দুই রাজকন্যা পূর্ব্বমত অত্যন্ত প্রণয়ে থাকিয়া উভয়ে কামারল জমানের পুরম প্রেয়সী হইলেন; এবং উভয়ে সমান শয়্যা ভোগি হইয়া মহা সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

পরে উভয়েই সম কালে অসুস্থ হইয়া পূর্ব বৎসরে এক রাজপুত্র প্রসব করিলেন, তাহাতে নব কুমারের জাত কন্যাদি মহা সমারোহ পূর্ব্বক সম্পন্ন হইল। বেদোরার গর্ভে যে প্রথম পুত্র জন্মিয়াছিল কামারল জমান তাহার নাম আমজিয়াদ অর্থাৎ মহানন্দিত ও হারাতল নিকাশের গর্ভে যে দ্বিতীয়

পুত্র হইয়াছিল তাহার নাম আসাদ অর্থাৎ অত্যন্ত সুখী, রাখিলেন ।

যুবরাজ আমজিয়াদ এবং আসাদের কথা ।

বাল্যকালাবধি উক্ত রাজকুমারদিগের লালনপালন যত্ন পূর্বক হইল এবং বয়োবৃদ্ধি হইলে উভয়েরি এক জন শাসন কর্তা নিযুক্ত হইল, আর রাজা কামারুল জমান তাহা দিগকে যে২ বিদ্যা শিক্ষা করাইবার মানস করিয়াছিলেন সেই সকল বিদ্যা শিক্ষার জন্য তত্বে বিদ্যা ব্যবসায়ি এক জন উপদেশক উভয়েরি জন্য নিয়োজিত করিলেন এই প্রকারে এক প্রকার শিক্ষা ও সহবাসে তাহারদের বাল্য কালের প্রায় ক্রমে অধিক বয়স ক্রমে আরো দ্রুতর হইতে লাগিল ।

রাজকুমার দুয়ের অবয়ব ও সৌন্দর্য্য বাল্যাবস্থা হইতেই সমান ছিল এজন্য উভয় রাণীই তাহাদিগকে অসম্ভব সুহ করিতেন, বিশেষত বেদৌরা আত্মপুত্র অপেক্ষা হায়তল নিকাসের নন্দন আসাদকে যথেষ্ট ভাল বাসিতেন, এবং হায়তল নিকাসও আপন সন্তান অপেক্ষা বেদৌরার পুত্র আমজিয়াদকে অধিক সুহ করিতেন ।

প্রথমে দুই রাণী বিবেচনা করিয়াছিলেন যে তাঁহারদিগের পরস্পর প্রণয়ের আতিশয্যে এই অসম্ভব স্নেহের উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু কালপ্রভাবে তাঁহারদিগের ঐ স্নেহ দোষের কারণ হইয়া উঠিল, এবং কুমারদ্বয়ের রূপ লাভের তাহাদিগকে জানান্স করিল ।

দুই রাণী আপনাদের মধ্যে এই প্রেম গোপনে রাখেন নাই, কিন্তু কুমারদ্বয়কে সহসা তাহা বলিতে সাহস না পাইয়া পত্রের দ্বারা জানাইবার মানস করিল । অনন্তর রাজা কামারুল জমান এক সময় ২১-২২ দিবসের নিমিত্ত মৃগয়ায় গমন করিলে যুবরাজ আমজিয়াদ রাজকর্ম্য নির্বাহ করিয়া বেলা তৃতীয় প্রহরের সময়ে অন্তঃপুরে আসিতেছিল এমন সময়ে এক খোজা তাহাকে নিভৃতে হায়তল নিকাস রাজীর প্রেমাভিলাষের পত্র প্রদান করিল । যুবরাজ এই ঘণিত পত্র পাঠ করিয়া খোজাকে

বলিলেন অরে বিশ্বাসঘাতক তোর প্রভুর প্রতি এই কি বিশ্ব-  
স্ততা, ইহা বলিয়া তৎক্ষণাৎ করবাল দ্বারা তাহার শিরশ্ছে-  
দন করিলেন। তদনন্তর আপন মাতা বেদৌরার নিকট গিয়া  
ঐ পত্র দেখাইলেন এবং ঐ পত্র কে লিখিয়াছিল ও তাহাতে  
কি লেখা ছিল তাহাও কহিলেন, কিন্তু রাণী ঐ কথায় কণপাত  
না করিয়া কোপ প্রকাশ পূর্বক বলিলেন ওরে পুত্র এসমুদায়  
কৃত্রিম ও অপবাদ মাত্র, আমি জানি হায়তল নিকাশ অতি  
সহিবেচিকা, তুমি কি বুদ্ধিতে তাহার গানি করিতেছ ।

বেদৌরা আপন পুত্র আমজিয়াদের ব্যবহারে মনে জানিল  
যে যুবরাজ আসাদও ততুলা ধার্মিক এবং তিনিও এমত  
দৃষ্টিতে কদাচ সম্মত হইবেন না, তথাপি কুকর্মের চেষ্টাতে  
নিবৃত্ত থাকিতে না পারিয়া পর দিন এক পত্র লিখিয়া তাহা  
আসাদের হস্তে অর্পণার্থ এক বৃদ্ধা স্ত্রীকে নিযুক্ত করিল । ঐ প্রা-  
চীনা পত্র প্রদানের সময়ানুসন্ধান করিতে লাগিল, পরে যুব-  
রাজ আসাদ যখন রাজকর্ম করণানন্তর রাজসভা হইতে গৃহে  
আসিতেছিলেন সেই সময়ে বৃদ্ধা ঐ পত্র তাহার হস্তে দিল ।  
রাজপুত্র পত্রের কিঞ্চিৎ অংশ পাঠ করিয়াই মহা ক্রোধে তখ-  
নি সেই প্রাচীনার মস্তক ছেদন পূর্বক তাহার উচিত দণ্ড করি-  
লেন । পরে ঐ পত্র হস্তে করিয়া আপনার মাতা হায়তল নিকা-  
সকে দেখাইতে গেলেন, কিন্তু রাণী তাহাকে কোন কথা বলি-  
বার সাবকাশ না দিয়া কহিলেন ওরে আমি তোমার মনস্থ জানি-  
লাম, তুইও তোমার ভ্রাতা আমজিয়াদের তুলা নির্লজ্জ, দূর হ,  
আমার সম্মুখে আর কখন আসিস্না ।

পরে রাণী দ্বয় কুমার দ্বয়কে একপ ধর্ম নিষ্ঠ দেখিয়া  
প্রেমের আশায় নিরাশ হইয়া প্রকৃতি সিদ্ধ মাতৃ স্নেহও পরি-  
ত্যাগ করত উভয়কে নষ্ট করিবার মনস্থ করিল, এবং আপন  
পরিচারিণীগণকে জানাইল যে কুমার দ্বয় তাহারদের ধর্ম নষ্ট  
করণের চেষ্টা করিয়াছিল । অনন্তর রাজা কামারল জমান মৃগয়া  
হইতে প্রত্যাগমন করিলে দুই রাজ্ঞী রূপট দৃষ্টে মগ্না ও নেত্র  
নীরে আচ্ছন্ন হইয়া একত্র শয়ন করিয়া থাকিল । রাজা তাহার-

দিগকে এই রূপ রোক্তদ্যমানা দেখিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল চিত্তে দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । ধৃত্য রমণীরা রাজার কথায় উত্তর না করিয়া আরো রোদন করিতে লাগিল । পরে রাজা পুনঃ জিজ্ঞাসা করাতে বেদৌরা ক্রন্দন করিতে কহিল মহারাজ তোমার পুত্র রাজকুমার দ্বয়ের অশিষ্ট ব্যবহারে আমারদের মনে অতিশয় ঘৃণা জন্মিয়াছে, আমাদের আর এক দিনও প্রাণ ধারণের অভিলাষ নাই । তাহারা অতি কুৎসিত মানসে তোমার অনুপস্থিতে সাহস পাইয়া আমারদিগকে বলাৎকার করিতে উদ্যত হইয়াছিল । রাজা এ কথায় অগ্নিপ্রায় হইয়া তৎক্ষণাৎ কুমার দ্বয়কে রাজসভায় আনয়ন করাইয়া স্বহস্তে উভয়েরই শিরশ্ছেদন করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু প্রাচীন ভূপতি আন্মানোস তৎকালে তথায় উপস্থিত থাকাতে তিনি তাহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন হে পুত্র তুমি কি করিতেছ, তুমি আত্মজের শোণিতে কেন আপন হস্ত ও রাজবাটী অপবিত্র করিবে, যদি তাহারা অপরাধী হয় তবে দণ্ডের অন্য পন্থা আছে । শ্বশুরের বাক্যে রাজা কামারল জমান স্বহস্তে আত্মজ হত্যায় ক্ষান্ত হইয়া তখন তাহারদিগকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিলেন, পরে জিয়ান্দর নামে এক জন আমীরকে আজ্ঞা করিলেন যে এই পাপিষ্ঠ দ্বয়কে নগর হইতে অন্তরে লইয়া গিয়া ইহারদিগকে বধ করিয়া তৎ চিহ্ন স্বরূপ ইহারদের শোণিতাক্তি বস্ত্র আনিয়া আমাকে দেখাও, নতুবা আমি তোমারও মুখাবলোকন করিব না ।

রাজার এই আজ্ঞানুসারে জিয়ান্দর কুমার দ্বয়কে অশ্বারোহণ করাইয়া রজনীযোগে নগর হইতে লইয়া চলিল, সমস্ত রাত্রি গমন করিয়া প্রত্যুষে তাহাদিগকে অশ্ব হইতে অবরোহণ করাইয়া সর্জল নয়নে রাজাজ্ঞা জ্ঞাপন করিয়া কহিল, হে রাজকুমারেরা আপনাদের পিতা আনাকে এই সঙ্কটে নিঃক্ষেপ করিয়াছেন, দোহাই পরমেশ্বরের, এই আজ্ঞা পালনে আমার একান্ত ইচ্ছা নাই । রাজ পুত্রেরা কহিলেন আমরা জানি তুমি আজ্ঞাবাহক, অতএব তুমি আপন কর্তব্য কর্ম কর, তাহাতে তোমার



দোষ কি। অনন্তর জিয়ান্দর বিটপি মূলে অশ্ব বন্ধন পূর্বক কুমারদ্বয়কে বন্ধন করিয়া যেমন আঘাতের নিমিত্ত তলওয়ার খুলিল তেমনি তচ্চাকচকো তাহার ছোটক ভয় পাইয়া বন্ধন মুক্ত হওত, রুনে পলায়ন করিল, তাহাতে জিয়ান্দর তলওয়ার ফেলিয়া অশ্বের পশ্চাতে গমন করিল। কিছুকালানন্তর বন মধ্যে সিংহের ঘোরতর গর্জন শ্রবণে ভূপাল নন্দনেরা অনুমান করিলেন যে জিয়ান্দরকে নিঃসন্দেহ সিংহে আক্রমণ করিয়াছে অতএব যুবরাজ আমজিয়াদ বন পূর্বক আপনার বন্ধন ছিন্ন করিয়া ঐ তলওয়ার লইয়া জিয়ান্দরের রক্ষার্থ দৌড়িয়া গিয়া সিংহ যে সময়ে তাহাকে ধরিবে সেই কালে সিংহকে বিনাশ করিলেন। এই আচরণে জিয়ান্দর মুক্ত হইয়া তাঁহারিগের বধের চিন্তা পরিত্যাগ করিল এবং তখনি তাঁহারিদিগকে আপন বস্ত্র দিয়া তাঁহারদের পরিধেয় চাহিল। রাজপুত্রেরা ইহাতে প্রথমত আপত্তি করিলেন, কিন্তু পরে সন্মত হইলেন।

তদনন্তর জিয়ান্দর যুবরাজ দ্বয়কে নানা প্রকার আশীর্বাদ করিয়া তাঁহারদের পরিধেয় বস্ত্র মৃত্ত সিংহের শোণিতে আরক্ত করিয়া তৎসহ অশ্বরোহণ পূর্বক এবলী উপদ্বীপের রাজধানীতে গমন করিল। সে রাজসভায় উপস্থিত হইলে রাজা কামারুল জমান তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহার আত্মা পালন হইয়াছে কি না? জিয়ান্দর রাজকিশোরদিগের শোণিতাক্ত বস্ত্র দেখাইয়া বলিল, মহারাজ আমি আত্মা পালন করিয়াছি কি না তাহার এই চিন্তু দেখুন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন তাহার। কি রূপে ঐ দণ্ড গ্রহণ করিল। জিয়ান্দর কহিল চমৎকার ঐশ্বর্যের সহিত ঐশ্বরে আত্মা সমর্পণ করিয়া শিরোদান করিলেন, মহারাজ তাঁহার। পরম ধার্মিক ছিলেন এবং মরণ কালে কহিলেন যে নিরুপরাধে আমারদিগের প্রাণ দণ্ড হইল, সাধ্য কি, ঐশ্বরেচ্ছায় সকলই হয়, ইহাতে পিতার কোন দোষ নাই, কিন্তু তিনি যথার্থ বিষয় শুনে নাই। রাজা জিয়ান্দরের নিকট এই বিবরণ শুনিয়া অতিশয় দুঃখান্বিত চিত্তে রাজকুমারদের

বজ্রাঘ্বেষণ করিতে২ প্রথমে যুবরাজ আমজির্গাদের জেব মধ্যে একখানা পত্র পাইয়া তাহা পাঠ করিলেন। রাণী হায়তল নিকাস সেই পত্র স্বহস্তে লিখিয়াছিল এবং প্রেমের চিহ্ন স্বরূপ তন্মধ্যে তাহার বেশী ছিল। ভূপতি এতদবলোকনে কল্পাকিত কলেবর হইলেন, তৎপরে আসাদের জেবে হস্ত দিয়া বেদো-রার স্বহস্ত লিখিত ঐ রূপ এক লিপি পাইয়া এমত বিস্ময়াপন্ন হইলেন যে ক্রণেক কাল তাঁহার মূর্ছা হইল। কিয়ৎকাল পরে চৈতন্য হইলে রাজা অতিশয় শোকাবল হইয়া বলিলেন হায় আমি কি নির্ধর কন্ম করিলাম, আমি নির্দোষ পুত্রদিগকে দুর্গা ভাষাদের কথায় নষ্ট করিলাম।

যখন এবলী উপদ্বীপাধিপতি পুত্র শোকে এই রূপ কাতর তখন কুমারদ্বয় লোক ভয়ে লোকালয় ত্যাগ করিয়া বনে২ ভ্রমণ করিতেছিলেন। তাঁহারা দিবসে বন্য ফল মূলাদি আহার ও পর্ষতের নির্ঝরোদক পান করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেন, রাত্রিতে বন্য জন্তুর ভয়ে এক জন শয়ন করিতেন আর এক জন জাগিয়া থাকিতেন। এই রূপে কএক মাসাহ ভ্রমণ করিতে২ এক দিন এক বৃহৎ পর্ষতের নীচে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বহু কষ্টে গিরি আরোহণ করিয়া এক স্থানে বসিয়া কিঞ্চিৎ কাল ক্লান্তি দূর করিলেন, তদনন্তর পুনরায় গমন করিলেন, এই রূপে এক বৃহৎ নগর দেখিয়া তাহার কিঞ্চিৎ অন্তরে অবস্থিত হইলেন। পরে তাঁহারদিগের মধ্যে কে নগরে গিয়া আহারীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আনিবে, ও কে সেই স্থানে থাকিবে এতদ্বিষয়ের পরামর্শ হইলে আসাদ নগরে গমন করিলেন। নগরে যাইতে২ পথি মধ্যে এক বৃদ্ধের সহিত আসাদের সাক্ষাৎ হইল, সেই প্রাচীন তাঁহাকে আপন বাটীতে লইয়া গেল, এবং বলিল যে ভ্রাতায় যাইয়া তাঁহাকে উত্তম খাদ্য দ্রব্যাদি দিবেক।

রাজকুমার আসাদ ঐ বৃদ্ধের বাটীতে আসিলে পর প্রাচীন তাঁহাকে এক ঘরে লইয়া গেল। তথায় রাজনন্দন দেখিলেন যে ততুল্য আর চলিশ জন প্রাচীন পুরুষ প্রজ্বলিত অগ্নির চতুর্দিকে বসিয়া অগ্নি পূজা করিতেছে। রাজতনয় ইহা দেখিয়া

হতজ্ঞানতা পূর্বক এত লোকের ভ্রমার্চনা বিবেচনায় যত ঘৃণা না হউক আপনাকে প্রতারিত ও এই অপকৃষ্ট স্থানে আনীত দেখিয়া তত্ত্বাত্মিক ঘৃণাযুক্ত ও ক্লান্ত হইলেন। বৃদ্ধ বঞ্চক এংচলিশ্ জন প্রাচীনকে সম্বোধন করিয়া বলিল হে অগ্নি পূজা-নিষ্ঠ মহাশয় গণ অদ্য আমাদের শুভ দিন, গজবান কোথায়, তাহাকে ডাকুন। এই কথা উচ্চস্বরে বলিলে সেই ঘরের বাহিরে এক কাফ্রি, দণ্ডায়মান ছিল সে দৌড়িয়া আসিল। সেই কাফ্রির নাম গজবান, সে আমাদের বিমর্ষতা দেখিয়া তিনি যে নিমিত্ত আনীত হইয়াছেন তাহা বোধ করিল, এবং তখনই তাঁহাকে ভূমে নিক্ষেপ করিয়া তাহার হস্ত পদাদি বন্ধন করিল। তদনন্তর সেই বৃদ্ধ বলিল ইহাকে নীচে লইয়া গিয়া আমাদের কন্যা বেস্তোমা ও কাবামাকে বল যে প্রাতঃকাল লগুড়াঘাত করে এবং ইহার প্রাণ ধারণার্থ প্রাতঃকালে ও রাত্রে একই খান রোট দেয়, তাহাতে যে পর্যন্ত নীল সমুদ্রে ও আগ্নেয় পর্বতে জাহাজ না যাইবে তাবৎ পর্যন্ত এ জীবিত থাকিবে, পরে ইহাকে আমাদের দেবতার নিকট বলি দেওয়া যাইবে। প্রাচীন এই নিষ্ঠুর আজ্ঞা প্রদান করিলে গজবান রাজকুমার আমাদকে টানিয়া লইয়া পাতালস্থ এক ঘরে গেল এবং অত্যন্ত ভারি ও মোটা লৌহ শৃঙ্খল তাঁহার পায়ে দিল। তাহার পর বৃদ্ধের কন্যারদের নিকট সম্বাদ দিতে গেল, কিন্তু বৃদ্ধ ইতিপূর্বে তাহারদিগকে ডাকিয়া উচিত উপদেশ দিয়াছিল। দুহিতাবর নিকটে আসিলে বৃদ্ধ তাহারদিগকে বলিয়াছিল আমি যে মুসলমানকে আনিয়াছি তাহাকে গিয়া বিলক্ষণ প্রহার কর দেখিও যেন কোন অংশে ক্রটি না হয়; ইহাতে অগ্নি পূজার তোমাদের যথার্থ ভক্তি প্রকাশ হইবে।

বেস্তোমা এবং কাবামা জয়শব্দে মুসলমানদিগের প্রতি ঘেষ করিত, তাহাতে পিতার এই আজ্ঞা পাইয়া অক্লান্ত চিত্তে তৎক্ষণাৎ পাতাল পুরীতে গিয়া আমাদকে বিবস্ত্র করিয়া এমন নিষ্ঠুরতা পূর্বক প্রহার করিল যে তাঁহার অঙ্গ স্কৃত বিকৃত হইয়া রক্ত নিগত হইতে লাগিল, ও তিনি মৃত প্রায়

হইয়া খুলায় পড়িয়া থাকিলেন, তৎপরে ঐ দুই নিষ্ঠুরা যুবতী এক রোটিকা ও এক ভাণ্ডজল তাঁহার নিকট রাখিয়া প্রস্থান করিল। আসাদ অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত অজানাবস্থায় থাকিয়া জ্ঞানোদয় হইলে আত্ম দূর্ভাগ্যে অতিশয় কাতর, হইয়া ক্রোদন করিতে লাগিলেন, কিন্তু এই বলিয়া মনকে সান্ত্বনা দিলেন যে তাঁহার ভাতা আমজিয়াদের একপ দৃষ্টিটনা হয় নাই।

এদিগে যুবরাজ আমজিয়াদ অত্যন্ত অধৈর্য্য হইয়া মহাক্ষেপে সন্ধ্যাপর্য্যন্ত ভাতার অধগমন প্রতীক্ষায় থাকিলেন, কিন্তু যখন তিনি প্রাত্যাগমন করিলেন না তখন অতিশয় ব্যাকুল হইয়া রটিকা গণনা করত রাজি যাপন করিলেন। নিশাবসানে নগরে গমন করিয়া দেখিলেন যে তথায় অত্যন্ত মুসলমান বাস করে, তাহাতে তাঁহার আরো উদ্বেগ জন্মিল, পরে এক ব্যক্তিকে দেখিয়া ঐ স্থানের নাম জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল এ স্থানকে মায়াময় নগর কহে কেননা এখানে অগ্নি পূজক মায়ী বিদ্যাজ্ঞ লোকই অনেক আছে, মুসলমান অত্যন্ত। আমজিয়াদ পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন যে ঐ স্থান এবলী উপদ্বীপ হইতে কত দূর হইবে। সে কহিল সমুদ্র পথে ছয় মাস কিন্তু পদব্রজে এক বৎসর লাগে। সে ব্যক্তি আমজিয়াদের প্রশ্নের উত্তর দিয়া চলিয়া গেল।

আমজিয়াদ এবলী উপদ্বীপ হইতে ঐ স্থানে ছয় সপ্তাহে আসিয়াছিলেন অতএব এক বৎসরের পথ এত শীঘ্র কিরূপে আসিলেন তাহা বিবেচনা করিতে না পারিয়া মনে করিলেন যে মায়াতে আনীত হইয়া থাকিবেন অথবা পূর্ব্বতের যে দুর্গম পথে মনুষ্যের গমনাগমন নাই তাহা দিয়া শীঘ্র আসিয়াছেন। তদনন্তর নগরের মধ্যে বাহিতে মুসলমান বেশী এক দরজিকে দেখিয়া তাহার দোকানের সম্মুখে দাণ্ডাইলেন, ধীরে তাহাকে নমস্কার করিয়া তাহার নিকট বসিয়া আত্ম দুঃখের সকল বিবরণ কহিলেন। দরজি রাজপুত্রের কথা শুনিয়া বলিল যদি তোমার ভাতা কোন মায়াদির হস্তে পড়িয়া থাকেন তবে তাঁহাকে আর পাইবা না তিনি একেবারে গিয়াছেন অত-

এব তাঁহার আশা ত্যাগ করিয়া আপনি যাহাতে ঐ মনুষ্য হিংসুকদিগের হস্তে পতিত না হও তাহার পন্থা দেখ, বরঞ্চ যদি আমার পরামর্শ শুন তবে আমার বাটীতে থাক আমি মায়াবি-  
দিগের সমস্ত বিবরণ তোমাকে বলিব কিন্তু যখন তুমি বহির্গমন  
করিবে তখন সাবধান হইয়া যাইও। আমজিয়াদ ভাতৃ শোকে  
কাতর থাকিতে দরজির অনুগ্রহে বাধিত হইয়া তাহাকে খন্য-  
বাদ করিলেন।

আমজিয়াদ ও মায়াময় নগরের এক স্ত্রীর কথা।

আমজিয়াদ দরজির বাটীতে থাকিয়া মায়াবধি তাহার  
সঙ্গ ব্যতীত বাটী হইতে বহির্গমন করিলেন না। কিন্তু এক  
দিবস একাকী স্নানে গিয়া প্রত্যাগমন করিবার সময়ে পথে এক  
সুন্দরী যুবতীর সাক্ষাৎ পাইলেন, সে তাহাকে জিজ্ঞাসা  
করিল তুমি কোথায় যাইতেছ। রাজপুত্র উত্তর করিলেন আমি  
বাটী যাইতেছি, যদি প্রয়োজন হয় বল আমি তোমাকে সঙ্গে  
করিয়া তোমার বাটী রাখিয়া আসি। আমজিয়াদের রূপ  
লাবণ্যে ঐ রমণী মোহিত হইয়াছিল সে আর কোন কথা না  
বলিয়া তিনি যে পথে চলিলেন সেই পথে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে  
চলিল। রাজপুত্র তাহাতে বিরক্ত হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ  
করিবার নানা চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই ছাড়াইতে পারি-  
লেন না, অবশেষে এক বৃহৎ অটালিকার দ্বারে আসিয়া দাঁড়া-  
ইলে সে রমণী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল এই কি তোমার বাটী।  
আমজিয়াদ ঐ প্রশ্নের কোন উত্তর করিলেন না ইহাতে যুবতী  
ভাবিল সে বাটী তাঁহারই হইবে এই অনুমানে তাহাকে তন্মধ্যে  
যাইতে বলিল, কিন্তু আমজিয়াদ বলিলেন যে দ্বার বন্ধ এবং  
আমার নিকট চাবি নাই অতএব কিরূপে প্রবেশ করিব। এই  
কথায় রমণী এক খান প্রস্তর লইয়া তালা ভাঙিতে লাগিল।  
আমজিয়াদ অনেক নিষেধ করিলেন, কিন্তু সে তাঁহার কথা না  
শুনিয়া তালা ভাঙিয়া বল পূর্বক তাহাকে বাটীর মধ্যে লইয়া  
গেল এবং ভিতরে গিয়া দেখিল নানা প্রকার খাদ্য দ্রব্য এক  
মেজ সজ্জিত হইয়া আছে, তাহাতে সেই যুবতী আমজিয়াদকে

লইয়া একত্র আহারারম্ভ করিল এবং পাত্রে মদ্য ঢালিয়া তাঁহার মজ্জলার্থ পান করিতে লাগিল । ইতি মধ্যে আমজিয়াদ দেখিলেন যে এক ব্যক্তি দ্বারে দাণ্ডাইয়া উকি মারিতেছে ঐ ব্যক্তি ইজিত পূর্বক তাঁহাকে ডাকিল, রাজপুত্র কোন স্থলে তাহার নিকট উঠিয়া গেলেন ।

ঐ ব্যক্তির নাম বাহাদুর, সে তন্নগরাধিপের অশ্বাধ্যক্ষ, তাহারই ঐ বাটী, সে ব্যক্তি অপর এক বাটীতে বাস করিত কিন্তু যখন বন্ধু বাস্কবগণকে ভোজন করাইবার ইচ্ছা হইত তখন ঐ বাটীতে ভোজের আয়োজন হইত, ঐ দিবসও সেইরূপ হইয়াছিল, কিন্তু বাটীতে আসিয়া দুই জন অপরিচিত মনুষ্যকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া দ্বারে দাণ্ডাইয়াছিল । আমজিয়াদ তাহার নিকটে আসিলে পর বাহাদুর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে এই সব কি হইতেছে, তোমরা কে । রাজকুমার অশ্বাধ্যক্ষকে অকপটে তাবৎ বৃত্তান্ত বলিয়া আপনার উৎপত্তি ও যে কারণে দেশত্যাগ তাহার সংক্ষেপ বিবরণ कहিলেন । বাহাদুর তাঁহার পরিচয়ে বড়ই আশ্চর্য্যবিত্ত হইয়া তাঁহাকে রমণীর নিকট যাইতে বলিল আর कहিল আমি বন্ধুগণকে অদ্য ভোজন করিজে আসিতে নিষেধ করিয়া দাসের বেশধারণ করিয়া আপনার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইতেছি, আপনি আমার বিলম্ব অপরাধে আমাকে তিরস্কার এবং প্রহার করিবেন । তদনন্তর যুবরাজ সুন্দরীর নিকট গেলেন । কিঞ্চিৎ কাল পরে বাহাদুর পরিচারকের বেশে আসিল । রাজকুমারি বিলম্বের জন্য তাহাকে অনুযোগ করিতে লাগিলেন এবং ছল ক্রোধ প্রকাশ করিয়া আশ্বেত তাহার ক্ষুদ্রে দুই তিন চপেটামাত করিলেন, কিন্তু তাহাতে ঐ স্ত্রীর সন্তোষ হইল না, সে এক গাছা বেত লইয়া এমন নিদ্রয়স্তা পূর্বক তাহার পৃষ্ঠে প্রহার করিল যে তাহাতে বাহাদুরের চক্ষুদ্বয় জলে পূর্ণ হইল । আমজিয়াদ বাহাদুরের এই দুরবস্থা দৃষ্টে অতিশয় খেদিত হইয়া ঐ স্ত্রীর হস্ত হইতে বেত্র কাড়িয়া লইলেন । অনন্তর রাত্রি দুই প্রহর পর্যন্ত আহার আশ্চর্য্য করিলেন, বাহাদুর সম্মুখে উপস্থিত থাকিল ।

পরে আমজিয়াদ তাহার প্রতি দয়া করিয়া তাহাকে শয়ন করিতে বলিলেন । বাহাদুর আজ্ঞা প্রাপ্তে এক কুঠরীতে গিয়া নিদ্রায় এমন বিহ্বল হইল যে ঐ ঘর হইতে তাহার নাসিকার শব্দ শুনা যাইতে লাগিল । বাহাদুরের প্রস্থানান্তর ঐ রমণী ও যুবরাজ কতক ক্রণ একত্র থাকিলেন, পরে ঐ ঘরে এক খান তল-ওয়ার বুলিতে ছিল রমণী তাহা দেখিয়া আমজিয়াদকে বলিল যে এই অস্ত্র খান লইয়া দাসের শিরশ্ছেদ কর । যুবরাজ এই ইচ্ছা হইতে তাহাকে নিবৃত্ত করণার্থ অনেক বঝাইলেন কিন্তু ঐ দুষ্টচারিণী কোন মতে নিরস্ত না হইয়া বলিল যদি তুমি তাহার শিরশ্ছেদন না কর তবে আমি স্বয়ং করিতেছি ইহা বলিয়া স্বরায় খড়্গ লইয়া যথায় দাস শয়ন করিয়াছিল তথায় চলিল । আমজিয়াদ তাহার হস্ত হইতে তলওয়ার কাড়িয়া লইয়া বলিলেন যদ্যপি কিঙ্করকে নষ্ট করা নিতান্তই প্রেয় হইয়াছে তবে অস্ত্র আমাকে দেও আমিই করিতেছি । তদনন্তর তিনি দাসের ঘরে গেলেন, কিন্তু ভৃত্যের মস্তক ছিন্ন না করিয়া সম্বরতা পূর্বক রমণীর মস্তক কাটিয়া ফেলিলেন । ঐ মুণ্ড বাহাদুরের অঙ্কে প্রিয়া পড়াতে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল বাহাদুর ঐ নারীকে ছিন্ন মস্তা ও যুবরাজের হস্তে খড়্গ ও আরক্ত বস্ত্র দেখিয়া অতিশয় চমকিত হইল । যুবরাজ তাহাকে সংক্ষেপে তাবৎ বিবরণ কহিলেন তাহারত বাহাদুর আশ্রয় পরিভ্রাণ কর্তার নিকট অতিশয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল । পরে ঐ নারীর মৃত দেহ সমুদ্রে ফেলিয়া দিবার জন্য বাহাদুর তাহা এক থলিয়াতে পুরিয়া বারিনিধি তটে চলিল, কিন্তু পথিমধ্যে এক বিচারপতির সম্মুখে পড়াতে বিচারক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তাহার থলির মধ্যে কি । বাহাদুর হঠাৎ সমস্তোষ জনক উত্তর করিতে না পারাতে বিচারক তাহার থলি খুলিয়া তন্মধ্যে শব দেখিয়া তাহাকে ধৃত করত হত্যাপবাদের জন্য তাহার প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা দিলেন এবং ঐ আজ্ঞা প্রচারার্থ নগরে ঘোষণা হইল ।

আমজিয়াদ বাহাদুরের গমনাবধি তাহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় অধৈর্য্য হইয়াছিলেন পরে অকস্মাৎ তাহার মৃত্যুর ঘোষণা



শ্রবণে অতিশয় বিস্মিত হইয়া মনে কহিলেন যে যদি ঐ দুষ্টাচারিণীর হত্যাপরোধে কাহার প্রাণ দণ্ড হয় তবে সে দণ্ড আমারই হওয়া কৰ্ত্তব্য, বাহাদুরের প্রাণ দণ্ড উচিত নয়, ইহা মনে স্থির করিয়া আপনি হত্যার স্থানে গমন করিলেন, এবং দেখিলেন যে তথায় নানা দিক্ হইতে লোকের সমাগম হইতেছে ও বিচারক অস্থান্যাক্রমে ফাঁসি দিবার জন্য তাহাকে ফাঁসি কাষ্ঠের নিকটে আনাইতেছেন। রাজনন্দন তদ্রূপে বিচারপতির নিকট গিয়া বলিলেন হে ধর্ম্মাবতার বাহাদুর, নির্দোষী এই দুষ্টানারীর বধ জন্য যদি কাহাকেও অপরাধী হইতে হয় তবে আমি তদাপরাধে অপরাধী। তদনন্তর পূর্বের বিবরণ সমুদয় তাহাকে বলিলেন। বিচারক তাহা শুনিয়া হত্যা স্থগিত রাখিয়া আমজিয়াদকে রাজার স্থানে লইয়া গেল। ভূপতি আমজিয়াদকে এবং অস্থান্যাক্রমে ঐ সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে আমজিয়াদ আত্ম পরিচয় দেওনের অবকাশ পাইয়া আপনার ও অস্থান্যাক্রমের নির্দোষিতা প্রকাশ করিয়া আপনি যে বংশোদ্ভব ও যে কারণে তিনি ও তৎসহোদর দেশ-ত্যাগী হইয়া তদ্দেশে আসিয়াছিলেন ও তাহাদের যে আপদ ঘটয়াছিল তাহা সমুদয় বলিলেন।

যুবরাজের কথা সমাপন হইলে ভূপাল তাহাকে কহিলেন তোমার পরিচয় প্রাপ্তে আমি পরমানন্দিত হইলাম। অপর আমি কেবল তোমার ও অস্থান্যাক্রমের জীবন দান করিলাম এমত নহে অস্থান্যাক্রমের আচরণে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে পুনরায় তাহার কৰ্ম্ম প্রদান করিব, এবং তোমাকে আমার প্রধান মন্ত্রির পদে স্থাপন করিব, তুমি তৎপদাভিষিক্ত হইয়া আপন ভ্রাতা আসাদের অন্বেষণার্থ সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিও। আমজিয়াদ মহারাজকে ধন্যবাদ করিয়া প্রধান মন্ত্রির কৰ্ম্ম গ্রহণ করিলেন, তৎপরে সহোদরের অন্বেষণার্থ নগরে ঘোষণা করিলেন যে যে ব্যক্তি যুবরাজ আসাদকে আনিয়া দিবে অথবা তাহার কোন সম্বাদ দিবে তাহাকে প্রচুর পুরস্কার দিবেন কিন্তু কোন মতে তাহার তত্ত্ব পাইলেন না।

আসাদের সংক্ষেপ বিবরণ ।

আসাদ এতাবৎ কাল সেই রূপ কারাগারে লৌহ শৃঙ্খলে বদ্ধ রহিলেন এবং ঐ প্রাচীন প্রতারকের কন্যা বেস্তোমা ও কাবামা প্রথম দিবসে তাহার প্রতি যে রূপ নিষ্ঠুরতা ও নির্দয়তা প্রকাশ করিয়াছিল প্রত্যহ তদ্রূপ করিতে লাগিল । তৎপরে অগ্নিহোত্রিগণের মহা পর্বের দিবস নিকটবর্তী হইলে তাহার আশ্রয় পর্বতে গমনার্থ এক জাহাজ প্রস্তুত করিল এবং অবৈধ ধর্মে অতিশয় রত বাহরাম নামে এক ব্যক্তিকে তাহার অধ্যাক্ষতা দিল । বাহরাম ঐ জাহাজে যথাযোগ্য বাণিজ্য দ্রব্যাদি লইয়া গমন কালে অন্যান্য দ্রব্যে অর্দ্ধ পূরিত একটা সিন্দুক মধ্যে প্রাশ্বাস ত্যাগ জন্য ছিদ্র করিয়া তাহাতে আসাদকে লইল ।

আসাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমজিয়াদ যিনি রাজ মন্ত্রী, তিনি পূর্বে শুনিয়াছিলেন যে অগ্নি পূজকেরা প্রতি বৎসর এক জন মুসলমানকে আগ্নেয় পর্বতে লইয়া বলিদান করে, অতএব কি জানি তাহার ভ্রাতাই যদি ঐ অবৈধ ধর্মাক্রান্ত লোকেরদের প্রস্তুত পতিত হইয়া থাকেন মনে এই সন্দেহ করিয়া জাহাজ খুলিবার পূর্বে তিনি স্বয়ং জাহাজ অন্বেষণ করিতে গেলেন, এবং জাহাজ হইতে নাবিক ও অন্য লোকদিগকে উপরে উঠাইয়া দিয়া আপন ভৃত্যগণকে জাহাজে অনুসন্ধান করিতে বলিলেন, কিন্তু অগ্নি পূজকেরা আসাদকে এত গোপন ভাবে লুকাইয়া রাখিয়াছিল যে কোন্ মতে তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না ।

অনন্তর বাহরাম জাহাজ খুলিয়া কতক দূরে গিয়া নাবিক গণকে বলিল যে আসাদকে সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া লৌহ শৃঙ্খলে বন্ধন করিয়া রাখ কেননা বলিদান করিতে লইয়া যাইতেছে ইহা জানিয়া এব্যক্তি যেন জীবনাশায় নির্দোষ হইয়া সমুদ্রে না পড়ে । তদনন্তর সুবায়ু পাইয়া দুই তিন দিবস পর্যন্ত জাহাজ উত্তম রূপে চলিল, পরে বিরুদ্ধ বায়ুর আরম্ভ হওয়াতে তুফান উঠিল তাহাতে জাহাজকে বিরুদ্ধ পথে লইয়া

চলিল এবং নাবিকেরা স্থান বা দিগনিরূপণ করিতে পারিল না, ইতিমধ্যে এক ভয়ানক তট দর্শনে সকলেরই আশঙ্কা হইল। বাহরাম দেখিল জাহাজ মাজ্জিনা নামী রাজ্যের রাজধানীর সন্নিকটে আসিয়াছে, ইহাতে অতিশয় খেদিত হইল কেননা এই রাণী মহম্মদীয় ধর্মে অতিশয় নির্ভী প্রযুক্ত অগ্নি পূজকগণের পরম শত্রু। অধিকন্তু তিনি স্বরাজ্য হইতে তৎক্ষণাত্ লোক-দিগকে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন এবং এই মতাবলম্বি কাহাকেও আপন রাজ্যে জাহাজ লাগাইতে দিতেন না, কিন্তু এই রাজধানীর বন্দরে জাহাজ না লাগাইয়া অন্যত্র যাইবার উপায় ছিল না বরং দৃশ্যমান ভয়ানক ঠেলে জাহাজ লাগিয়া ভগ্ন হইবার আত্যন্তিক আশঙ্কা হইল। এই বিপদ কালে বাহরাম আপন নাবিকগণকে কহিল ওহে বাপু সকল তোমরা বিবেচনা কর আমরা কেমন সঙ্কটে পড়িয়াছি, এই ক্ষণে হয় আমাদের দিগকে সমুদ্রে মরণ স্বীকার করিতে হইবে নতুবা মাজ্জিনা রাণীর নগরে জাহাজ লাগাইতে হইবে, কিন্তু অম্মদীয় ধর্মাবলম্বি ব্যক্তি-দিগের প্রতি এই রাণীর যেপ্রকার ঘৃণা তাহাও তোমরা বিলক্ষণ জ্ঞাত আছ। তথায় জাহাজ লাগান করিলে এই রাণী বল পূর্বক আমাদের জাহাজ লইবেন এবং নির্ভীকতা পুরঃসর আমাদের সকলকেই বিনাশ করিবেন। এ বিষয়ে তোমরা কি পরামর্শ কহ, আমি এই বিবেচনা করিতেছি যে আমাদের পোন্ধ্রে-যে এক মুসলমান আছে তাহার বন্ধন মুক্ত করিয়া তাহাকে দাসের পোষাক পরাইয়া রাখি, পরে জাহাজ বন্দরে লাগিলে যখন এই রাণী আমাদের ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন তুমি কি ব্যবসায় কর, তখন কহিব, যে আমি দাস দাসী বিক্রয় করিয়া থাকি, সকল দাস বিক্রয় হইয়াছে কেবল এক জন দাস লিখন পঠনে নিপুণ ছিল, অন্য তাহাকে জাহাজের মহরর করিয়া রাখিয়াছি। এই কথা শুনিয়া রাণী অবশ্যই তাহাকে দেখিতে চাহিবেন, পরে তাহাকে পরম সুন্দর দেখিয়া ও স্বীয় ধর্মাক্রান্ত জানিয়া তাহাকে আমার নিকট হইতে ক্রয় করিতে চাহিবেন। বোধ হয় এই উপলক্ষে যে পর্যন্ত সুবাস্তাস না হয় সে পর্যন্ত

এই স্থানে থাকিতে পাইব । তোমরা কি বিবেচনা কর । নাবিক এবং জাহাজ লোক সকল তাহার বিবেচনায় প্রশংসা করিল এবং তাহাতে সম্মত হইয়া তন্মত করিতে প্রস্তুত হইল ।

পরে বাহরাম আজ্ঞা করিল যে যবরাজ আসাদের বন্দন মুক্ত করিয়া তাহাকে এমত বস্ত্রাদি পরাইয়া রাখ যেন রাণী তাহাকে দেখিয়া মহরর বোধ করিতে পারেন । অনন্তর রাজপুত্রকে পোশাক পরাইতে জাহাজ বন্দরে লাগিল ।

মাজ্জিনা রাণীর বাটী সমুদ্রের এত নিকটবর্তী যে তাঁহার উদ্যান সাগর তট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল । রাণী জাহাজ দেখিবা মাত্র তাহার প্রধান নাবিককে ডাকিতে কহিলেন । বাহরাম অগ্রেই বুঝিয়াছিল যে রাণী তাহাকে ডাকাইবে অতএব তৎক্ষণাৎ আসাদকে সঙ্গে লইয়া রাজবাটীতে চলিল এবং দাস বেশি রাজপুত্রকে যে কথার বলিতে হইবে তাহা শিক্ষাইয়া রাখিল । অনন্তর বাহরাম রাজীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রণিপাত পূর্বক রাণীকে বলিল সে দাস ব্যবসায় করে যে সকল দাস আনিয়াছিল তাহা সকল বিক্রয় হইয়াছে কেবল এই এক জন মাত্র অবশিষ্ট আছে কিন্তু এ দাস লেখা পড়া জানে একারণ ইহাকে মহরর করিয়া রাখিয়াছে । রাণী আসাদের রূপ আকৃতি দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন অতএব সে দাস ইহা শুনিয়া আশ্চর্য্যাদিত হইলেন এবং তাহাকে ক্রয় করিবার জন্য তাহার মূল্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ।

বাহরাম হল করিয়া কহিল আমার এক জন দাসের আবশ্যক আছে, অতএব ইহাকে আমি রাখিব বিক্রয় কিম্বা দান করিব না । মহারাণী তাহার এই সাহসার বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া তদ্বিষয়ে আর কোন কথা বলিলেন না, কিন্তু আসাদকে বল পূর্বক রাখিয়া জাহাজাধ্যক্ষকে প্রস্থান করিতে আজ্ঞা দিলেন আর বলিলেন যদি রাতে তথায় জাহাজ লাগিয়া থাকে তবে, তাবৎ দ্রব্যাদি ত্রুটি করিয়া জাহাজ পোড়াইয়া দিবেন । অতএব যদিও ঝড় নিবৃত্তি হয় নাই তথাচ বাহরামকে তৎক্ষণাৎ জাহাজ খুলিয়া যাইতে হইল । রাজপুরী হইতে বাহ-

রাম গমন করিলে মহারাণী নানা বিধ খাদ্য দ্রব্যাদি আনাইয়া আসাদকে আহাৰ করিতে বলিলেন । রাজনন্দন কহিলেন যে আমি দাস, দাসের উচিত নয় যে এই সম্মানাকাঙ্ক্ষা করে । রাণী উত্তর করিলেন দাসের উচিত নয়, যথার্থ, কিন্তু তোমার দাসত্ব মোচন হইয়াছে এই ক্ষণাবধি তুমি দাস নহ অতএব আমার নিকট আসিয়া বৈস এবং আপনার বিবরণ আমাকে বল, তোমার আকৃতি দর্শনে এবং দাস বিজ্ঞেতার অহঙ্কারে আমার অনুমান হইতেছে যে ইহার মধ্যে কোন চমৎকার ব্যাপার আদৌ । আসাদ রাণীর আজ্ঞা মান্য করিয়া আপনার পরিচয় দিলেন এবং কিয়ৎ কালাবধি যে ক্লেশ পাইয়াছিলেন তাহাও প্রকাশ করিয়া বলিলেন ।

এই সমস্ত বিবরণ শ্রবণে রাণী অগ্নি পূরুকদিগের প্রতি অত্যন্ত কুপিতা হইয়া কহিলেন অনেক দিবসাবধি দুরন্ত হৃতাশনার্চ্চকদিগের উপর আমার ঘেষ ছিল, কিয়ৎকাল হইল সেই ঘেষের হাস হইয়াছিল, কিন্তু ইদানী তোমার প্রতি তাহা-  
ন্দর এই অত্যাচারের কথা শুনাতে আমার ক্রোধ পুনরুদিত হইল, অতএব আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম এই অবধি তাহা-  
দিগকে আর দয়া করিব না । এবিষয়ে রাণীর আরো অধিক বক্তব্য ছিল, কিন্তু তৎকালে ভোজন দ্রব্যাদি তাবৎ প্রস্তুত এবং আসাদের বাক্পটুতায় ও রূপে মুগ্ধা ও প্রেমাত্মা হইয়াছি-  
লেন তৎপ্রমাণ দর্শাইবার জন্য তাঁহাকে লইয়া ভোজন করিতে বসিলেন ।

আহারান্তে আসাদ বহির্গমণের ইচ্ছায় রাণীর অন্য মনস্কতার কালে রাজগৃহ হইতে নাবিয়া नीচে বেড়াইতে উদ্যানের দ্বার মুক্ত দেখিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং উদ্যানে ভ্রমণ করিতে অস্তি সুন্দর ও নিম্ন জল বিশিষ্ট এক সরোবর দেখি-  
য়া আশ্চর্য দূরকরণার্থ তাহার জলে মুখ প্রক্ষালন করিয়া ততী-  
রস্থ তৃণের উপর শয়ন করিয়া নিদ্রা গেলেন । তখন প্রায় রাজি হইয়াছিল । এ দিকে বাহরাম মহারাণীর ভয়ে জাহাজ খুলিয়া দিল এবং বন্দর হইতে নাবিকেরা ক্ষুদ্র নৌকা বাহিয়া জাহাজ

টানিয়া লইয়া চলিল কতক দূর গিয়া নাবিকেরা জাহাজে উঠিলে এমত সময়ে বাহরাম তাহারদিগকে বলিল ওহে তোমরা এখন জাহাজে উঠিও না, আমি তোমারদিগকে কতকগুলি পিপা দিতেছি তাহা লইয়া রাজবাটীর উদ্যানের নিকট নৌকা লাগাইয়া তত্রস্থ সরোবর হইতে জল আনয়ন কর, উদ্যানের প্রাচীর বন্ধস্থল সমান উচ্চ, অনায়াসে লঙ্ঘন করিয়া যাইতে পারিবে। ইহাতে নাবিকেরা উদ্যানের নিকটে নৌকা লাগাইয়া পিপা স্বেচ্ছা করিয়া প্রাচীর লঙ্ঘন পূর্বক উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিল। পরে সরোবরের নিকট গিয়া দেখিল যে তাহার তটে এক জন লোক শয়ন করিয়া আছে, সে আসাদ তাহা প্রথমে বুঝিতে পারে নাই, পরে তাঁহাকে চিনিয়া কএক লোক নিঃশব্দে পিপাতে জল পূরিতে লাগিল এবং কএক লোক আসাদের পলায়ন নিবারণার্থ তাঁহার চতুর্দিকে দাড়াইয়া থাকিল, রাজকুমার নিদ্রায় অচেতন হইয়া রহিলেন। পরে পিপাতে জল পূর্ণ হইলে নাবিকগণ বারি পূর্ণ পিপা সকল প্রাচীরের বহির্দিকস্থ সজ্জিদিগের হস্তে দিল, অনন্তর আসাদকে আতাহাতি প্রাচীর পার করিয়া নৌকায় তুলিয়া জাহাজে লইয়া গেল। বাহরাম প্রথমে আসাদকে দেখিতে পায় নাই, পরে তাঁহাকে দেখিয়া এমত আনন্দিত হইল যে তাহার শরীরে আনন্দ প্রবল না। অতএব তখনি তাঁহাকে পুনরায় বন্ধন করাইল এবং তাঁহাকে কিরূপে নাবিকেরা পাইল তাহা জিজ্ঞাসা করিবার অপেক্ষা না করিয়া নৌকা জাহাজে বান্ধিয়া তৎক্ষণাৎ পাইল উড়াইয়া আশ্রয় পূর্বক যাত্রা করিল।

মাজ্জিনা রাণী পুরীমধ্যে আসাদকে না দেখিয়া এমত ব্যস্ত হইলেন যে স্বয়ং আলোক হস্তে লইয়া তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং উদ্যানের দ্বার মুক্ত দেখিয়া পরিচারিণীগণ সমভিব্যাহারে তথ্যস্থ গিয়া অন্বেষণ করিতে সরোবরের তটে তাঁহার পদুকা দেখিতে পাইলেন, অশ্রো দেখিলেন যে পুষ্করিণীর জলে ঘাট আঁদ্র হইয়া আছে, তদ্বক্ষে রাণী অনুমান করিলেন যে বাহরাম তাঁহাকে পুনর্বার লইয়া গিয়াছে। অতএব

তখনি জানিতে পাঠাইলেন সে জাহাজ খুলিয়া গিয়াছে কি না। ক্রণেক পরে দূত আসিয়া কহিল যে বাহারাম সঙ্ক্কার পূর্বে বন্দর হইতে জাহাজ খুলিয়া সরোবর হইতে জল লইয়া চলিয়া গিয়াছে ইহাতে রাণীর মনে আর সন্দেহ থাকিল না। রাণীর দশ খান যুদ্ধ জাহাজ সর্বদা ঘাটে প্রস্তুত থাকিত অতএব তৎক্ষণাৎ জাহাজাধ্যক্ষকে ডাকিয়া জাহাজ সুসজ্জিত করিতে আজ্ঞা দিলেন, এবং বলিলেন কল্য প্রত্যুষে তিনি জাহাজে আরোহণ করিবেন। জাহাজাধ্যক্ষ স্বরায় তাবৎ জাহাজ প্রস্তুত করিয়া রাখিল। প্রত্যুষে রাণী অর্ণবযানে আরুঢ়া হইয়া প্রধান নাবিককে আপন অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া আজ্ঞা করিলেন যে কল্য সঙ্ক্কার সময় যে জাহাজ খুলিয়া গিয়াছে সেই জাহাজ ধরিতে হইবে, আর বলিলেন যদ্যপি ঐ জাহাজ ধরিতে পার তবে তাহাতে যে দ্রব্যাদি পাওয়া যাইবে তাহা তোমাকে দেওয়া যাইবে, কিন্তু যদ্যপি জাহাজ ধরিতে না পার তবে তোমার প্রাণ দণ্ড হইবে।

জাহাজাধ্যক্ষ ঐ সকল জাহাজে পাইল উড়াইয়া প্রাণ পণে চলিল, কিন্তু দুই দিন পর্যন্ত বাহরামের পোতের কোন সঙ্ক্কার পাইল না, তৃতীয় দিবস প্রাতে তাহার জাহাজ দৃষ্ট হইল এবং মধ্যাহ্নের সময় ঐ দশ জাহাজে তাহাকে এমত বেষ্টন করিল যে তাহার পলায়নের আর কোন পথ থাকিল না। নিষ্ঠুর বাহরাম দূর হইতে ঐ দশ জাহাজ দেখিয়া নিশ্চয় বোধ করিয়াছিল যে মাজ্জিনা রাণীর জাহাজ তাহার পশ্চাতে আসিতেছে। ঐ সকল জাহাজ নিরুটবস্তী হইলে সে ভাবনারিত হইল, তখন আসাদকে জাহাজে রাখিলে অপরাধী হইতে হইবে আর যদ্যপিও তাহাকে বিনাশ করে তথাপি বিনাশের কোন না কোন চিহ্ন থাকিবে, অতএব উভয়ই সঙ্কট বোধ করিল, একারণ আসাদের বন্ধন মুক্ত করিয়া তাহাকে জাহাজের উপরে আনিতে বলিল, রাজকুমার তাহার সম্মুখে আসিলে বাহরাম কহিল ওরে পাপিষ্ঠ তুই আমার বিপদের মূল হইয়াছিস্, ইহা বলিয়া তাহাকে সমুদ্রে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল।



যুবরাজ সম্ভরণ জানিতেন একারণ হস্ত পদের বলে নির্দিষ্ট কূলে আসিয়া উঠিলেন এবং তরঙ্গ ও তাঁহার সাহসি চেষ্টার সাহায্য করিল। রাজনন্দন তটে উঠিয়া প্রথমতঃ পরমেশ্বর যিনি কৃপা করিয়া তাঁহাকে ঐ আপদ হইতে উদ্ধার করিলেন এবং যাঁহার অনুগ্রহে আর এক বার অগ্নি পূজকের হস্ত হইতে মুক্তি পাইয়াছিলেন তাঁহাকে ধন্যবাদ করিলেন। পরে এক পথ পাইয়া দশ দিন যাবৎ ফলমূলাদি আহার করত মনুষ্য হীন দেশ, দিয়া গমন করিলেন, তদনন্তর এক ক্ষুদ্র নদী তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন মায়াবিদিগের যে নগরে তিনি অনেক যন্ত্রণা পাইয়া ছিলেন ও যেখানে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজার প্রধান মন্ত্রী সেই নগরে আসিয়াছেন, অতএব আশ্লাদিত হইয়া এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে অগ্নিসেবকদিগের নিকট যাইবেন না, কেবল মুসলমানগণের সহিত আলাপ করিবেন, কিন্তু তখন অধিক রাজি হওয়াতে দোকানাদি বন্ধ হইয়াছিল এবং রাজিকালে পথে অধিক লোক চলে না, এই সকল জানিয়া তৎকালে নগর প্রবেশ না করিয়া তন্নিকটস্থ মসজিদাকার এক গার্বাহানে সেই রাজি অবস্থিতি করিলেন।

এদিকে বাহরাম যুবরাজ আসাদকে সমুদ্রে ফেলিয়া দিলে পর রাণীর জাহাজ সকল তাঁহার জাহাজের চতুষ্পাশ্বে ঘেরিল। তখন বাহরাম পল্লিভাণের পস্থা না দেখিয়া পাইল, নামাইয়া অধীনতার চিহ্ন দেখাইল। পরে রাণী স্বয়ং তাঁহার জাহাজে উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার সেই নহরর যাহাকে বল পূর্বক আমার উদ্যান হইতে আনিয়াছ কোথায়। বাহরাম কহিল হে রাজি আমি তোমারি শপথ করিয়া বলিতেছি যে আমার জাহাজে নাই, আপনি আমার তরি অব্বেষণ করাউন, তাহা হইলে আমার নির্দোষিতা জানিবেন। মাজ্জিনা রাণী এই কথায় তৎক্ষণাৎ ভূতাদিগকে জাহাজ অব্বেষণ করিতে আজ্ঞা করিলেন, কিন্তু স্বভাব সিদ্ধ সত্তা কিয়া প্রেম প্রভাবে যাহাকে পুনশ্চ পাইবার নিমিত্ত তাঁহার এত যত্ন, তাহাকে কোন

মতে পাইলেন না, অতএব মহা ক্রোধে স্বহস্তেই বাহরামের মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু তাহা না করিয়া কেবল তাহার জাহাজ ও দ্রব্যাদি কাড়িয়া লইয়া তাহাকে ও তৎসঙ্গিদিগকে ক্ষুদ্র তরিয়োগে কলে যাইতে দিলেন ।

বাহরাম ও তাহার নাবিকগণ কূল পাইয়া স্থল পথ দিয়া স্বদেশে গমন করিল, এবং যে রাতে যুবরাজ মায়াময় নগরে আসিয়া গোরস্থানে ছিলেন ঐ রাতে তাহারাত্ত তথায় গিয়া উপস্থিত হইল এবং অধিক রাত্রি প্রযুক্ত নগরের দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া ঐ গোরস্থানেই রজনী যাপন করিবার মানসে আনাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি যে গোরস্থানে ছিলেন সেই গোরের নিকট গোলমাল করিতে লাগিল । আসাদ মস্তকে বস্ত্র জড়াইয়া শয়ন করিয়াছিলেন, “তাহারদিগের কলরবে নিদ্রা ভঙ্গ হওয়াতে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা কে? বাহরাম তাহার স্বর পরিচয়ে তৎক্ষণাৎ গিয়া তাহাকে ধরিল, এবং চীৎকার করিতে না পারে এ জন্য তাহার মুখে রুমাল দিয়া চাপিয়া রহিল, পরে আরিঃ নাবিকগণ গিয়া তাহাকে বন্ধন করিল । নিশাবসানে নগরের দ্বার মুক্ত হইলে সকল লোক নিদ্রা হইতে উঠিতে তাহারাত্ত যুবরাজকে লইয়া বৃদ্ধ মায়াবির বাটীতে গেল । আসাদ ঐ প্রাচীনকে দেখিয়া অত্যন্ত চকৎকৃত হইলেন, এবং আপনাকে যে সকল যজ্ঞা হইতে মুক্ত বিবেচনা করিয়াছিলেন তাহাতে পুনঃক্ষিপ্ত হইলেন । রাজপুত্র খেদে নানা আত্মনন্দ করিতেছেন এমন সময়ে বেস্তোমা লম্বড় ও এক রোটিকা ও এক ভাণ্ড জল হস্তে লইয়া আইল । তাহাকে দেখিয়া ভূপাল তনয় মৃত প্রায় হইলেন । “কিন্তু বেস্তোমা পূর্বে রাজকুমারকে যে রূপ নির্ভরতা পূর্বক প্রহার করিত তাহা না করিয়া কহিল হে প্রভু ইতিপূর্বে আমি আপনাকে যে সকল যজ্ঞা দিয়াছি তজ্জন্য আমাকে মার্জনা করুন, তখন পিতার আজ্ঞা অবহেলনে আমার শঙ্কা ছিল, কিন্তু তাহার নির্দয়তা ও দুষ্টাচারে সম্প্রতি আমার ঘণা জন্মিয়াছে, অতএব আপনি স্থির হউন, আপনার দর্দিন গত হইয়াছে, এ পর্যন্ত আপনি আমাকে বিরুদ্ধ ধর্ম-

চারিণী জানিতেন, কিন্তু অদ্য অবধি এ দাসীকে স্বধর্মাবলম্বিনী বোধ করেন, আমি মুসলমান এক দাস কর্তৃক মহম্মদীয় ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছি, এবং আপনার সদুপদেশে আমার শরীর পবিত্র হইলে এমত ভরসা করি। আমি আপনাকে যে সকল যত্ন দিয়াছি তজ্জন্য সত্য পরমেশ্বরের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং ভরসা করি যে তৎপ্রসাদে আপনার মুক্তির উপায় করিতে পারিব। রাজকুমার তাহার একপ বাক্য শ্রবণে আত্ম-দিত হইয়া তৎস্বভাব পরিবর্ত্ত হেতু পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিলেন, এবং তাহার সৎস্বভাব নিমিত্ত তাহাকে সাধুবাদ করিয়া মহম্মদীয় ধর্মে তাহার দৃঢ়তা জন্য নানা উপদেশ দিয়া আপনার সকল বিবরণ কহিলেন।

অনন্তর এক দিন বেস্তোমা শপিতৃ গৃহের দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে এমত সময়ে দেখিল ঘোষণাকারি এক ব্যক্তি ঘোষণা করিতেছে, কিন্তু সে কি বলিতেছিল তাহা দূরত্ব প্রযুক্ত স্পষ্ট শুনিতে পাইল না, পরে যখন ঐ ব্যক্তি বাটীর নিকটে আইল তখন বেস্তোমা দ্বার অর্ধ মুক্ত রাখিয়া ঘরের ভিতর হইতে দেখিল যে আসাদের ভাতা আমজিয়াদ প্রধান মন্ত্রী পারিষদগণ সহ গমন করিতেছেন এবং ঘোষণাকারি ব্যক্তি তাহারদের অগ্রে যাইতেছে। ঐ ঘোষণাকারি ব্যক্তি বাটী হইতে কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল যে এক বৎসরাবধি যশস্বী ও মহিমান্বিত প্রধান মন্ত্রির ভাতা নিরুদ্দেশ হওয়াতে মন্ত্রী স্বয়ং তাহার অব্যবহায়ে আসিরাছেন, রাজপুত্র যুবক পুরুষ ও তাহার আকার এই প্রকার, যদি কেহ তাহাকে রাখিয়া থাক অথবা জান তবে বল, তিনি কোথায় আছেন, তাহা হইলে প্রচুর পুরস্কার পাইবা। কিন্তু যদি কেহ তাহাকে রাখিয়া থাক ও ইহার পক্ষে তাহা প্রকাশ পায় তবে তাহার পুত্র পৌত্র কলত্রাদি সম্প্রদায় বধ ও তাহার গৃহাদি সমভূমি হইবে। বেস্তোমা এই কথা শুনিমাত্র অন্তবাস্তব কারণে গিয়া আসাদকে কহিল যে রাজকুমার তোমার ক্লেশের শেষ হইয়াছে শীঘ্র আমার সঙ্গে আইস। এই কথায় রাজনন্দন তৎক্ষণাৎ তাহার অনু-

গমন করিলেন এবং বেস্তোমা পথে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল  
এই মন্ত্রির ভাতা, এই মন্ত্রির ভাতা ।

মন্ত্রী এই কথা শুনিয়া সেই বাটীর নিকটে আসিলেন আসাদ  
তাঁহাকে দেখিবা মাত্র আছাদে দৌড়িয়া গিয়। আলিঙ্গন  
করিলেন আমজিয়াদও অত্যন্ত সুহ পূর্বক ভাতাকে ধরিয়া  
থাকিলেন । অনন্তর আমজিয়াদের এক কর্মকারী আপন অশ্ব  
তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলে, মন্ত্রী তদারোহণ পূর্বক ভাতাকে রাজ-  
বাটীতে আনিয়া রাজার নিকট উপস্থিত করিলেন । ভূপতি  
তুষ্ট হইয়া তাঁহাকেও এক মন্ত্রির পদে নিয়োজিত করিলেন ।

বেস্তোমা পিতৃ গৃহে পুনর্গমন না করিয়া যুবরাজ আসাদের  
সঙ্গে রাজবাটীতে গিয়াছিল ইহাতে রাজা তাহাকে রাণীর  
নিকট প্রেরণ করিলেন ।

পরিদিন ঐ মায়াবির গৃহ সমভূমি হইল এবং তাহাকে ও  
বাহরামকে সপরিবারে আনাইয়া রাজা তাহাদের প্রাণ দণ্ডের  
আজ্ঞা করিলেন । তাহারা সকলে রাজার গদানত হইয়া মার্জনা  
প্রার্থনা করিল, কিন্তু রাজা কহিলেন যদি তোমরা অগ্নিপূজা  
পরিত্যাগ করিয়া মহম্মদীয় ধর্ম গ্রহণ কর তবে তোমাদের  
জীবন দান করিতে পারি নতবা তোমাদের প্রতি কোনমতে  
দয়া হইবে না । কি করে প্রাণের জন্য তাহারা সকলেই মুসল-  
মান ধর্ম গ্রহণ করিল, এবং যুবরাজ আসাদের সহিত বেস্তো-  
মার মৈত্রতার জন্য কাবামা প্রতি অন্যান্য সকলেরও প্রাণ  
রক্ষা হইল ।

বাহরাম মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিলে আমজিয়াদ তাহার  
পূর্বকার ক্রতি বিশেষণ করিয়া তাহাকে আপনার প্রধান  
কর্মচারি করিয়া পরে আপন বাটীতে রাখিলেন । কয়েক-  
দিন পরে বাহরাম যুবরাজ দ্বয়ের বিশেষ বিবরণ অবগত হইয়া  
পোত সুসজ্জ করিয়া তাহারদিগের পিতা কামারল জমানের  
নিকট লইয়া যাওনের প্রস্তাব করিল, সে বলিল রাজা আপ-  
নারদিগকে নির্দোষ জানিয়া অবশ্যই দেখিবার নিমিত্ত  
অধৈর্য হইয়া আসছেন, আর যদি সত্য তি নি যথার্থ প্রত্যস্ত না

শুনিয়াই থাকেন তবে অথৈ তাঁহাকে বিস্তারিত জানান যাইবে, তাহাতেও যদি তাঁহার মনের ভ্রম দূর না হয় তবে এখানে ফিরিয়া আসিবেন। এই প্রস্তাবে দুই ভ্রাতা সম্মত হইয়া রাজাকে অধিষ্ঠ্য জ্ঞাপন করিলেন। ভূপাল তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া জাহাজ সজ্জা করিতে আজ্ঞা দিলেন, এবং বাহরাম আল্লাদ পূর্বক পোতাধ্যক্ষ হইয়া বাজার আয়োজন করিল। পরে রাজকুমারদ্বয় ভূপতির নিকট বিদায় হইতে গিয়া যে সময়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন, সে কালে নগর মধ্যে অত্যন্ত কোলাহল উঠিল, এবং তৎক্ষণাৎ এক জন কর্মচারী আসিয়া কহিল বৃহৎ এক জল নৈম্য নগরে আসিতেছে কিন্তু তাহার কে এবং কোথা হইতে আইল তাহা কেহ বলিতে পারে না। এই সম্বাদে রাজা অত্যন্ত ভীত হওয়াতে আমজিয়াদ তাঁহাকে কহিলেন মহারাজ অনুগ্রহ পূর্বক আমাকে প্রধান মন্ত্রিত্ব পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, আমি যদিও তৎকর্ম এক্ষণে ত্যাগ করিয়াছি তথাপি এখনও আপনকার কন্মের আমার প্রাণপণ, কিন্তু প্রথমে যুদ্ধ উদ্যম না করিয়া আমাকে আজ্ঞা করুন। শত্রু কে যে অথৈ সংগ্রামাভিপ্রায় জ্ঞাপন না করিয়া রাজধানী আক্রমণ করিতে আইল আমি দেখিয়া আসি। ইহাতে রাজা রাজকুমারকে গমন করিতে অনুমতি দিলেন। আমজিয়াদ উপযুক্ত সজ্জিগণ লইয়া ঐ বিপক্ষ কে ও কি অভিপ্রায়ে আগমন করিতেছে তাহা জ্ঞানিতে গেলেন। কিয়দূর যাইতেই সৈন্য দল দৃষ্ট হইল এবং বোধ হইল অসংখ্য সেনা, তাহার ক্রমশ অগ্রসর হইতেছে। রাজপুত্র সেনাগণের নিকটস্থ হইলে অগ্রবর্ত্তি প্রহরীগণ তাঁহাকে রাণীর নিকটে লইয়া গেল, রাণী তখন গমনে ক্লান্ত হইয়া রাজপুত্রের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। যুবরাজ রাণীকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি শত্রু কি মিত্র, কি ভাবে আসিয়াছেন, যদি শত্রু ভাবে অধিসিয়া থাকেন তবে তাহার কারণ কি, মন্ত্রপ্রতিপালক রাজার আপনি কি অপরাধ পাইয়াছেন। রাজ্ঞী উত্তর করিলেন আমি মৈত্র ভাবে আসিয়াছি, তোমার রাজার এবং

আমার রাজ্য যে প্রকার অসংলগ্ন তাহাতে বিবাদ বিষয়াদে  
কোন সম্ভাবনা নাই, কেবল আসাদ নামে এক দাসকে লওনার্থ  
আমার আগমন জানিবা, ঐ দাসকে এই নগরবাসী বাহরাম  
নামা অত্যন্ত অহঙ্কারী এক নাবিক আমার রাজ্য হইতে লইয়া  
আসিয়াছে, আমি শোধ করি তোমার রাজ্য আমার নাম  
মাজ্জিদ জানিলে এ বিষয়ের বিচার করিবেন। আমজিয়াদ  
বলিলেন হে প্রতাপাবিরিতে আপনি এত ক্লেশ স্বীকার পূর্বক যে  
কিষ্করের অশেষণে আসিয়াছেন তিনি আমার ভাতা, আমি  
তাঁহাকে হারাইয়াছিলাম কিন্তু সম্প্রতি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছি  
আসুন আমি তাঁহাকে স্বয়ং আপনার নিকট সমর্পণ করিব এবং  
আমার রাজ্যও আপনাকে দেখিয়া আত্মাদিত হইবেন।

অনন্তর রাণী ঐ স্থানে সৈন্যগণকে শিবির সংস্থাপন করিতে  
আজ্ঞা দিয়া রাজকুমার আমজিয়াদের সঙ্গে রাজবাটীতে  
গেলেন। রাজা তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মান করিলেন। আসাদ  
তৎকালে তথায় উপস্থিত ছিলেন তিনিও তাঁহাকে চিনিয়া  
অভিবাদন করিলেন। রাজা তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত আত্মাদিত  
প্রকাশ করিলেন। কিন্তু যখন তাঁহারাই এইরূপ আনন্দে মগ্ন  
তখন সম্রাট হইল পূর্বাগত সেনা অপেক্ষা অধিক পরাক্রান্ত  
আর এক দল সৈন্য নগরের অন্য দিক দিয়া আসিতেছে।

মায়াবি নগরীয় মহীপাল মনুষ্যের কলরব শুনিয়া এবং  
পদধূলি সমূহে আকাশ মণ্ডল আচ্ছন্ন দেখিয়া অতিশয় ভয়  
যুক্ত হওত আমজিয়াদকে কহিলেন ওহে আমজিয়াদ এইরূপে  
কি করিব, দেখ, আর এক দল সৈন্য আমার রাজ্য নষ্ট করিতে  
আসিতেছে। আমজিয়াদ রাজার মনোগত ভাব বুঝিয়া তৎক্ষ-  
ণা পুনরায় অস্বারোহণ পূর্বক সৈন্য দলভিমুখে গমন করি-  
লেন। পরে সৈন্য গণের নিকট আসিয়া অত্রবর্তি প্রহরিদিগকে  
কহিলেন যে ত্রিকি সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিবেন ইহাতে  
প্রহরিগণ তাঁহাকে আপনাদের অধ্যক্ষের সমীপে লইয়া গেল।  
রাজনন্দন দেখিলেন ঐ ব্যক্তি রাজা কেননা তাঁহার মস্তকে মুকুট  
শোভিত ছিল। ভূপাল তনয় তদৃষ্টে ঘোটক হইতে অবরোহণ

করত অফাজে প্রণিপাত করিয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে নরেন্দ্র আমার প্রভু রাজার নিকট আপনি কি চাহেন । রাজা উত্তর করিলেন আমি চীনাধিপতি আমার নাম গায়ুন, আমি বেদৌরা নামী নিজ কন্যাকে খালেদান উপদ্বীপাধিপতি শাহজ-মান রাজার পুত্র কামরুল জমানের সহিত বিবাহ দিয়াছি, পরে জামাতা আশ্রজা লইয়া পিত্রালয়ে গিয়াছেন; বলিয়া-ছিলেন এক বৎসরের মধ্যে ফিরিয়া আসিবেন, কিন্তু তদবধি তাঁহারদিগের কোন সমাচার পাই নাই, এই জন্য স্বরাজ্য ত্যাগ করিয়া তাঁহারদের অন্বেষণ করিতেছি, যদি তোমার রাজা তাঁহারদিগের কোন সংবাদ বলিতে পারেন তবে তাঁহার নিকট অত্যন্ত বাঞ্ছিত হইব ।

যুবরাজ আমজিয়াদ আলাপাদির দ্বারা ঐ রাজাকে আপ-নার মাতামহ জানিয়া অত্যন্ত ভক্তি পূরক তাঁহার হস্ত চুম্বন করিয়া কহিলেন হে মহারাজ মাতামহের নিকট দৌহিত্রের কর্তব্য কর্ম প্রকাশার্থ আমি যে ধৃষ্টতা গ্রহণ করিলাম আপনি কৃপাবলোকন করিয়া তাহা ক্ষমার্জন করিবেন । আমি এবলী উপ-দ্বীপাধিপতি কামরুল জমানের পুত্র এবং যে বেদৌরার নিমিত্ত আপনি দেশত্যাগী তাঁহার গর্ভে আমার জন্ম । তাঁহার স্বরাজ্য সুস্থ শরীরে আছেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । চীনাধিপ দৌ-হিত্রকে দেখিয়া পুলকিত হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং হঠাৎ সঙ্গর্শনে উভয়েরই চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল, পরে রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে কি নিমিত্ত তুমি এই বিদেশে আসিয়াছ । এই কথায় যুবরাজ আপনার ও আপন ভ্রাতা আসাদের সমুদয়-বিবরণ কহিলেন । চীনাধিপ তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন হে বৎস তোমার-দের ন্যায় নির্দোষ রাজকুমারদের এমন ক্লেশ ভোগ আর উচিত হয়না, আমি তোমাদের উভয়কে লইয়া গিয়া তোমাদের পিতার সঙ্গে মিলন করিয়া দিব, যাও, আমার আগমন সম্বন্ধ তোমার রাজাকে গিয়া জানাও । পরে চীনাধিপতি ঐ স্থানে ছাউনি করিয়া থাকিলেন, এবং আমজিয়াদ আপন রাজার



নিকট গিয়া তাবৎ সংবাদ कहিলেন । চীন রাজ্যেশ্বর কন্যার অপেক্ষার্থ নানা ক্লেশ সহ করিয়া এত দূরে তাঁহার রাজধানীর নিকট আসিয়াছেন ইহা শুনিয়া ঐ ভূপতি অত্যন্ত চমৎকৃত হইলেন, এবং তাঁহার অভির্থনার্থ উচিত আয়োজন করিতে আঁজ দিয়া স্বয়ং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন ।

এই ব্যাপার কালে নগরের অন্য দিকে উড়ীন ধূলি দৃষ্ট হইল, এবং তৎক্ষণাৎ সম্ভাদ আইল যে তৃতীয় এক দল সৈন্য আসিতেছে, ইহাতে রাজা গমনে ক্লান্ত হইয়া, সুদরাজ আমজিয়াদকে তাহারদিগের পরিচয়াদি জানিতে প্রেরণ করিলেন । আমজিয়াদ নিম্ন ভাষা আসাদকে সঙ্গে লইয়া তদনুসন্ধানে গমন করিলেন, এবং গিয়া দেখিলেন যে তাঁহারদিগের পিতা রাজা কার্মারল জমান সৈন্যে তাঁহারদের অন্বেষণে আসিয়াছেন । তিনি পুত্র শোকে এমত ব্যাকুল হইয়াছিলেন যে অবশেষে আমির জয়ান্দর তাঁহাকে বলিয়াছিল যে রাজকুমারেরা জীবদ্দশায় আছেন তাঁহারদিগকে নষ্ট করে নাই তাঁহা শুনিয়া স্বয়ং পুত্রদিগের ভ্রম্ভষণে যাত্রা করেন । শোকান্তে রাজা স্বীয় পুত্রদ্বয়কে দেখিয়া মহাক্লাদে আলিঙ্গন করিলেন এবং এত দিন যে চক্ষে অহর্নিশ শোক বারি বহিরাই ছিল তাহা আনন্দশ্রুতে পূর্ণ হইল ।

চীনাধিপ জামাতার আগমন সংবাদ শ্রবণে কুমারদ্বয় সমভিব্যাহারে তাহাদু সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন । কিন্তু কিঞ্চিৎ দূর গমন করিয়াই দেখিলেন যে চতুর্থ এক দল সৈন্য অদূরে আসিতেছে এবং কোথ হইল যেন তাঁহারা পারশ্যদেশ হইতে আসিয়াছে । কার্মারল জমান কুমারদ্বয়কে कहিলেন যে তোমরা গিয়া দেখিয়া আইস এই সৈন্য কাহার এবং কোথা হইতে, কিজান্য আসিতেছে । কুমারদ্বয় তৎক্ষণাৎ সৈন্যদলের নিকট গেলেন, এবং রাজার নিকট উপনীত হইয়া রাজাকে প্রণিপাত পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন মহারাজ কি অভিপ্রায়ে এই রাজধানীতে আগমন হইল । এই কথা শুনিয়া প্রধান অমন্ত্রী বলিল আপনারা যে রাজার সহিত আলোপ করিতেছেন

ইহাঁর নাম শাহজমান, ইনি খালেদান উপদ্বীপের অধিপতি, ইহাঁর পুত্র যুবরাজ কামারল জমান বহুকাল হইল রাজ্য ত্যাগ করিয়া গমন করিয়াছেন তাঁহার অন্বেষণার্থ রাজা এইরূপে দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিতেছেন, যদি আপনারা তাঁহার কোন সূত্রাদ বলিতে পারেন তবে রাজার সথেষ্ট উপকার হয়। মন্ত্রির প্রমুখা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা নন্দনের কহিলেন আমরা কিছুকাল পরে আসিয়া এই কথার উত্তর প্রদান করিতেছি। ইহা বলিয়া অশ্বারোহণ পূর্বক অতিদ্রুত আসিয়া আপনাদের পিতা কামারল জমানকে বলিলেন যে আপনার জনক সয়ং দল-বল সমভিযাহারে আগমন করিয়াছেন। শাহজমান রাজার হঠাৎ আগমন বার্তা শ্রবণে কামারল জমানের মনে এমত ভয় ও আশ্চর্য ও আনন্দের উদয় হইল যে তাহাতে তিনি কণ-কাল নিম্গন্দ হইয়া রহিলেন। অনন্তর যুবরাজ আমজিয়াদ ও আসাদের যত্নে তাঁহার চৈতন্য হইলে তিনি পিতার শিরিরে গমন করিয়া তাঁহার পদানত হইলেন। পিতা পুত্রের পরস্পর সন্দর্শন হইবা মাত্র উভয়ে মহা আনন্দে নিমগ্ন হইলেন, পরে শাহজমান ভূপতি বিনা অনুমতিতে তাঁহাকে ভাগ করিয়া আগমন নিমিত্ত স্রীয় তনয়কে সথেষ্ট অমুযোগ করিলেন, তাহাতে কামারল জমান জজ্জায় অত্যন্ত অধোবদন হইয়া রহিলেন।

অনন্তর তিন রাজা অর্থাৎ চিনাধিপতি শাযুব খালেদান উপদ্বীপাধিপতি রাজা শাহজমান ও মাজিনা রাণী মায়াবি দেশস্থ রাজার রাজধানীতে তিন দিন মহানন্দে থাকিলেন। এবং মায়াবি নগরের রাজা তাঁহাদিগকে অতিশয় সম্মান করিলেন আর ঐ তিন দিবস মধ্যে মাজিনা রাণীর সহিত আসাদের বিবাহ হইল এবং আসাদের প্রীতি বোস্তামির প্রত্যক্ষ-বস্তুর জন্য আমজিয়াদ তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলেন এই উপলক্ষে ঐ রাজধানী মধ্যে মহামুহুর্ত সব হইল।

অনন্তর চিনাধিপ ও শাহমান রাজা এবং কামারল জমান স্বয়ং রাজ্যে গমন করিলেন ও মাজিনা রাণী স্রীয় স্বামি আস-

দকে সঙ্গে লইয়া নিজ রাজ্যে ফাড়া করিলেন। আমজিয়াদের  
 স্ত্রীমায়াদি নগরীর রাজা এমত বশীভূত হইয়াছিলেন যে  
 তিনি তাঁহাকে কোনমতে যাইতে না দিয়া স্ত্রী বৃদ্ধাবস্থা  
 প্রাপ্ত তাঁহাকে স্ব রাজ্যে অভিযুক্ত করিলেন । আমজিয়া  
 রাজ্য ভার প্রাপ্ত হইয়া নানা যত্ন দ্বারা সন্দেহে অগ্নি  
 উদ্ভূত করিয়া মহম্মদীয় ধর্মের প্রচার করিলেন ।

এই মনোহর উপন্যাস সমাপন করিয়া সাহরজাদি রাজার  
 অনুমতি ক্রমে আগামি রাতে শেযোক্ত গল্প আরম্ভ করি-  
 লেন ইতি ।

